বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১৪ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শুক্রবার । ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪১৩ সংখ্যা।। ১৮ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১৪ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শুক্রবার । ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪১৩ সংখ্যা।। ১৮ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com

১৪ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শুক্রবার । ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪১৩ সংখ্যা।। ১৮ পাতা

বুলেটিন সংখ্যা

ভর্তি চলছে

ইউনিক পয়েন্ট স্কুল (উঃ মাঃ)

ভর্তি চলছে

স্থাপিত-২০১৩ একটি আদর্শ বেসরকারী আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেনী পর্যন্ত)

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেনীতে (বিজ্ঞান বিভাগে) ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ফর্ম দেওয়া শুরু ৩০শে জানুয়ারী ২০২৬ তারিখ থেকে

ফর্ম জমা দেওয়া ও অ্যাডমিট সংগ্রহ করার শেষ তারিখ -১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২৬

প্রথম প্রবেশিকা পরিক্ষা

১৮ই ফেব্রুয়ারী ২০২৬ বুধবার, সময় - দুপুর ১২ টায়

ইউনিক পয়েন্ট স্কুল ক্যাম্পাস –উত্তর দারিয়াপুর।

ফল প্রাকাশ (Result)

২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ সোমবার ,বেলা ১২টা

সফল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়া হবে ২৩ এ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে

যাতায়াতের জন্য গাড়ির সু-ব্যাবস্থা আছে

বালক ও বালিকাদের জন্য আলাদা হোস্টেলের ব্যাবস্থা আছে

এক নজরে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল

2020:- Abdul Hakim Ansari — 644 (92%)	2021:- Faten Nehal — 691 (99%)	2022:- Neha Parvin — 666 (95%)	2023:- Sahil Akhtar — 612 (88%)	2024:- Noor Alam — 630 (90%)	2025:- Nadiya Parveen — 657 (94%)
2019:- Saheba Khatun — 455 (91%)	2020:- Mahabuba Khatun — 475 (95%)	2022:- Sarifa Firdous — 483 (97%)	2023:- Md. Nayem Akhtar — 425 (85%)	2024:- Abul Kalam Azad — 435 (87%)	2025:- Sahil Akhtar — 448 (90%)
Md. Nisbaul Ansari M.B.B.S. (2022) North Bengal Medical College & Hospital			Md. Abdul Hakim Ansari M.B.B.S. (2024) Burdwan Medical College & Hospital		

–: প্রধান শিক্ষক :–

মহঃ রাফিকুল ইসলাম

9734637998 (H.M) / 9735967889 / 9614147014

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/27/2026 2:14 AM Page 4

বাংলা আজ যা ভাবে
সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com
১৪ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শুক্রবার । ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪১৩ সংখ্যা।। ১৮ পাতা
বুলেটিন সংখ্যা

নিউ টাউন পাবলিক স্কুল [উঃ মাঃ]

শুভ উদ্বোধন

এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের
আলাদা করে কোনো
কোচিং এর প্রয়জন হয় না

১৮ মার্চ,২০২৬

একাদশ শ্রেণিতে (Science ও Arts) ভর্তি চলছে!

বোর্ড এক্সাম (H.S) এর পাশাপাশি NEET ও JEE প্রস্তুতির সেরা ঠিকানা।

আমাদের বিশেষত্ব:

- টার্গেট : সায়েন্স ও আর্টস বিভাগে মাত্র ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী নেওয়া হবে (সিলেকশন টেস্টের মাধ্যমে)।
- আবাসিক ও অনাবাসিক: ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য পৃথক হোস্টেলের সুব্যবস্থা।
- অভিজ্ঞ শিক্ষক: বহিরাগত এক্সপার্টদের মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে কোচিং।
- মাধ্যম: বাংলা।

বিশেষ ধামাকা অফার:

প্রথম ২০ জন ভর্তিচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য
ভর্তি ফিতে ২০% ছাড়!

ঠিকানা

নিউটন পাবলিক স্কুল এইচএস পুখুরিয়া মোড় বাস স্ট্যান্ড, মালদা।
Mobile: 7865852758 / 9476268597

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com   ১৪ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। শুক্রবার । ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪১৩ সংখ্যা।। ১৮ পাতা   বুলেটিন সংখ্যা

বঙ্গবাসীর মন পেতে মোদীর চিঠি, পাল্টা ‘স্বীকারোক্তি’ সাজাল তৃণমূল

ভোটের মুখে বঙ্গবাসীর মন পেতে কলম ধরেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সেই চিঠির পাল্টা হিসেবে আরও এক ‘চিঠি’ লিখে সরাসরি আক্রমণ শানাল ঘাসফুল শিবির। তৃণমূলের দাবি, যে কথা মোদী কখনও স্বীকার করবেন না, সেই সব ‘স্বীকারোক্তি’ নিয়েই তাঁদের এই নতুন পত্রযুদ্ধ।

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বঙ্গভোটের নির্ঘণ্টের আগেই তপ্ত রাজনীতির আঙিনা। এবার লড়াইয়ের হাতিয়ার হয়ে উঠল খোলা চিঠি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলার মানুষের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে চিঠি পাঠাতেই তার পাল্টা ‘জবাব’ দিল তৃণমূল কংগ্রেস। তবে এই জবাব স্রেফ রাজনৈতিক বিবৃতি নয়, খোদ প্রধানমন্ত্রীর বয়ানে এক কাল্পনিক ‘স্বীকারোক্তি’ পত্র সাজিয়েছে জোড়াফুল শিবির। তৃণমূলের সাফ কথা, ‘যে চিঠি নরেন্দ্র মোদী কোনও দিন লিখবেন না’ , সেটাই তারা লিখে প্রকাশ করল। দুর্নীতি আর অপশাসনের অভিযোগে বিদ্ধ বাংলার জন্য মোদী যখন ‘বিকশিত পশ্চিমবঙ্গ’ গড়ার ডাক দিচ্ছেন, তখন তৃণমূল পাল্টা হাতিয়ার করেছে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও বাঙালি নির্যাতনের অভিযোগকে। তৃণমূলের প্রকাশিত এই ব্যঙ্গাত্মক চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীর বয়ানে অত্যন্ত চড়া সুরে আক্রমণ শানানো হয়েছে। চিঠির শুরুতেই ধাক্কা দিয়েছে ধর্মীয় রাজনীতির অভিযোগ। সেখানে মোদীর বয়ানে লেখা হয়েছে, শুরু করছি আমার বহু প্রতীক্ষিত স্বীকারোক্তি দিয়ে আমার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও আমি বারবার দাবি করেছিলাম যে, বাংলায় দুর্গাপুজো বন্ধ করা হয়েছে, যা শেষপর্যন্ত মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়েছে। এখন আর কোনও পথ না থাকায় আমাকে ‘জয় মা কালী’ স্লোগান দিয়ে লোকদেখানো ভক্তিপ্রদর্শনের অভিনয় করতে হচ্ছে। দ শাসক দলের দাবি, বিজেপি বরাবরই বাংলার সংস্কৃতি নিয়ে মিথ্যাচার করেছে এবং এখন ভোট পেতে লোকদেখানো ভক্তি দেখ াচ্ছে। আর্থিক বঞ্চনার ইস্যুটিকে এই চিঠিতে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের সাজানো বয়ানে প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করছেন, আমি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে রাজ্যের প্রাপ্য প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় তহবিল আটকে দিয়েছি। নিষ্ঠুর ভাবে শ্রমিকদের মজুরি, পরিবারগুলোর মাথার ছাদ, গ্রামের রাস্তা, লক্ষ লক্ষ মানুষের পরিশ্রুত পানীয় জল কেড়ে নিয়েছি। একশো দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাস যোজনা বা জল জীবন মিশনের টাকা আটকে দেওয়া যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, সেটাই এই চিঠির মাধ্যমে আমজনতার সামনে তুলে ধরতে চেয়েছে ঘাসফুল শিবির। মোদীর সাফল্যের বিজ্ঞাপনের পাল্টা হিসেবে এই ‘আর্থিক অবরোধ’কে ঢাল করেছে তারা ।বাঙালি আবেগ ও মনীষীদের অসম্মান নিয়েও চিঠিতে রয়েছে ঝাঁজালো সব অভিযোগ। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতে বাঙালিদের হেনস্থা করার প্রসঙ্গ তুলে চিঠিতে লেখা হয়েছে, আমি আমার দলের শাসন চলা রাজ্যগুলোতে বাঙালিদের নিশানা করা শুরু করেছি। বাঙালি ও বাংলাদেশিদের মধ্যে থাকা পার্থক্যকে সচেতন ভাবে মুছে দিয়ে মাতৃভাষার ভিত্তিতে মানুষের পরিচয় নির্ধারণ করে তাঁদের আটক, দেশান্তর, শারীরিক নির্যাতন করেছি। এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ‘বঙ্কিমদা’ বলা বা রবীন্দ্রনাথের গায়ের রঙ নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের প্রসঙ্গও বাদ যায়নি। চিঠিতে দাবি করা হয়েছে, বিজেপি স্বামী বিবেকানন্দকে ‘অজ্ঞ বামপন্থী প্রডাক্ট’ বলে অপমান করেছে এবং বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে ।তৃণমূলের এই ‘পত্রযুদ্ধ’ আসলে বিজেপির প্রচারকে ভোঁতা করার এক সুকৌশলী চাল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। মোদী তাঁর চিঠিতে যখন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা বলছেন, তৃণমূল তখন অতীতে ঘটা নানা বিতর্কের তালিকা সামনে এনেছে। জাতীয় সংগীতকে ‘ব্রিটিশদের স্বাগত জানানোর গান’ বলা বা নেতাজির ট্যাবলো বাতিলের মতো স্পর্শকাতর বিষয়গুলিকেও প্রধানমন্ত্রীর ‘স্বীকারোক্তি’ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এমনকি ভোটার তালিকায় কারচুপি এবং এনআইএ বা নির্বাচন কমিশনের মতো সংস্থাকে ব্যবহারের অভিযোগও আনা হয়েছে এই চিঠিতে ।চিঠির শেষাংশে অত্যন্ত কড়া ভাবে খাদ্যাভ্যাস ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। তৃণমূলের দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাছ-মাংস খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে। সব মিলিয়ে ইংরেজি ও বাংলা, দুই ভাষাতেই এই চিঠি ছড়িয়ে দিয়ে তৃণমূল বুঝিয়ে দিল, ছাব্বিশের লড়াইয়ে তারা এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বে না। মোদীর ‘আশীর্বাদ’ চাওয়ার পাল্টায় তৃণমূলের এই ‘স্বীকারোক্তি’ পত্র বর্তমানে সমাজমাধ্যমে রীতিমতো ভাইরাল। ভোটারদের দুয়ারে যাওয়ার আগে এই ‘পত্রযুদ্ধ’ যে দুই শিবিরের লড়াইকে আরও তিক্ত করে তুলল, তা বলাই বাহুল্য।

রবিতে বঙ্গে পা রাখছে ২৪০ কোম্পানি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে ভোট ঘোষণার নির্ঘণ্টের আগেই কার্যত যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিল নির্বাচন কমিশন। আগামী ১ মার্চ, রবিবার থেকেই রাজ্যের আনাচকানাচে বুটের শব্দ শোনা যাবে। প্রাথমিক পর্যায়ে মোট ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে কমিশন। শুক্রবার জেলাভিত্তিক সেই তালিকাও প্রকাশ করা হয়েছে। কমিশনের লক্ষ্য স্পষ্ট, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর কোনও ভাবেই যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি না হয়, তা নিশ্চিত করা। আর এই রণকৌশলে কমিশনের বিশেষ নজরে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। তিন পুলিশ জেলা এবং দুই কমিশনারেট মিলিয়ে এই জেলাতেই মোতায়েন হচ্ছে সর্বোচ্চ ৩০ কোম্পানি বাহিনী ।কমিশন সূত্রে খবর, রবিবার যে বাহিনী আসছে তার মধ্যে সিংহভাগই থাকছে সিআরপিএফ। ১১০ কোম্পানি সিআরপিএফ ছাড়াও থাকছে ৫৫ কোম্পানি বিএসএফ, ২১ কোম্পানি সিআইএসএফ, ২৭ কোম্পানি আইটিবিপি এবং ২৭ কোম্পানি এসএসবি। বাহিনীর প্রতিটি কোম্পানিতে অন্তত ৭২ জন করে জওয়ান থাকা বাধ্যতামূলক করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। রাজ্যের মোট ২৩টি জেলার ৩৫টি পুলিশ জেলা ও কমিশনারেটে এই বাহিনীকে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই দফায় কলকাতায় মোতায়েন করা হচ্ছে ১২ কোম্পানি বাহিনী। একই পরিমাণ বাহিনী যাচ্ছে মালদহ এবং নদিয়াতেও (দুটি পুলিশ জেলা মিলিয়ে)। মুর্শিদাবাদ এবং হাওড়ায় যথাক্রমে ১৬ ও ১৫ কোম্পানি বাহিনী নামানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে ।রবিবার বাহিনী পৌঁছনোর পর তাদের বসিয়ে রাখতে নারাজ কমিশন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ‘১ তারিখেই সেন্ট্রাল ফোর্স মোতায়েন হয়ে যাবে। জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার ওই বাহিনীকে কাজে লাগাবে।’ বাহিনীর গতিবিধির ওপর সরাসরি নজর রাখ বে কমিশন। কমিশনের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, বাহিনী আসার সঙ্গে সঙ্গেই এলাকায় রুট মার্চ শুরু করতে হবে। মানুষের মনে আত্মবিশ্বাস ফেরানোই হবে জওয়ানদের প্রথম কাজ। বিশেষত স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে নজরদারি বাড়িয়ে কোনও রকম অশান্তির আশঙ্কা অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চায় নির্বাচন সদন ।উত্তর ২৪ পরগনার পরেই কমিশনের গুরুত্বের তালিকায় রয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর। দক্ষিণ ২৪ পরগনার তিন পুলিশ জেলা মিলিয়ে ১৫ কোম্পানি এবং শুভেন্দু অধিকারীর গড় হিসেবে পরিচিত পূর্ব মেদিনীপুরে ১৪ কোম্পানি বাহিনী যাচ্ছে। হুগলিতেও সমপরিমাণ অর্থাৎ ১৪ কোম্পানি জওয়ান নামানো হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতেও বাহিনীর বিন্যাস চূড়ান্ত। উত্তর দিনাজপুরে ১১ কোম্পানি এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০ কোম্পানি জওয়ান মোতায়েন করা হবে। এ ছাড়া কোচবিহারে ৯ কোম্পানি, আলিপুরদুয়ারে ৫ কোম্পানি এবং জলপাইগুড়িতে ৭ কোম্পানি বাহিনী প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ শুরু করবে। পাহাড়ে দার্জিলিংয়ের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৬ কোম্পানি ।রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি এবং ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে নানা অভিযোগের মাঝেই কমিশনের এই তৎপরতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। আর তার পরের দিনই রাজ্যে পা রাখছে বিশাল বাহিনী। এসআইআর তালিকা এবং ভোটার তালিকা ঘিরে অশান্তির যে মেঘ ঘনিয়েছে, তা কাটাতে আগেভাগে বাহিনী নামানো হচ্ছে। আগামী ১০ মার্চের মধ্যে রাজ্যে আরও ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পৌঁছবে। অর্থাৎ ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়ার আগেই রাজ্যে মোতায়েন বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়াবে ৪৮০ কোম্পানি। গত বিধানসভা নির্বাচনে দফায় দফায় মোট ১১০০ কোম্পানি বাহিনী ব্যবহৃত হয়েছিল। এবার শুরুতেই প্রায় ৫০০ কোম্পানি নামিয়ে কমিশন বুঝিয়ে দিল, নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখা হবে না ।বাহিনী মোতায়েনের খুঁটিনাটি খতিয়ান বলছে, বাঁকুড়া ও বীরভূমে ৭ কোম্পানি করে, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামে ৫ কোম্পানি করে এবং পশ্চিম মেদিনীপুরে ৭ কোম্পানি জওয়ান নামছে।

আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটে থাকছে ৭ কোম্পানি বাহিনী। কমিশনের তরফে সাফ জানানো হয়েছে, বাহিনী কোথায় যাচ্ছে এবং কী কাজ করছে, তার প্রতি মুহূর্তের রিপোর্ট পাঠাতে হবে। প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় রেখে জওয়ানরা যাতে দ্রুত এলাকায় মিশে যেতে পারেন, তার জন্য জেলাশাসকদের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রবিবারের পর থেকে বাংলার রাজপথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রুট মার্চ কার্যত নিয়মিত দৃশ্য হতে চলেছে। ফাইল ফটো।

কাটল এসআইআর জট

চূড়ান্ত ২১ ফেব্রুয়ারির সংখ্যাই ভরসা ভিনরাজ্যের ২০০ বিচারক

নয়া জামানা ডেস্ক রাজ্যে এসআইআর নিয়ে চলা দীর্ঘ টানাপড়েনের জট অবশেষে কাটতে চলেছে। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের নেতৃত্বে আয়োজিত প্রায় দেড় ঘণ্টার ম্যারাথন বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের কড়া নজরদারির আবহে এ দিনের বৈঠকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ভোটার তালিকার তথ্যগত অসঙ্গতি বা ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’র ক্ষেত্রে ২১ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত পর্যন্ত প্রাপ্ত সংখ্যাটিকেই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য করা হবে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সেই নির্দিষ্ট সংখ্যাটি বৃহস্পতিবারই জানিয়ে দেওয়ার কথা।

একই সঙ্গে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা থেকে মোট ২০০ জন বিচারবিভাগীয় আধিকারিক চেয়ে পাঠিয়েছে হাই কোর্ট। প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ কর্তাদের উপস্থিতিতে এ দিনের বৈঠকে কাজের গতি বাড়াতে কড়া পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। স্থির হয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মধ্যেই রাজ্যের বাকি বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের জন্য প্রয়োজনীয় লগ-ইন আইডি তৈরি করে দেওয়া হবে। এ ছাড়া ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জমা পড়া অথচ পোর্টালে না ওঠা নথিগুলি বুধ ও শুক্রবারের মধ্যে কমিশনকে আপলোড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কাজের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রতিটি বিধানসভা ভিত্তিক বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের দৈনিক কাজের রিপোর্ট হাই কোর্টে জমা দেবে কমিশন। বৈঠকে ভিন রাজ্য থেকে আসা বিচারকদের থাকার জায়গা এবং খাবারের সুব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তবে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা থেকে ১০০ জন করে মোট ২০০ জন বিচারক কবে রাজ্যে পৌঁছবেন, তা এখনও নিশ্চিত নয়। সংশ্লিষ্ট দুই রাজ্যের হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতিদের উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। এর আগে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে, ভোটার তালিকার অসঙ্গতি মেটানোর গুরুদায়িত্ব পালন করবেন হাই কোর্ট নিযুক্ত বিচার বিভাগীয় আধিকারিকেরা। প্রয়োজনে অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদেরও এই কাজে ব্যবহার করা হতে পারে। ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কমিশনকে প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে বলে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এ দিনের বৈঠকে স্পেশাল রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্তের উপস্থিতি নিয়ে নবান্ন প্রশ্ন তুললে সাময়িক বিতর্ক তৈরি হয়। রাজ্যের মুখ্য সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী ও পুলিশকর্তাদের উপস্থিতিতে রাজ্য প্রশ্ন তোলে, কেন সুব্রত গুপ্ত এই বৈঠকে রয়েছেন? জবাবে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল বলেন, ‘সুব্রত বিশেষ রোল পর্যবেক্ষক। এসআইআরের কাজে শুরু থেকে তিনি নজরদারি করছেন।

সুব্রত থাকলে সমস্যা কিসের?’ তিনি আরও স্পষ্ট করেন যে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই কমিশনের প্রতিনিধি হিসেবে সুব্রত গুপ্ত সেখ ানে উপস্থিত ছিলেন। সিইও-র এই যুক্তি শোনার পর রাজ্য আর বিতর্ক বাড়ায়নি।

এর আগে বিজেপির পক্ষ থেকে প্রাক্তন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল, যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর চলে। সব মিলিয়ে, আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতা কাটিয়ে দ্রুত নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রকাশই এখন মূল লক্ষ্য।

ক্ষমতায় এলেই অনুপ্রবেশ তাড়াবো

বঙ্গ জয়ে প্রত্যয়ী শাহ বিঁধলেন মমতাকে

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বঙ্গে নির্বাচনের দামামা বাজার ঠিক আগেই সীমান্ত সমস্যা ও অনুপ্রবেশ ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক পারদ তুঙ্গে তুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার বিহারের সীমান্তবর্তী জেলা আরারিয়ায় এক জনসভা থেকে তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেন, বাংলায় ক্ষমতায় এলেই প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারীকে বেছে বেছে ভারতছাড়া করা হবে। শাহের এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। পাল্টা তোপ দেগে তৃণমূল দাবি করেছে, সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব যার কাঁধে, সেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যর্থতার দায়ে অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত। বিহারের জনসভা থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। তাঁর দাবি, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বাংলায় পরিবর্তনের হাওয়া বইছে এবং বিজেপিই সেখানে সরকার গঠন করবে। শাহ বলেন, ‘আমি বিহারের জনতাকে কথা দিয়েছিলাম যে প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে ভারত থেকে বের করব। এটাই ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্কল্প। দেশের সুরক্ষার জন্য এই অনুপ্রবেশ এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। এবার সময় এসেছে ভারতকে সম্পূর্ণ অনুপ্রবেশ মুক্ত করার। গোটা সীমান্ত অঞ্চলে খুব দ্রুত এই প্রক্রিয়া শুরু হবে।’ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আরও যোগ করেন, বাংলায় ভোট আসন্ন। তাঁর বিশ্বাস, এবার সেখানে বিজেপি সরকার গড়বে। আর সরকার গঠনের পর তাঁদের দলের প্রথম এজেন্ডাই হবে এক এক করে সব অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে দেশের বাইরে বের করে দেওয়া। অনুপ্রবেশের ফলে বাংলার জনবিন্যাস আমূল বদলে গিয়েছে। অমিত শাহ তাঁর বক্তব্যে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন। তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক স্বার্থে এবং নিজস্ব ‘ভোটব্যাঙ্ক’ অটুট রাখতেই তৃণমূল সরকার অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিচ্ছে। শাহ দাবি করেন, অনুপ্রবেশ ইস্যুতে কেন্দ্র কড়া পদক্ষেপ করতে চাইলেও রাজ্য সরকার বারবার প্রশাসনিক অসহযোগিতার মাধ্যমে বাধা সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অনড় মনোভাবের কারণেই সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে জনবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটছে, যা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য চরম বিপদ সংকেত। অমিত শাহের এই কড়া বার্তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ একে ‘দিবাস্বপ্ন’ বলে কটাক্ষ করেছেন। তিনি বলেন, ‘বাংলায় কবে আসবেন, সেই স্বপ্ন ভুলে যান। অনুপ্রবেশকারী যদি ঢুকেই থাকে, তবে তার দায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। অনুপ্রবেশকারী তো আর বাংলার পুলিশ আটকায় না, আটকায় বিএসএফ। আর বিএসএফ সরাসরি অমিত শাহের দপ্তরের অন্তর্গত। তাহলে তিনি নিজের ব্যর্থতা স্বীকার করে পদত্যাগ করুন।’ তন্ময় ঘোষ আরও যোগ করেন, এরকম ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন বিজেপি আগেও দেখেছে। বাংলা বিজেপির ছিল না, আর ভবিষ্যতেও হবে না। এটি একটি সাজানো প্লট, প্রথমে অনুপ্রবেশকারী ঢুকতে দেওয়া, তারপর তা নিয়ে রাজনীতি করা। রাজনৈতিক মহলের মতে, হাতে বড়জোর আর এক মাস সময়। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহেই নির্বাচন কমিশন ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারে। এই অবস্থায় ‘অনুপ্রবেশ’ ইস্যুকে বিজেপি তাদের প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে।

এর আগেও একাধিকবার রাজ্য সফরের সময় অমিত শাহ অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব হয়েছেন। পাল্টা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সুর চড়িয়েছেন। তাঁর স্পষ্ট দাবি, আন্তর্জাতিক সীমান্ত পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব বিএসএফ-এর। যদি অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে, তবে তা কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারি এড়িয়ে কীভাবে সম্ভব হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তুলে তিনি বারবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছেন।

৫০০ কোটিতে ভোলবদল শিক্ষায়, ৪৩০ মডেল স্কুলে নিয়োগেরও ইঙ্গিত

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যের সরকারি স্কুল শিক্ষায় আমূল বদল আনতে ২৫০০ কোটি টাকার মেগা প্রকল্পে সিলমোহর দিল নবান্ন। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ‘এনহ্যান্সিং স্কুল এডুকেশন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল’ প্রকল্পের ঘোষণা করেন। এই কর্মসূচির অধীনে রাজ্যের ৪৩০টি স্কুলকে বিশ্বমানের ‘মডেল স্কুল’-এ রূপান্তর করা হবে। একই সঙ্গে বড়সড় শিক্ষক নিয়োগের ইঙ্গিতও দিয়েছেন মন্ত্রী। ব্রাত্য বসুর কথায়, ‘বড় পরিসরে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে।’ তবে নির্দিষ্ট শূন্যপদের সংখ্যা তিনি স্পষ্ট করেননি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের ভাবনাকে পাথেয় করেই এই পরিকাঠামো উন্নয়নের নীলনকশা তৈরি হয়েছে। প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৭০ শতাংশ অর্থ দেবে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এডিবি)। বাকি ৩০ শতাংশ বহন করবে রাজ্য সরকার। প্রতিটি ব্লকে একটি করে এবং অনগ্রসর ৮৭টি ব্লকে দু’টি করে স্কুলকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, জাতীয় স্তরে বাংলার শিক্ষা পরিকাঠামো এখ ন প্রথম সারিতে। এবার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক মান ছোঁয়া। এই মডেল স্কুলগুলিতে স্মার্ট ক্লাসরুম থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক ডিজিটাল ল্যাব ও বিজ্ঞান গবেষণাগার থাকবে। বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের জন্য থাকছে র‍্যাম্প ও আধুনিক স্যানিটেশন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত হল দ্বিভাষিক পঠনপাঠন। ৪৩০টি স্কুলেই বাংলা ও ইংরেজির সমান গুরুত্ব থাকবে। ইংরেজি মাধ্যমে পড়ার আকুতি মেটাতে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পড়ুয়াদের এগিয়ে রাখতেই এই পদক্ষেপ। পরিকাঠামোর পাশাপাশি পাঠদানের ধরনেও বদল আসছে। একবিংশ শতাব্দীর চাহিদা মেনে এস.টি.ই.এম শিক্ষা ও মাধ্যমিক স্তর থেকেই ভোকেশনাল ট্রেনিং দেওয়া হবে। পড়ুয়াদের খ ামতি মেটাতে থাকছে ‘লার্নিং এনহান্সমেন্ট প্রোগ্রাম’ (এলইপি) ও শিক্ষকদের জন্য বিশেষ ট্রেনিং মডিউল। আগামী ৫ বছরের মধ্যে এই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্যের ৫০ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মানোন্নয়নের কথাও জানিয়েছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সরকারের আশা, এই প্রকল্পের ফলে সরকারি স্কুলের প্রতি অভিভাবকদের আস্থা কয়েক গুণ বাড়বে।

পেজ হ্যাক ‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ খোদ মুখ্যমন্ত্রীর জনসংযোগ কর্মসূচির সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে হ্যাকারের থাবা। ‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’ প্রকল্পের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম পেজে অনুপ্রবেশের ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে প্রশাসনের অন্দরে। নবান্নের নির্দেশে ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তে নেমেছে বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানা। রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষমহল এই সাইবার হানা রুখতে এবং দোষীদের চিহ্নিত করতে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ সরাসরি শোনার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালু করেছিলেন ‘সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী’ হেল্পলাইন। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে ওই নামেই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে খোলা হয়েছিল বিশেষ অ্যাকাউন্ট। অভিযোগ, ওই ইনস্টাগ্রাম পেজটিই হ্যাকারদের কবলে পড়ে। বিষয়টি জানাজানি হতেই দ্রুত পদক্ষেপ করে পেজ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা সংস্থাটি। তড়িঘড়ি অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড বদলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়।

ইতিমধ্যেই বিধাননগর পুলিশ ডিজিটাল ফরেনসিক তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। তদন্তের স্বার্থে আইপি ট্র্যাকিং ও অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভিটি অ্যানালিসিস করা হচ্ছে। সুরক্ষিত রাখা হয়েছে যাবতীয় ইলেকট্রনিক রেকর্ড, স্ক্রিনশট এবং টাইম স্ট্যাম্প। নবান্ন সূত্রে স্পষ্ট করা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী নিজে যে প্রকল্পের তদারকি করেন, তার নিরাপত্তার ঘাটতি কোনও ভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

ভবিষ্যতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আরও নিশ্ছিদ্র করার আশ্বাস দিয়েছে প্রশাসন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি পদক্ষেপ নিতে কোমর বেঁধে নামছে পুলিশ। ফাইল ফটো ।

বঙ্কিম-স্মৃতিতে শান বিজেপির যোগ দিল বঙ্কিম-ভ্রাতার উত্তরসূরি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘বঙ্কিমদা’ মন্তব্য ঘিরে তৈরি হওয়া অস্বস্তি কাটাতে মোক্ষম চাল দিল বিজেপি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের পঞ্চম প্রজন্মের সদস্য সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দলে শামিল করল গেরুয়া শিবির। রাজ্যসভা নির্বাচনের ব্যস্ততার মাঝেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব ও রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে হেস্টিংস কার্যালয়ে এই যোগদান পর্ব সম্পন্ন হয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, তৃণমূলের ‘বাঙালি আবেগ’ তাস ভোঁতা করতেই বঙ্কিম-স্মৃতিকে হাতিয়ার করল বিজেপি। বঙ্কিম-ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরসূরি সুমিত্রবাবু পেশায় রাজ্য সরকারের শ্রম দফতরের প্রাক্তন উচ্চপদস্থ আমলা। সুমিত্রকে স্বাগত জানিয়ে ভূপেন্দ্র যাদব বলেন, ‘ভারতীয়ত্বের আদর্শ ও সংস্কৃতি পাথেয় করে সেই ঋষিবর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার থেকে তিনি এসেছেন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে উন্নত পশ্চিমবঙ্গ বানানোর লক্ষ্যে পা বাড়াতে।

Naya Jamana......14 january...2026.........._Layout 1 2/27/2026 2:14 AM Page 6

সম্পাদকীয়

বরফ গলছে,খুলছে নতুন দুয়ার

দীর্ঘ কূটনৈতিক শীতলতার পর অবশেষে উষ্ণতার স্পর্শ পাচ্ছে ভারত,কানাডা সম্পর্ক। আগামী সপ্তাহে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি-র ভারত সফর এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র সঙ্গে তাঁর বৈঠক কেবল একটি আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক কর্মসূচি নয়-এটি দুই দেশের সম্পর্ক পুনর্গঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা।গত কয়েক বছরে দিল্লি ও অটোয়ার সম্পর্ক যে তিক্ততার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে তা কারও অজানা নয়। খালিস্তানি ইস্যুকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক অভিযোগ, কূটনীতিক প্রত্যাহার, প্রকাশ্য বাকযুদ্ধ সব মিলিয়ে দুই গণতান্ত্রিক দেশের সম্পর্কে এক অস্বস্তিকর দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। ফলে বাণিজ্য, শিক্ষা, অভিবাসন ও বিনিয়োগ সব ক্ষেত্রেই প্রভাব পড়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে এই সফর নিঃসন্দেহে বরফ গলার ইঙ্গিত বহন করছে।কার্নির সফরের সূচনা হবে আর্থিক রাজধানী মুম্বাই-এ। শিল্পপতি, বিনিয়োগকারী ও উদ্ভাবকদের সঙ্গে বৈঠকের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক সহযোগিতার নতুন পথ খোঁজার চেষ্টা স্পষ্ট। এর পর রাজধানী দিল্লি-তে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা যেখানে বাণিজ্য চুক্তি, প্রযুক্তি বিনিময়, শিক্ষা ও সবুজ শক্তি খাতে সহযোগিতা বিশেষ গুরুত্ব পেতে পারে।এখানে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, দুই দেশই এখন বাস্তববাদী কূটনীতির দিকে ঝুঁকছে। আবেগ বা রাজনৈতিক চাপ নয়, বরং অর্থনীতি ও কৌশলগত স্বার্থই হয়ে উঠছে সম্পর্কের মূল চালিকাশক্তি। ভারত বিশ্ববাজারে দ্রুত উত্থানশীল শক্তি, অন্যদিকে কানাডা প্রযুক্তি, খনিজ সম্পদ ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শক্তিশালী অংশীদার। এই দুইয়ের মিলন উভয়ের জন্যই লাভজনক হতে পারে।তবে শুধুই করমর্দন যথেষ্ট নয়। পারস্পরিক আস্থা ফিরিয়ে আনাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বিচ্ছিন্নতাবাদ ও নিরাপত্তা ইস্যুতে স্পষ্ট অবস্থান, কূটনৈতিক সংলাপের ধারাবাহিকতা এবং মানুষে-মানুষে সম্পর্ক জোরদার এসবই স্থায়ী সমাধানের পথ দেখাতে পারে।সব মিলিয়ে, কার্নির এই সফর একটি প্রতীক বিরোধ ভুলে সহযোগিতার পথে হাঁটার প্রতীক। যদি এই সুযোগকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় তবে ভারত-কানাডা সম্পর্ক শুধু স্বাভাবিকই হবে না, বরং নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে। এখন দেখার, কথাবার্তা কতটা বাস্তব পদক্ষেপে রূপ নেয়।

জীবনী

বিমলা প্রসাদ চিলীহা

বিমলা প্রসাদ চিলীহা ছিলেন আধুনিক আসামের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং একজন দূরদর্শী জাতীয়তাবাদী নেতা। ১৯১২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি আসামের শিবসাগরে জন্মগ্রহণ করা এই মানুষটি কেবল একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন আসামের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও উন্নয়নের এক বলিষ্ঠ কারিগর। তাঁর শৈশব কেটেছে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরের নির্মল পরিবেশে যেখান থেকেই তিনি মাটির মানুষের প্রতি টান অনুভব করতে শেখেন। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল আসামে কিন্তু তৎকালীন উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে খুব দ্রুতই পড়াশোনার গণ্ডি থেকে টেনে নিয়ে আসে দেশের মুক্তি আন্দোলনের মূল ধারায়। মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত চিলীহা ১৯৩০-এর দশকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন এবং অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে ভারত ছাড়ো আন্দোলন পর্যন্ত সবখানেই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁকে একাধিকবার কারাবরণ করতে হয়েছিল কিন্তু জেলের প্রাচীর তাঁর মনোবলকে বিন্দুমাত্র দমাতে পারেনি।দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন ভারতের মানচিত্র পুনর্গঠিত হচ্ছে তখন আসামের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ছিল এক বিশাল চ্যালেঞ্জ। বিমলা প্রসাদ চিলীহা ১৯৫৭ সালে প্রথমবারের মতো আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে (১৯৭০ সাল পর্যন্ত) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই পদ অলঙ্কৃত করেন। তাঁর শাসনকালকে আসামের ইতিহাসে এক 'শান্তি ও স্থিতিশীলতার যুগ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ ছিল ভাষা আন্দোলন এবং নাগা পাহাড়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যা। অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও নম্র স্বভাবের এই মানুষটি সবসময় বন্দুকের বদলে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে বিশ্বাসী ছিলেন। নাগা বিদ্রোহীদের সাথে শান্তি আলোচনা শুরু করতে তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তা ভারতের অভ্যন্তরীণ কূটনীতিতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রেভারেন্ড মাইকেল স্কটের সাথে মিলে তিনি 'নাগাল্যান্ড পিস মিশন' গঠন করেছিলেন যা রক্তক্ষয়ী সংঘাত থামাতে বড় ভূমিকা রাখে।

চিলীহা কেবল রাজনীতির অংক বুঝতেন না তিনি বুঝতেন সাধারণ মানুষের আবেগ। তাঁর সময়েই আসামে শিল্পায়নের সূচনা ঘটে এবং কৃষি ও সমবায় আন্দোলনে জোয়ার আসে। তিনি বিশ্বাস করতেন গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি ছাড়া আসামের সামগ্রিক উন্নয়ন অসম্ভব। তাই তিনি সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে কৃষকদের ক্ষমতায়নের চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। তাঁর মেয়াদে আসামে বহু স্কুল, কলেজ ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তাঁর ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনা। আসামের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে তিনি সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। ১৯৬০-এর দশকে যখন ভাষা কেন্দ্রিক দাঙ্গা হওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখন তিনি নিজের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার বা গদি হারানোর ভয় না করে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে বিমলা প্রসাদ চিলীহা ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ এবং মিতব্যয়ী। ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও অহংকার তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর সহজ-সরল জীবনযাপন এবং সাধারণ মানুষের সাথে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁকে 'জননেতা' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

দীর্ঘকালীন অসুস্থতার কারণে ১৯৭০ সালে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং ১৯৭১ সালের ৮ এপ্রিল এই মহান ব্যক্তিত্ব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারত সরকার তাঁকে তাঁর অসামান্য জনসেবার জন্য 'পদ্মবিভূষণ' সম্মানে ভূষিত করেছিল। আজকের দিনেও আসামের রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় চিলীহার আদর্শ এক অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের জটিল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তাঁর মতো উদার ও গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন নেতার প্রয়োজন চিরকাল অনুভূত হবে। তিনি চলে গেলেও তাঁর কর্ম এবং আদর্শ আসামের মানুষের হৃদয়ে অমলিন হয়ে আছে।

মন্ত্রীত্ব সত্ত্বেও হরিশ্চন্দ্রপুরে শিল্প, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নে বাড়ছে অসন্তোষ

ড. মুহাম্মদ ইসমাইল, সহকারী অধ্যাপক
দেওয়ান আব্দুল গণি কলেজ

মালদা জেলার অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভা প্রধানত কৃষিনির্ভর ও বিহার সীমান্তঘেঁষা এলাকা হিসেবে পরিচিত। ২০২১ সালে তাজমুল হোসেন শাসকদলের বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান (ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর দপ্তরের)। একজন মন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতা ও দপ্তরগত সংযোগ সাধারণ বিধায়কের তুলনায় অনেক বেশি প্রসারিত। ফলে বিধানসভার সাধারন মানুষ থেকে শুরু করে সকলের প্রত্যাশা ছিল যে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও শিক্ষাক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি ঘটবে। তবে সমালোচকদের মতে, সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।এমনকি বিধায়ক ও মন্তৃরী হিসেবে বড় শিল্প প্রকল্প, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা উল্লেখ যোগ্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে নুন্যতম প্রচেষ্টা চোখে পড়েনি।এলাকার উন্নয়নের জন্য মনে করেন মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত উন্নয়ন করে ফেলেছে এবং বর্তমানে এলাকায় উন্নয়নের জন্য কয়েকটা বিদ্যুৎতের পোল দরকার। তা ও মানবীয় মুখ্যমন্ত্রী আবেদনে সাড়া দিয়ে পূরণ করেছে। স্বাভাবিক ভাবে এলাকায় উন্নয়নের জন্য উনার চোখে তেমন কিছু বাকি নেই। শিল্পোন্নয়নে দৃশ্যমান ছোট ও বড় প্রকল্পের অনুপস্থিতি হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভায়। বিধায়ক হিসেবে তাজমুল হোসেন যে দপ্তরের মন্ত্রী তা হলো, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার;তার মূল লক্ষ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সম্প্রসারণ, কারিগরি প্রশিক্ষণ, বস্ত্রশিল্প উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টি।সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী, এই দপ্তর ক্লাস্টার উন্নয়ন, ট্রেনিং সেন্টার, শিল্প পার্ক এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগে ঋণ সহায়তা প্রদান করে। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় এখনও পর্যন্ত কোনো বৃহৎ শিল্প পার্ক, বস্ত্রশিল্প ক্লাস্টার বা সরকারি শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠার উল্লেখযোগ্য ঘোষণা পাওয়া যায়নি। সাধারন যুক্তি হলো; মন্ত্রীত্বের প্রভাব থাকলে অন্তত একটি শিল্প ক্লাস্টার, খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ পার্ক বা বস্ত্র ইউনিট স্থাপনের উদ্যোগ দৃশ্যমান হওয়া উচিত ছিল। সরকারি শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন বা এমএসএমই তালিকায় হরিশ্চন্দ্রপুরকে শিল্প কেন্দ্র হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার তথ্যও সীমিত।কিন্তু দুভার্গ্যবশতঃ আজও তেমন কোনো নিদর্শন বিধানসভা এলাকায় নেই। এছাড়া ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ দপ্তরের অন্যতম উদ্দেশ্য স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। রাজ্যব্যাপী ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ খাতে বৃদ্ধির তথ্য পাওয়া গেলেও, হরিশ্চন্দ্রপুরে উল্লেখযোগ্য শিল্পভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান জনসমক্ষে স্পষ্ট নয়।স্থানীয় বাস্তবতায় এখনও অধিকাংশ মানুষ কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসা বা বাইরে শ্রমবাজারের ওপর নির্ভরশীল। বড় শিল্প বা কারখানা না থাকায় স্থানীয়ভাবে দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত।এখানে কোনো বড় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পলিটেকনিক, বা শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট সম্প্রসারণ প্রকল্প নেই। তার ফলে হরিশ্চন্দ্রপুরে মানুষ আজ পরিযায়ী শ্রমিক ও বিভিন্ন প্রান্তে হেনস্থার শিকার।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান উন্নয়নে সীমিত অগ্রগতি

হরিশ্চন্দ্রপুরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বড় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদাহরণ কম। একটি পূর্ণাঙ্গ সরকারি কলেজ, নবোদয় স্কুল, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল,পলিটেকনিক মতো বড় প্রতিষ্ঠান নেই, তা নিয়ে মাননীয় বিধায়ক সাহেবের তেমন উদ্যোগ দেখা যায় নি। মন্ত্রী হওয়া সত্বেও প রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করে একটি বড় শিক্ষা প্রকল্প আনা সম্ভব ছিল;এমন দাবি স্থানীয়দের একাংশের। তা পূরণে সম্পুর্ন ভাবে ব্যর্থ।যদিও রাজ্যব্যাপী কন্যাশ্রী, সবুজসাথী প্রভৃতি প্রকল্পের সুবিধা এলাকায় পৌঁছেছে, সেগুলি সর্বজনীন প্রকল্প; নির্দিষ্টভাবে হরিশ্চন্দ্রপুরকেন্দ্রিক নতুন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নজির যেমন নেই তেমনি ভাবে কোনো উল্লেখ যোগ্য কাজের খতিয়ান ও নেই ।

বড় অবকাঠামোগত প্রকল্পের অভাব

মন্ত্রী হিসেবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব থাকলে সাধারণত একটি বড় সড়ক প্রকল্প, শিল্প করিডোর, হাসপাতাল আপগ্রেডেশন বা অবকাঠামো উন্নয়নের মতো প্রকল্প আনা প্রত্যাশিত।হরিশ্চন্দ্রপুরে বড় মাপের শিল্পনির্ভর অবকাঠামো, মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল, বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কোনো উদোগ গ্রহন করেননি অথচ এই এলাকা মাখনা উৎপাদনের জন্য জনপ্রিয়।যদিও ছোট আকারের রাস্তা সংস্কার, পানীয় জল প্রকল্প বা গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন হয়েছে;এগুলি রাজ্যব্যাপী চলমান কর্মসূচির অংশ। সমালোচকদের মতে, মন্ত্রী পদমর্যাদা থাকা সত্ত্বেও স্বতন্ত্র বড় প্রকল্পের অভাব স্পষ্ট।

দপ্তরভিত্তিক কাজের সরাসরি খতিয়ান

ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ ও বস্ত্র দপ্তরের কার্যক্রম সাধারণত শিল্প নীতি, আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে হয়। কিন্তু হরিশ্চন্দ্রপুরে বিশেষ কোনো বস্ত্র ক্লাস্টার, তাঁতশিল্প পার্ক বা ক্ষুদ্র শিল্প হাব প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট তথ্য সীমিত।যদি কোনো জেলা শিল্প কেন্দ্র ,এর মাধ্যমে বড় প্রকল্প বাস্তবায়িত হতো, তার প্রকাশ্য রিপোর্ট বা উদ্বোধনী তথ্য সাধারণত পাওয়া যেত। এই ধরনের বড় মাপের দপ্তরীয় প্রকল্পের স্পষ্ট দলিল না থাকায় সমালোচকরা দাবি করেন যে স্থানীয় শিল্প উন্নয়নে প্রত্যাশিত সাফল্য আসেনি।পূর্ববর্তী আমলে ভূমি সংস্কার, সেচব্যবস্থা বা সড়ক নির্মাণের মতো কাঠামোগত উন্নয়ন দেখা গেছে। বর্তমান সময়ে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে, যা রাজ্যব্যাপী।

তবে শিল্পায়ন ও উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণে স্বতন্ত্র বড় প্রকল্পের ঘাটতি তুলনামূলকভাবে বেশি আলোচিত।অবশ্যই মনে রাখতে হবে; একজন প্রতিমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়; নীতি নির্ধারণ মন্ত্রিসভার সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে হয়। তবুও স্থানীয় জনগণের প্রত্যাশা থাকে যে একজন মন্ত্রী তাঁর নিজ এলাকায় শিল্প ও কর্মসংস্থানে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনবেন।

তাজমুল হোসেনের মন্ত্রীত্বকালে হরিশ্চন্দ্রপুরে শিল্পায়ন, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বৃহৎ কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে দৃশ্যমান বড় প্রকল্পের অভাব নিয়ে সমালোচনা রয়েছে।সরকারি দপ্তরের প্রকৃতি বিবেচনায় তাঁর কাছ থেকে শিল্প ক্লাস্টার, বস্ত্রশিল্প পার্ক বা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা ছিল। এখন পর্যন্ত সে ধরনের বড় প্রকল্পের সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই তার বিধানসভা কেন্দ্রে।

মালদার গঙ্গা ভাঙন

মালদার গঙ্গা ভাঙন নিয়ে ধারাবাহিক প্রতিবেদন, আজ ষষ্ঠ কিস্তি, লিখছেন **তনয় কুমার মিশ্র**

বিশিষ্ট নদী বিজ্ঞানী কল্যাণ রুদ্র প্রয়াত সমাজ বিজ্ঞানী চিন্ময় ঘোষ দুজনাই এই একই অভিমত পোষণ করেছিলেন।

পরিবর্তনের এই প্রকৃতি বুঝতে হলে বিভিন্ন নদী এই অঞ্চলে ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে হবে রাজমহল পাহাড় পেরিয়ে গঙ্গার দুটি ধারাতে বিভক্ত হয়েছে এই দুটি ধারার মাঝে সাইট বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত একটি চর রয়েছে সেই চরের নাম ভুতনির চর। এই ভুতনির উত্তরে মজাকাশি ও ফুলহর নামে দুটি নদী গঙ্গায় মিশেছে। মহানন্দার এক শাখা নদী ফুলোহর। ফুল আর যেখানে গঙ্গায় মিশেছে সেখান থেকে কালিন্দ্রী নামে আরেকটি শাখা নদী গঙ্গা থেকে ৪৫ কিলোমিটার পথ প্রবাহিত হয়ে নিমাইসরাই ঘাটে মহানন্দায় মিশেছে। ছোট ভাগীরথী ও পাগলা গঙ্গার এই দুটি শাখা যথাক্রমে মথুরাপুর ও খাসকলের কাছে গঙ্গা থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্বক দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মালদহ বাংলাদেশ সীমান্তের কাছে এক হয়েছে এই মিলিত ধারা মহানান্দায় মিশে রাজশাহীর গোদাবরী ঘাটে গঙ্গায় মিলিত হয়েছে।

ফারাক্কা ব্যারেজ তৈরির কাজ শেষ হলে দেখা যায় প্রচুর পলি নদী-ঘাতে জমতে শুরু করছে। ব্যারেজের উজানে জমে যাওয়া জলরাশি ধারণের জন্য নদীর সোজা গতিপথটি ধীরে ধীরে বাঁকা হতে শুরু করেছে। অর্থাৎ পার্কেটে দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে নিয়ে নদী তার উদ্বৃত্ত জল ধরে রাখার চেষ্টা করছে। নদীর চলার পথ রুদ্ধ হলে সাহাবতোই দেখা দেয় নানা প্রতিক্রিয়া। গঙ্গার ক্ষেত্রেও এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয়নি। প্রতিবছর ৮০ কোটি টন পলি বইয়ে ব্যারেজে বাধা পেরিয়ে গঙ্গার তলদেশ সেই পলি ধারণ করে জমা হচ্ছে। এবং গঙ্গা ক্রমশ বদ্ধ জলাশয় পরিণত হতে চলেছে।

ফারাক্কা ব্যারেজের প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল কলকাতা বন্দরের নাব্রতা ১৯৩৬ সালের আগে যেমন ছিল সেই অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। এর জন্য প্রয়োজন ছিল শুকানোর সময় ৪০ হাজার ৩০ সেকেন্ড চলে নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ। কিন্তু আজ থেকে চার দশক কেটে গেল ফারাক্কার সেই লক্ষ্য পূরণ হয়নি। ১৯৭১ সালে ব্যারেজের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আজ পর্যন্ত ব্যারেজের উজান ও ভাটিতে ১০০ কিলোমিটার তটভূমি রক্ষার্থে ব্যারেজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে তার কোন হিসাব নেই । ম্যারেজ কর্তৃপক্ষের জন্য ফি বছর কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও সব টাকায় ব্যারেজের হাজার হাজার কর্মচারী ইঞ্জিনিয়ার টেকনিশিয়ান অফিসার জিএম সহ অনেকের হাউস সিকিউরিটির বেতন সহ জল সম্পদ দপ্তরের বিশাল খাতে খরচ হয়ে গেছে। অথচ বেড়াজের ১০০ কিমি পার রক্ষার্থে একটি পয়সাও খরচ হয়নি। খরচ করা হয়নি ড্রেজিং এর জন্য। তার ফলে গঙ্গা ম্যারেজ তৈরির পর থেকে ক্রমশ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করছে। ব্যারেজেরোজনে ছোট বড় ২৮ টিপার তৈরি হয়েছিল যা তলিয়ে গেছে। একটা গোটা আসপার তৈরি করতে ৮ লক্ষ পাথর লাগে। অর্থাৎ ওজনের হিসাবে একটি স্পারের ওজন হল দুই লক্ষ আশি হাজার নিরেট পাথর। একে ২৮ দিয়ে গুন করলে দাঁড়াচ্ছে ৮৪ লক্ষ কুইন্টাল নিরেট পাথর। এত পোলিও পাথরে ক্রমশই ভরাট হয়ে যাচ্ছে নদী গর্ভ। কমছে জলধরনের ক্ষমতা।

এতকিছু তো হলো কিন্তু এর থেকে কি নিস্তারের কোন রাস্তা নাই ? এই সমস্যা সমাধানের সূত্রটাই বা কি? গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ নাগরিক আসছেন কমিটির দশটা মন্ডলীর সদস্য তথা বিশিষ্ট নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্র সমাজসেবী প্রয়াত চিন্ময় ঘোষ এমনকি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিবেশবিদ মেধা পাটকার বিভিন্ন সময়ে এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন অনেক হয়েছে সরকারি খামখেয়ালিপনা। না বুঝে না জেনে বছর বছর বেহিসাবী কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা বন্ধ করতে হবে। এবং শীঘ্রই ফারাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্ট এর গোটা ব্যাপারটা পর্যালোচনা করতে হবে।

কমিটির আরো দাবি যে কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার ও পাশাপাশি গঙ্গার জলের ভাগীদার চারটি রাজ্য ও দুটি দেশ এক টেবিলে আলোচনার জন্য বসতে হবে সমগ্র উদ্যোগটি নিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে। আর এই আলোচনাতে পর্যালোচনা করা হোক ব্যারেজ তৈরীর পর দেশের লাভ ও ক্ষতির পরিমাণ। তাতে যদি দেখা যায় লাভের থাকে ক্ষতির পরিমাণ বেশি অথবা ব্যারেজ তৈরির পর দেশের অর্থ মুন্ডারে যত টাকা বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চিত হয়েছে তার থেকে বেশি অর্থের জমি সম্পত্তি বাড়ি বাগান গঙ্গা গর্ভে বিনষ্ট হয়ে গেছে

তবে এই ব্যারেজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা নিয়ে সরকারকে নতুন করে ভাবতে হবে। যেমনটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নদী শাসনের প্রশ্নে নিজেদের দেশে ইতিমধ্যেই প্রয়োগ করে ফেলেছে।

ক্রমশই বার বারান্ত
গঙ্গা ইন্ডাস্ট্রির কর্মচারীদের !
ভাঙ্গন রোধের নামে ক্রমশই বাড়ছে বছর বছর বেহিসাবি টাকার খরচ !
ভাঙ্গন ছোট্ট একটি শব্দ কিন্তু এই একটি শব্দ বাংলা এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রতিনিয়ত তেরে তেরে মারছে। ভাঙ্গনের আতঙ্কে এখানকার মানুষগুলি ছুটছে এদিক থেকে অন্যদিকে। একটা স্থায়ী আস্তানার খোঁজে এখনো মানুষ উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বামুন এলাকার মানুষগুলোর শুকনো অক্ষিকোঠরের দৃষ্টিহীন নীরব ভাষায় যেন প্রতিনিয়ত একটা কথাই জিজ্ঞাসা করে যে এর হাত থেকে বাঁচার নিস্তার কি নেই ?

এক দশক আগে এই উত্তরের খোঁজে গেছিলাম প্রয়াত সমাজসেবী চিন্ময় ঘোষ ও বিশিষ্ট নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্রের কাছে। দুই দশক আগে গঙ্গার ভাঙ্গন নিয়ে বিভিন্ন ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটির সাথে দীর্ঘ আন্দোলন সূত্রেই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। সেই সময় বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী চিন্ময় ঘোষ জানিয়েছিলেন, ত অনেক দেরি হয়ে গেছে অন্তত দুই দশক আগেই ফারাক্কা ব্যারেজ রিভিউ পর্যালোচনা করা উচিত ছিল ফারাক্কা ব্যারেজ তৈরি করে যা সৃষ্টি হয়েছে তা আজ ক্যান্সারে পরিণত হয়েছে ফলে সম্পূর্ণ ভাঙ্গন রোধ আর সম্ভব নয়। চিন্ময়বাবু আরো জানিয়েছিল সরকার নদীবিজ্ঞানকে সম্মান জানালে ভাঙ্গনের গতি অবশ্যই হ্রাস পাবে।

২০০৩ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিবেশবিদ মেধা পাটাকার এসেছিলেন পঞ্চানন্দপুরে। সেই সময় প্রকাশ্য জনসভাতে মেধা রাজ্য সরকার ও সেচ দপ্তরকে এক হাত নিয়ে বলেছিলেন বছর বছর রাজ্য সরকার ও শেষ দপ্তর হাতুড়ে পদ্ধতিতে নদী বিজ্ঞানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যেভাবে বেহিসাবি কোটি কোটি টাকা খরচ করছে তা বন্ধ না করলে ভাঙ্গনের গতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু গত দুই দশক ধরে ভাঙ্গন প্রতিরোধের নামে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ নষ্ট করেছে সরকার। সেই টাকা কোন কাজেই লাগেনি। তবুও সরকার ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে গঙ্গাভাঙ্গ রোড প্রতিরোধের নামে বরাদ্দ করেছে ১৮৬ কোটি টাকা, যার মধ্যে কেন্দ্রের অংশ হলো ১৪৯.৫০ কোটি টাকা এবং রাজ্যের অংশ হল ৪৬ পয়েন্ট ৫০ কোটি টাকা।

২০০২ ও ২০০৩ ২০০৪ সালে খরচ হয়েছে মোট ৪০ কোটি টাকা। ২৫ সালে খরচ হয়েছে ৪২ কোটি টাকা। অর্থাৎ এক দশকেই খরচ হয়েছে প্রায় আড়াইশো কোটি টাকা।

২০০৫ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্র ও রাজ্য গঙ্গা ভাঙন রোধে খরচের হিসাবের সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে, বিভিন্ন কাগজে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা গেছে

২০০৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত কেন্দ্র মাত্র ৩৪২ কোটি টাকা খরচ করেছে।

২০১৭ সালের পর কেন্দ্রের খরচ কমে ১৯.৪ কোটি টাকা হয়।

রাজ্য সরকার নিজের টাকায় গত ৪

২০১৭ থেকে ২০৩১ সালের মধ্যে ৫৫টি জায়গায় মোট প্রায় ৩৮৯ কোটি টাকা খরচ করেছে।

২০২২ সালে রাজ্য সরকার ৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে গঙ্গা ভাঙন রোধে।

২০২৪ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন

সর্বশেষ এ বছর বাজেট বিশ্ব ব্যাংক গঙ্গা ভাঙন রোধের জন্য প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে বলে জানা গেছে।

১৯৯৮ সালে মালদায় ২৪ নম্বর স্পার পুনরনির্মাণে খরচ হয়েছিল ১৩ কোটি টাকা।

২০১১ সালে মুর্শিদাবাদের আখেরিগঞ্জে ১১ টি সাবমারসিবল স্পার তৈরি করতে খরচ হয়েছিল ১৪ কোটি টাকা।

অথচ নদী বিশেষজ্ঞরা বারবার চিৎকার করে বলে আসছে বিক্ষিপ্তভাবে ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজ করা হলে নদীতে তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, মুর্শিদাবাদে আখারি আখেরিগঞ্জে ১৪ কোটি টাকা ব্যয় ১১টি স্পার গঠনের পরই ওই বছর ওইসপারের উজানে ডিম পাড়া গ্রামটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল মালদায় ২৪ নং ইসপার থাকার জন্য সম্পূর্ণ গঙ্গা গর্ভে বিলীন হয়ে গেছিল ২০০১ সালে ১৮ ও ২০ নম্বর স্পারের মধ্যবর্তী এলাকা সাবেক শ্যামসুটোলা মাঝি টোলা গোসাইপুর তিনটি গ্রাম কেটে যায় ২০০২ সালে পঞ্চানন্দপুর বাঁচাতে উজানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় একটি একটি ডি তৈরি হলেও উজানে হাজারবিহি জানুটোলা ঘাসিটোলা চামাটোলা সহ কয়েকটি গ্রাম গঙ্গা গর্ভে চলে গেছিল।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/27/2026 2:14 AM Page 7

পার্ক সার্কাসে মমতার কৌশলী ইফতার

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের দামামা বাজল বলে। নির্বাচন কমিশন দিনক্ষণ ঘোষণার ঠিক আগেই পার্ক সার্কাস ময়দানে কলকাতা পুরসভা আয়োজিত ইফতারের আসরে যোগ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতি বছরের প্রথা মেনে বৃহস্পতিবার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে বসে ইফতার সারলেন তিনি। তবে এবার সূচি কিছুটা এগিয়ে আনা হয়েছে।

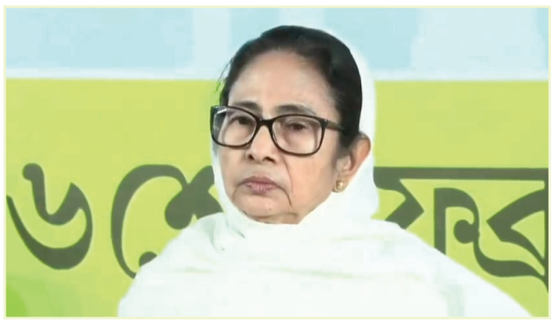

রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনী আচরণ বিধি বা 'মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট' চালুর আগেই এই কর্মসূচি সেরে ফেলে সচেতনতার পরিচয় দিলেন তৃণমূল নেত্রী। পার্ক সার্কাসের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, দক্ষিণ কলকাতার সাংসদ মালা রায়, উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়া।রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মুখ মুখ্যমন্ত্রী । পুজো, ঈদ কিংবা বড়দিন রাজ্যের সমস্ত উৎসবেই মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি এখন চেনা ছবি। এ দিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে এবার প্রেক্ষাপট ভিন্ন। আর কয়েক দিনের মধ্যেই ভোট ঘোষণা হতে পারে। নিয়ম অনুযায়ী, কমিশন ভোটের দিন ঘোষণা করলেই কার্যকর হবে আচরণ বিধি। তখন এমন কোনও কাজ বা ঘোষণা করা যায় না, যা ভোটারদের সরাসরি প্রভাবিত করতে পারে। সেই বিতর্ক এড়াতেই তড়িঘড়ি দলীয় নেতা ও সাংসদদের নিয়ে ইফতার সারলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনের নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করার বার্তা এ দিন মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচিতে স্পষ্ট ছিল। রাজনৈতিক কারবারিদের মতে, কোনওভাবেই যাতে বিরোধীরা নিয়মভঙ্গের অভিযোগ তুলতে না পারে, সেই লক্ষ্যেই আগেভাগে সেরে নেওয়া হল এই অনুষ্ঠান। সব মিলিয়ে ধর্মের মেজাজেও এ দিন মিশে থাকল ভোটের সতর্ক অঙ্ক। ছবি সোশ্যাল মিডিয়া।

মেঘালয়ের ভোটে মুখোমুখি জোড়াফুল-পদ্ম

মুখ্যমন্ত্রীর গড় সহ ১৪ আসনে প্রার্থী তৃণমূলের

নয়া জামানা,শিলং ঃ পাহাড়ের রাজনীতিতে সমীকরণ বদলে দিতে কোমর বেঁধে নামল তৃণমূল কংগ্রেস। মেঘালয়ের গারো পাহাড় স্বতন্ত্র জেলা পরিষদ (জিএইচএডিসি) নির্বাচনে এবার সরাসরি রাজ্যের শাসক দল এনপিপি এবং বিজেপির জোটকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। আসন্ন ১০ এপ্রিলের এই হাইভোল্টেজ লড়াইয়ের জন্য ইতিমধ্যেই ১৪টি আসনে প্রার্থিতালিকা ঘোষণা করেছে তৃণমূল। বিশেষত, মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার খাসতালুক দক্ষিণ তুরা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত তুরা আসনেও প্রার্থী দিয়েছে তারা, যা এই লড়াইকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।গত কয়েক বছর ধরেই উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে মাটি শক্ত করার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে জোড়াফুল শিবির। বর্তমানে মেঘালয় বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার পদটি তৃণমূলের দখলেই রয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মুকুল সাংমা বিরোধী শিবিরের প্রধান মুখ হিসেবে শাসক জোটের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এবার জেলা পরিষদের ভোটেও সেই লড়াইয়ের ঝাঁজ বজায় রাখতে চাইছে দল। মোট ৩০টি আসনের মধ্যে ২৯টিতে ভোট হবে, যার একটি সদস্য মনোনীত হন। তৃণমূলের লক্ষ্য মূলত গারো পাহাড়ের প্রভাবশালী আসনগুলি কবজা করা।বর্তমানে জিএইচএডিসি-র রাশ রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার দল ন্যাশনাল পিপলস পার্টি বা এনপিপি-র হাতে। উত্তর-পূর্বে বিজেপির অন্যতম নির্ভরযোগ্য সঙ্গী হিসেবে পরিচিত এই দল। যদিও

আঞ্চলিক রাজনীতির মারপ্যাঁচে তাদের সমীকরণ অত্যন্ত জটিল। ২০২১ সালের গত নির্বাচনে এই জেলা পরিষদে কংগ্রেস একক বৃহত্তম দল হিসেবে ১২টি আসন জিতেছিল। সাংমার দল পেয়েছিল ১১টি এবং বিজেপি জিতেছিল ২টি আসনে। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে গিয়েছে। ২০২৩-এর বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল এবং কংগ্রেস উভয়েই ৫টি করে আসন পেয়েছিল। পরবর্তীতে কংগ্রেসের চার বিধায়ক শাসক জোটে নাম লেখানোয় বিরোধী দলনেতার মুকুট ওঠে মুকুল সাংমার মাথায়।তৃণমূলের এই ১৪ প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত এনপিপি ও বিজেপি জোটের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। তুরা আসনে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর গড়ে প্রার্থী দিয়ে তৃণমূল বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারা কোনোমতেই ফাঁকা মাঠ ছাড়তে রাজি নয়। কংগ্রেস এবং এনপিপি ইতিমধ্যেই তাদের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

মেঘালয়ের পাহাড় এখন সরগরম নির্বাচনী প্রচারে। মুকুল সাংমার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এবং তৃণমূলের সাংগঠনিক সক্রিয়তা এই নির্বাচনে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। আঞ্চলিক রাজনীতির এই অ্যাসিড টেস্টে শেষ পর্যন্ত কার পাল্লা ভারী থাকে, এখন সেটাই দেখার। ফাইল ফটো ।

বকেয়া আদায়ে কালীঘাট অভিযানে সরকারি কর্মীরা, রণক্ষেত্রে রাজপথ

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বকেয়া ডিএ মহার্ঘ ভাতার দাবিতে আবারও তপ্ত মহানগরী। সুপ্রিম কোর্টের ডেডলাইন পার হতে চললেও সুরাহা মেলেনি।

এই অভিযোগে বৃহস্পতিবার সরাসরি 'কালীঘাট অভিযান'-এর ডাক দিল রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাধিক সংগঠন। দুপুরের পর থেকেই আন্দোলনকারীদের ভিড়ে কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় ধর্মতলা চত্বর। আটকে পড়ে অসংখ্য যানবাহন। নাজেহাল হতে হয় নিত্যযাত্রীদের। মেট্রো চ্যানেল থেকে মিছিল শুরু হতেই লিন্ডসে স্ট্রিটের মুখে বিশাল পুলিশবাহিনী ব্যারিকেড দিয়ে পথ আটকায়। পরিস্থিতি সামলাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছন ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়। পুলিশের বাধায় আন্দোলনকারীরা রাস্তাতেই বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের যুগ্ম-আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ স্পষ্ট অভিযোগ তুলে বলেন,

'সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে বেশ কয়েকদিন কেটে গিয়েছে। কিন্তু ডিএ মেটানো নিয়ে কোনও উদ্যোগই দেখাচ্ছে না রাজ্য সরকার।' আর সেই কারণেই এই প্রতিবাদী কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মেটাতে হবে। বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের বেঞ্চ জানিয়েছিল, টাকার অঙ্ক ও দিনক্ষণ ৬ মার্চের মধ্যে স্থির করতে হবে এবং প্রথম কিস্তি দিতে হবে ৩১ মার্চের মধ্যে।

কিন্তু অভিযোগ, সরকারের তরফে কোনও তৎপরতা নেই। এ দিকে রাজপথে আন্দোলনের জেরে যান চলাচল কখন স্বাভাবিক হবে, সে বিষয়ে সদুত্তর দিতে পারেনি ট্র্যাফিক পুলিশ। তারা জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ করা হয়েছে।

জেসপ খুলতে সক্রিয় লোকভবন, ফের রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপের আর্জি

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ দশক পার হলেও ভাগ্য খোলেনি জেসপের। ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পসংস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে এবার সরাসরি রাইসিনা হিলসের হস্তক্ষেপ চাইল লোকভবন (পূর্বতন রাজভবন)। 'জেসপ অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড বিল ২০১৬'-কে দ্রুত আইনে রূপান্তরের আর্জি জানিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সচিবালয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রায় দশ বছর ধরে ঝুলে থাকা এই বিলটি রাষ্ট্রপতির সবুজ সংকেত পেলে কারখানা অধিগ্রহণ ও পুনরায় চালু করার আইনি পথ প্রশস্ত হবে রাজ্য সরকারের জন্য। গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে পাঠানো ওই চিঠিতে জেসপের বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতি তুলে ধরে রাষ্ট্রপতির দ্রুত হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে। রাজভবন সূত্রে খবর, গত ৩ ফেব্রুয়ারি 'জেসপ অ্যান্ড কোম্পানি বাঁচাও কমিটি'-র পক্ষে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালের কাছে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। সেই আবেদনের গুরুত্ব অনুধাবন করেই বিষয়টি পুনরায় রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। লোকভবনের ডেপুটি সেক্রেটারি সুমন সালে ইতিপূর্বেই শ্রীকুমারবাবুকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন যে, তাঁর আবেদনটি যথাযথ পদক্ষেপের জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, হাজার হাজার শ্রমিকের রুটিরুজি জড়িয়ে থাকা এই সংস্থাটি একসময় রাজ্যের শিল্পের অন্যতম স্তম্ভ ছিল। ২০১৬ সালে বিলটি বিধানসভায় পাশ হওয়ার পর তৎকালীন রাজ্যপাল তা সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও তা আইনে পরিণত না হওয়ায় ঝুলে রয়েছে কারখানার ভবিষ্যৎ। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'লোকভবনের তরফে আমরা একটি চিঠি পেয়েছি, যেখানে জেসপ খোলা নিয়ে তাঁরা আবার উদ্যোগী হয়ে রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

আমরা আশা করছি দেরিতে হলেও রাষ্ট্রপতি একটি শিল্পসংস্থাকে বাঁচানোর জন্য আমাদের আবেদন মঞ্জুর করবেন।' রাজ্য প্রশাসনের একাংশ মনে করছে, এই বিলটি আইনে পরিণত হলে জেসপের সম্পদ ও কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিত করার পথে দীর্ঘদিনের আইনি জটিলতা কাটবে। শিল্পমহলের মতে, এই পদক্ষেপ কেবল একটি কারখানা বাঁচানো নয়, বরং রাজ্যে বিনিয়োগের পরিবেশ ও কর্মসংস্থান রক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক বার্তা দেবে। এখন জেসপের তালা খুলবে কি না, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তের ওপর।

অভিষেক-জায়ার নিশানায় 'মিথ্যা প্রচার', সংবাদমাধ্যমকে ফের সতর্ক করল কোর্ট

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ সংবাদমাধ্যমে কোনোভাবেই যেন রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মানহানি না হয়, তা নিশ্চিত করল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, আগামী ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত রুজিরার বিরুদ্ধে কোনো মানহানিকর বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার করা যাবে না। ওই দিনই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীর দায়ের করা এই মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশের মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে আপাতত স্বস্তিতে নারুলা পরিবার। মূলত রাজনৈতিক পরিবারের সদস্য হওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্তকে হাতিয়ার করে সংবাদমাধ্যমের একাংশ তাঁর নামে মিথ্যা খবর রটাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছিলেন রুজিরা। এর আগে বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, ইডি তদন্তের তথ্য আগেভাগে সংবাদমাধ্যমে ফাঁস করতে পারবে না। এমনকি সংবাদমাধ্যমকেও সতর্ক করেছিল আদালত। সেই নির্দেশের মেয়াদ ফেব্রুয়ারিতে শেষ হওয়ার কথা ছিল। তার আগেই এদিন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও সেই রক্ষাকবচের সময়সীমা বাড়িয়ে দিলেন। শুনানির এক পর্যায়ে বিচারপতি মামলাকারীকে প্রশ্ন করেন, কেন আপনারা নিম্ন আদালতে যান না ? তবে শেষ পর্যন্ত ২৪ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিতাদেশ বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

আদালত সূত্রে খবর, কয়লা পাচার বা নিয়োগ দুর্নীতির মতো ঘটনায় অভিষেকের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রীর নামও অকারণে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল বলে মামলাটি দায়ের হয়। রুজিরার দাবি ছিল, তদন্ত প্রক্রিয়ার দোহাই দিয়ে তাঁর সামাজিক মর্যাদা নষ্ট করা হচ্ছে। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে নির্দিষ্ট গাইডলাইন মেনে তদন্তের বিষয়ে জনগণকে জানাতে হবে।

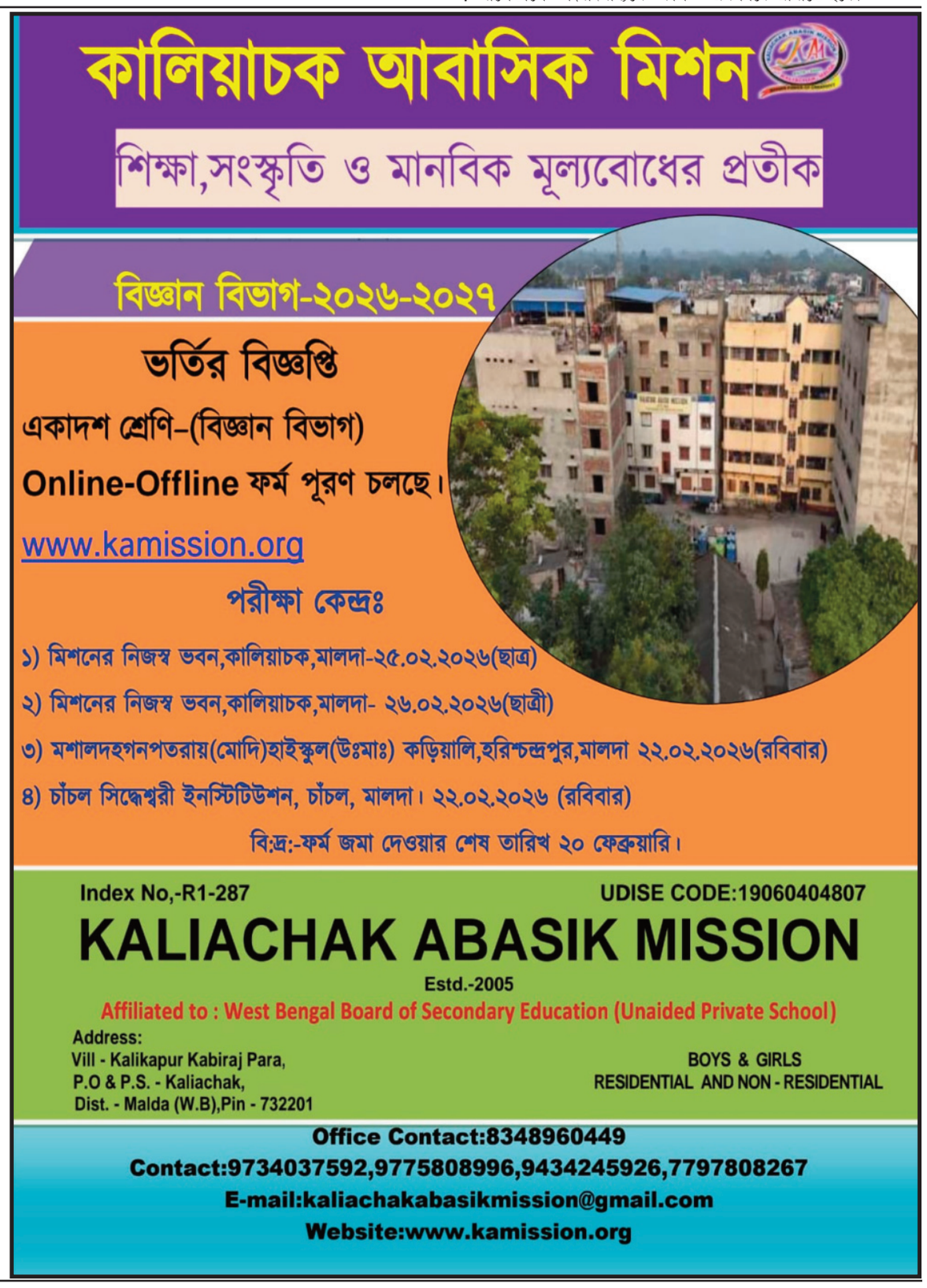

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/27/2026 2:14 AM Page 8

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা

ফাঁসিদেওয়ার ক্ষতে জ্বলে উঠল উত্তরবঙ্গ

উত্তরকন্যা-মালবাজারের রাজপথে বিস্ফোরক প্রতিবাদ জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের

ফাঁসিদেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে উত্তরকন্যা অভিযানে রণক্ষেত্র ফুলবাড়ি -পুলিশের টিয়ার গ্যাস, জলকামান ও লাঠিচার্জের মুখে ন্যায়বিচার ও জনজাতির অধিকার দাবিতে উত্তপ্ত আদিবাসী আন্দোলন ।

নয়া জামানা ।। উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

শিলিগুড়ির ফাঁসিদেওয়ায় আদিবাসী গর্ভবতী মহিলার উপর নির্মম অত্যাচার ও গর্ভের শিশুর মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠল গোটা উত্তরবঙ্গ। ন্যায়বিচার, দোষীদের গ্রেফতার, জনজাতি মহিলাদের নিরাপত্তা ও জমির অধিকার রক্ষার দাবিতে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের ডাকে বৃহস্পতিবার একদিকে যেমন উত্তরকন্যা অভিযানে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ফুলবাড়ি এলাকা, তেমনই মালবাজারে মহকুমা শাসকের দপ্তর ঘেরাও করে স্মারকলিপি ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় উত্তরকন্যা অভিযানে অংশ নেন বিপুল সংখ্যক আদিবাসী মানুষ। অভিযোগ, মুন্ডা বস্তিতে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে এক গর্ভবতী আদিবাসী মহিলাকে মারধর করা হয়, যার জেরে তাঁর অনাগত সন্তানের মৃত্যু ঘটে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতার ও নিরাপত্তার দাবিতে মিছিল এগোতেই প্রশাসনিক ব্যারিকেডের কাছে পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ বাঁধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রথমে লাঠিচার্জ, পরে জলকামান ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করে পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ উত্তেজনা ছড়িয়ে থাকে ফুলবাড়ি চত্বরে। একাধিক বিক্ষোভকারী আহত হন এবং কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে শান্ত থাকার আবেদন জানানো হয়। অন্যদিকে একই দাবিতে ডুয়ার্সের চা-বাগান অধ্যুষিত মালবাজার শহরেও উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয়। মালবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকা থেকে আদিবাসী ও বিভিন্ন জনজাতির মানুষজন কলোনি ময়দানে সমবেত হন।

সেখান থেকে একটি মিছিল শহরের ঘড়ি মোড়, স্টেশন রোড ও সুভাষ মোড় অতিক্রম করে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের দিকে অগ্রসর হয়।

মিছিল থেকে ফাঁসিদেওয়ার ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তি, জনজাতি মহিলাদের সুরক্ষা ও জমির অধিকার রক্ষার জোরালো দাবি ওঠে। জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চের তরফে সুরেশ কেরকেট্টা জানান, জমি সংক্রান্ত বিরোধে গর্ভবতী আদিবাসী মহিলার উপর নৃশংস অত্যাচার ও শিশুমৃত্যুর ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং জনজাতিদের জমি সুরক্ষায় অবিলম্বে সরকারি পদক্ষেপ প্রয়োজন।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পুনা ভেংরা।

তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান শাসনকালে আদিবাসী সমাজ সুরক্ষিত নয় এবং ফাঁসিদেওয়ার ঘটনা তার প্রমাণ। মালবাজারে মিছিল মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে পৌঁছালে মালবাজার থানা-র আইসি সৌমজিৎ মল্লিকের নেতৃত্বে পুলিশ বাধা দেয়। পরে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল স্মারকলিপি জমা দেয়। বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে ফাঁসিদেওয়ার ঘটনা ঘিরে উত্তরকন্যা থেকে মালবাজার;এই আন্দোলন রাজনৈতিক মহলেও ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বাসের ধাক্কায় আহত মহিলা

নয়া জামানা, শিলিগুড়ি ঃ বৃহস্পতিবার দুপুরে শিলিগুড়ি শহরের হাসপাতাল মোড় এলাকায় এক চাঞ্চল্যকর পথদুর্ঘটনা ঘটে। একটি বেসরকারি স্কুল বাস আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা একটি খাবারের দোকান, পার্কিংয়ে রাখা একাধিক মোটরবাইক ও একটি টোটোকে সজোরে ধাক্কা মারে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাস চালক হঠাৎ শারীরিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হন। অভিযোগ, মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ায় তিনি গাড়ির উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারান। এর জেরে বাসটি হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় উঠে যায়। ওই সময় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলা গুরুতরভাবে আহত হন। আহত মহিলা ও বাস চালককে দ্রুত উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় প্রাণহানির খবর না মিললেও একাধিক যানবাহন ও দোকানের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

স্বচ্ছতা ও নেশামুক্তির বার্তা এসএসবি ৮ম বাহিনীর

সীমান্তবর্তী এলাকায় নাগরিক কল্যাণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এসএসবি-এর ৮ম বাহিনীর উদ্যোগে স্বচ্ছতা ও নেশামুক্ত ভারতের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হলো। ২০২৫, ২৬ অর্থবর্ষের আওতায় বৃহস্পতিবার লোহাগড় সীমান্ত চৌকির চেঙ্গাবস্তি,বেলগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কুড়াদান বিতরণ ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

নয়া জামানা, নকশালবাড়ি ঃ সীমান্তবর্তী এলাকায় নাগরিক কল্যাণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এসএসবি-এর ৮ম বাহিনীর উদ্যোগে স্বচ্ছতা ও নেশামুক্ত ভারতের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হলো। ২০২৫,২৬ অর্থবর্ষের আওতায় বৃহস্পতিবার লোহাগড় সীমান্ত চৌকির চেঙ্গাবস্তি, বেলগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কুড়াদান বিতরণ ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৮ম বাহিনীর কমান্ড্যান্ট মিতুল কুমারের নির্দেশনায় পরিচালিত এই কর্মসূচিতে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বজায় রাখতে ডাস্টবিন ব্যবহারের আহ্বান জানানো হয়। ভেজা ও শুকনো বর্জ্য আলাদা করে ফেলার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি নেশামুক্ত ভারত অভিযানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে নেশার কুফল সম্পর্কে সচেতন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, গ্রামপ্রধানসহ মোট ৪২ জন গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ২৪৩ জন ছাত্রছাত্রী এই কর্মসূচিতে উপকৃত হয়।

খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে নবীন সংঘের বাসন্তী পুজোর সূচনা ময়নাগুড়িতে

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ বৃহস্পতিবার খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে ময়নাগুড়ি নবীন সংঘের ঐতিহ্যবাহী বাসন্তী পুজোর সূচনা হলো।

এ বছর এই পুজো ৭৬তম বর্ষে পদার্পণ করল। নবীন সংঘের বিগ বাজেটের এই বাসন্তী পুজোকে ঘিরে এলাকায় উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এ বছরের পুজোর থিম 'ফুলের সাজে, ফুলের মাঝে'। কিউট বাসন্তী রূপে প্রতিমা ও মনোরম আলোকসজ্জা দর্শকদের আকর্ষণ করবে বলে আশা উদ্যোক্তাদের। আলোকসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন ফালাকাটা-র শিল্পীরা।

পুজো কমিটির সেক্রেটারি চিরঞ্জীব দাশ (কাজু) জানান, পুজোর ক'দিন প্রসাদ বিতরণসহ নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

পুজো শেষে কলকাতা থেকে আগত শিল্পীদের নিয়ে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাও রয়েছে। উদ্যোক্তাদের আশা, এ বছরের বাসন্তী পুজো দর্শকদের মন জয় করবে।

ইমেলে বোমা হামলার হুমকি, চাঞ্চল্য কোচবিহার বড় পোস্ট অফিসে

প্রদীপ কুন্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ কোচবিহার বড় পোস্ট অফিসে বোমাতঙ্কের জেরে সোমবার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ইমেলের মাধ্যমে বিস্ফোরণের হুমকি পাওয়ার পরই সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় ভারতীয় ডাক বিভাগের কোচবিহার প্রধান ডাকঘর। দ্রুত খালি করে দেওয়া হয় গোটা দফতর চত্বর এবং নিরাপত্তার স্বার্থে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কোচবিহার কোতওয়ালি পুলিশ স্টেশনের আইসি তপন পাল সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। বম্ব স্কোয়াড ও ডগ স্কোয়াডের সাহায্যে ডাকঘরের প্রতিটি কক্ষ, পরিষেবা কাউন্টার, পার্সেল বিভাগ ও সংরক্ষণাগার খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হুমকি ইমেলে দফতরের ভিতরে বিস্ফোরক থাকার কথা উল্লেখ করা হয়। শুধু

কোচবিহার নয়, কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক পোস্ট অফিস ও পাসপোর্ট অফিসেও একই ধরনের হুমকি মেল পৌঁছেছে বলে জানা গেছে। ফলে কর্মী ও পরিষেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কোথাও কোনও বিস্ফোরক উদ্ধার হয়নি। হুমকি ইমেলের উৎস ও এর নেপথ্যে কারা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে শান্ত ও সতর্ক থাকার আবেদন জানানো হয়েছে।

বাস-বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ২

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ি ব্লকের হুসলুর ডাঙ্গা এলাকায় বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটে গেল এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা-র একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে একটি মোটরবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনার তীব্রতায় মোটরবাইকে থাকা দু'জন গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। বর্তমানে তাঁরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং দুর্ঘটনাগ্রস্ত যানবাহন সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দিনের ব্যস্ত সময়ে এমন দুর্ঘটনায় এলাকাজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়।

হেড পোস্ট অফিস উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি ঘিরে চাঞ্চল্য জলপাইগুড়িতে

নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিস বিল্ডিং বোম মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকিকে ঘিরে বৃহস্পতিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। রাজ্যের একাধিক পোস্ট অফিসের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ডাক বিভাগের জলপাইগুড়ি জেলার মুখ্য ডাকঘরে একটি ই-মেল বার্তায় হুমকি দেওয়া হয়। ওই মেলে দাবি করা হয়, পোস্ট অফিসে আসা পার্সেলের মধ্যে আরডিএক্স রয়েছে। এই হুমকি বার্তা পাওয়ার পরই নড়েচড়ে বসে জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ।

খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা-র আইসি সঞ্জয় দত্তের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী। সঙ্গে আসে বোম স্কোয়াড, পুলিশ কুকুর এবং জেলা গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। গোটা ডাকঘর চত্বর ঘিরে ফেলে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। পার্সেল বিভাগ, কাউন্টার ও অন্যান্য কক্ষ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা

হয়। জেলা গোয়েন্দা দফতরের এক আধিকারিক জানান, ই-মেলের মাধ্যমে ঠিক একই ধরনের হুমকি রাজ্যের অন্যান্য পোস্ট অফিসেও পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য বলেন, বোম স্কোয়াড ও পুলিশ কুকুর দিয়ে তল্লাশি চালানো হয়েছে। কোনও বিস্ফোরক মেলেনি। তল্লাশির পর সাধারণ গ্রাহকদের আতঙ্ক অনেকটাই কেটেছে এবং বর্তমানে পোস্ট অফিসে স্বাভাবিক কাজকর্ম চলছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে গুজবে কান না দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে।

হাউসিং ফর অল প্রকল্পে ব্যাপক আবেদন ময়নাগুড়ি পুরসভায়

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ সরকারি ঘর পাওয়ার আশায় ময়নাগুড়ি পুরসভায় হাউসিং ফর অল প্রকল্পে এক মাসে প্রায় ১৬০০টি আবেদন জমা পড়েছে।

পুরসভা সূত্রে জানা গেছে, জানুয়ারি মাস থেকে আবেদন গ্রহণ শুরু হওয়ার পর থেকেই প্রতিদিন বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের ভিড় বাড়ছে। নির্দিষ্ট স্থানে লাইন দিয়ে আবেদনপত্র জমা দিচ্ছেন আবেদনকারীরা। পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই জমা পড়া কাগজপত্রের স্ক্রুটিনি শুরু হয়েছে।

আবেদন করতে মহিলা ও পুরুষ উভয়েই পারবেন। আধার কার্ড, ব্যাঙ্ক পাসবুক, ইনকাম সার্টিফিকেট ও জমির কাগজ জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। আধারের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও মোবাইল নম্বর লিঙ্ক থাকা দরকার।

১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মিনতি রায় জানান, নতুন ঘরের প্রয়োজনে তিনি আবেদন করতে এসেছেন। পুরসভার চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, যাঁদের ঘর নেই, তাঁরা যেন দ্রুত ঘর পান;সেই লক্ষ্যেই স্ক্রুটিনি প্রক্রিয়া চলছে।

অন্ধকার থেকে আলোর পথে রায়পাড়া, স্ট্রিট লাইটের শিলান্যাসে খুশি বাসিন্দারা

নয়া জামানা, নকশালবাড়ি ঃ 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' ক্যাম্পে আবেদনের পর অবশেষে স্ট্রিট লাইটের আলো পেতে চলেছে নকশালবাড়ির রায়পাড়া এলাকা। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় স্বস্তি ও খুশির হাওয়া বইছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

রায়পাড়ার ২ নম্বর সংসদের বাসিন্দারা ক্যাম্পে স্ট্রিট লাইট বসানোর জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই বৃহস্পতিবার স্ট্রিট লাইট প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। তিনি জানান, প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২ নম্বর সংসদ এলাকায় মোট ৪৩টি স্ট্রিট লাইট বসানো হবে। তাঁর বক্তব্য, গ্রামের মানুষ নিজেরাই তাঁদের প্রয়োজন ও উন্নয়নের অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছেন। সেই দাবির ভিত্তিতেই এই প্রকল্পের সূচনা। সভাধিপতি আরও বলেন, রায়পাড়া এলাকায় ইতিমধ্যেই পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তার কাজ চলছে। পাশাপাশি খিস্টান সম্প্রদায়ের জন্য শ্মশানঘাট নির্মাণ, অন্নপূর্ণা কালিবাড়ির সৌন্দর্যায়নসহ একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সব মিলিয়ে এলাকায় প্রায় ৫ কোটি টাকার উন্নয়ন হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। রাজনৈতিক বক্তব্যে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং বলেন, উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে মুখ্যমন্ত্রীর হাত শক্ত করতে হবে। অন্যদিকে স্ট্রিট লাইটের কাজ শুরু হওয়ায় রায়পাড়ার বাসিন্দাদের আশা, অন্ধকার দূর হয়ে এলাকায় নিরাপত্তা ও স্বস্তি দুটোই বাড়বে।

মদের ফ্লাইং এজেন্ট সন্দেহে গ্রেপ্তার ২

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ির পৃথক দুটি এলাকা থেকে মদের ফ্লাইং এজেন্ট সন্দেহে দু'জন যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আনন্দনগর এলাকার জর্দা ব্রিজের সামনে ও শহিদগড় পাড়া থেকে তাঁদের ধরা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে ৪০ বোতল দেশি মদ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তদের নাম পরিতোষ দাস ও সত্যেন রায়।

সাইকেল-বাইকের সংঘর্ষে আহত এক ব্যক্তি

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ বুধবার রাতে ময়নাগুড়িতে একটি পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটে ময়নাগুড়ির অসম মোড় সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই ব্যক্তি সাইকেল নিয়ে ইন্দিরা মোড় থেকে অসম মোড়ের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরবাইকের সঙ্গে সাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ধাক্কার তীব্রতায় সাইকেল আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত

হন। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল-এ ভর্তি করে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গেছে। এ প্রসঙ্গে হাইওয়ে ট্রাফিক ওসি স্বপন বর্মন জানান, দুর্ঘটনায় জড়িত বাইকটি উদ্ধার করা হয়েছে। তবে ঘটনার পর বাইক চালক পালিয়ে যায়। তার সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/27/2026 2:14 AM Page 9

গৌড়বঙ্গ
নয়া জামানা

ইসলামপুর আদালতে বোমা আতঙ্ক, পুলিশ ও বোম্ব স্কোয়াডের চিরুনি তল্লাশি

মোহম্মদ আলম ।। নয়া জামানা ।। ইসলামপুর

উত্তরবঙ্গের ইসলামপুর মহকুমা আদালত চত্বরে বৃহস্পতিবার আচমকা বোমা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন আদালতের সাম্প্রতিক ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই উত্তরবঙ্গের এই গুরুত্বপূর্ণ আদালত চত্বরে এমন ঘটনায় জনমনে তীব্র উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। আদালতের ভেতরে বোমা রাখা আছে;এমন খবর বা গুজব ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সেখানে উপস্থিত আইনজীবী, বিচারপ্রার্থী এবং আদালত কর্মীরা। পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্রুত সক্রিয় হয়ে ওঠে প্রশাসন। খবর পাওয়া মাত্রই ইসলামপুর থানার একটি বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো আদালত চত্বর নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলে। সাধারণ মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় বোম্ব স্কোয়াডকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোম্ব স্কোয়াডের বিশেষ প্রতিনিধি দল এসে পৌঁছায় এবং আধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে আদালতের প্রতিটি কক্ষ, বারান্দা, শৌচাগার ও প্রবেশপথ সহ ঝোপঝাড়পূর্ণ এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি শুরু করে। দীর্ঘ সময় ধরে চলে এই চিরুনি তল্লাশি অভিযান। আতঙ্কের জেরে আদালতের স্বাভাবিক কাজকর্ম সাময়িকভাবে থমকে যায়। তবে স্বস্তির বিষয় হলো, দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর সন্দেহজনক বা বিপজ্জনক কোনো বস্তুর হদিস পাওয়া যায়নি। তল্লাশি শেষে কোনো বিস্ফোরক উদ্ধার না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসন ও আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াতে কোনো অসাধু চক্র এই কাজ করে থাকতে পারে। ইসলামপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ঘটনার নেপথ্যে কারা রয়েছে এবং কীভাবে এই আতঙ্ক ছড়াল, তা নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আদালতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার পাশাপাশি এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন।

রামগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসার সূচনা

নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ এবার দোরগোড়ায় মিলবে আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা। ইসলামপুর ব্লকের রামগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল ‘দুয়ারে হাসপাতাল’ প্রকল্পের মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বিশেষ উদ্যোগের ফলে এখন থেকে ইসলামপুর ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দারা নিজেদের বাড়ির কাছেই প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগ পাবেন। এই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে সাধারণ রোগ নির্ণয়, রক্তচাপ ও শর্করা পরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। বিশেষ করে বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য এই পরিষেবা এক আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ চিকিৎসার জন্য তাঁদের আর দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে হাসপাতালে ছুটতে হবে না। সম্প্রতি এই পরিষেবার শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক আব্দুল করিম চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইলাল আগরওয়াল এবং বিএমওএইচ মোনসুর আলম নায়ার উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী ভাষণে বিধায়ক জানান, মানুষের দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াই সরকারের মূল লক্ষ্য। স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিকল্পনা অনুযায়ী, একটি নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে এই ভ্রাম্যমাণ ভ্যানটি ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করবে। প্রশাসনের এই মানবিক উদ্যোগে খুশি সাধারণ মানুষ ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

পরীক্ষা শেষে রহস্যমৃত্যু, পাকুয়াহাটে চাঞ্চল্য

অপূর্ব বর্মন, নয়া জামানা, হবিবপুর ঃ মালদার বামনগোলা থানার পাকুয়াহাট এলাকায় এক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর রহস্যজনক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে নিজ শোবার ঘর থেকে মেহেক বিশ্বাস (১৮) নামে ওই ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত ছাত্রী পাকুয়াহাট এএনএম হাইস্কুলের কলা বিভাগের ছাত্রী ছিলেন এবং এ বছরই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পন্ন করেছিলেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে বাবা আশুতোষ বিশ্বাস ও মা লিপিকা বিশ্বাস ছোট দুই মেয়েকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। বড় মেয়ে মেহেক বাড়িতে একাই ছিল। অনুষ্ঠান থেকে ফিরে তাঁরা দেখেন, ঘরের সিলিংয়ের সাথে ওড়না পেঁচানো অবস্থায় মেহেক ঝুলছে। পেশায় কৃষক আশুতোষবাবু জানান, মেয়ের এই চরম সিদ্ধান্তের কারণ সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ অন্ধকার। খবর পেয়ে বামনগোলা থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ঘটনার নেপথ্যে কোনও মানসিক অবসাদ নাকি প্রেমঘটিত কোনও জটিলতা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। তদন্তের স্বার্থে মৃত ছাত্রীর মোবাইল ফোনটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। মেধার অপমৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বন্ধু খুনের প্রতিবাদে মালদহে পথ অবরোধ, টায়ার জ্বালিয়ে তুঙ্গে বিক্ষোভ

নয়া জামানা, মানিকচক ঃ ফেক ফেসবুক আইডি খোলাকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে বন্ধুকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠল মালদহের মানিকচক। মৃত যুবকের নাম সাহেল। এই ঘটনায় অভিযুক্ত বন্ধু আমরাজ ও তার পরিবারের কঠোর শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার সকালে মৃতদেহ রাস্তায় রেখে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘটনার সূত্রপাত গত রবিবার। অভিযোগ, সাহেলের ছবি ব্যবহার করে একটি জাল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট চালাচ্ছিল তার বন্ধু আমরাজ। বিষয়টি জানতে পেরে সাহেল প্রতিবাদ জানাতে আমরাজের বাড়ি গেলে সেখানে বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, সেই সময় আমরাজ, তার বাবা সেখ ফিজুর ও পরিবারের অন্যান্যরা লাঠিসোটা ও বাঁশ দিয়ে সাহেলকে বেধড়ক মারধর করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হলেও মঙ্গলবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার সাহেলের নিথর দেহ গ্রামে পৌঁছাতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। ধরমপুর স্ট্যান্ডে রাজ্য সড়কের ওপর দেহ রেখে এবং টায়ার জ্বালিয়ে চলে দীর্ঘক্ষণ অবরোধ। বিক্ষোভকারীদের স্পষ্ট দাবি, দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে ফাঁসির সাজা দিতে হবে। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে এলাকায়।

জমি বিবাদে রণক্ষেত্র ইসলামপুর, প্রৌঢ়কে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার ২

নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরের ভদ্রকালী মাদ্রাসা মোড়ে জমি সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের বিবাদকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন কামিজউদ্দিন (৪৫) নামে এক ব্যক্তি। বুধবারের এই নৃশংস ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার দিনভর উত্তেজনা ছড়ালো এলাকায়। ঘটনার সূত্রপাত খাদিমুদ্দিন ও আনারুল নামে দুই ব্যক্তির মধ্যে জমি নিয়ে পুরনো বিবাদ থেকে।

অভিযোগ, গত মঙ্গলবার বিকেলে খাদিমুদ্দিনের ওপর হামলার খবর পেয়ে বুধবার তাঁর মামা কামিজউদ্দিন ভাগনার খোঁজ নিতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে মাদ্রাসা মোড়ে প্রতিপক্ষ আনারুলের অনুগামীরা তাঁর ওপর চড়াও হয়। বচসা থেকে শুরু হওয়া এই সংঘর্ষে কামিজউদ্দিনকে লক্ষ্য করে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন তাঁর বোন ও ভাগনাও। গুরুতর আহত অবস্থায় কামিজউদ্দিনকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের পর দেহ গ্রামে ফিরলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রামগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির সামনে দেহ রেখে বিক্ষোভ দেখান পরিজন ও গ্রামবাসীরা। পরে পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠলে দাফন সম্পন্ন হয়। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে শারাফত হোসেন ও চোমন আলি নামে দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবারই আদালতে তোলা হয়েছে। এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা এড়াতে পুলিশি টহল জারি রয়েছে।

লরির ধাক্কায় আদিবাসী যুবকের মৃত্যু, সিভিক ভলান্টিয়ারদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

নয়া জামানা, হিলি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার একদম নাকের ডগায় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। বুধবার বিকেলে একটি পণ্যবোঝাই লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো ২২ বছর বয়সী এক আদিবাসী যুবকের। নিহতের নাম সমীর হেমব্রম ওরফে লিটন, বাড়ি পশ্চিম আপতের এলাকায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বিকেল ৩টা ২০ মিনিট নাগাদ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তগামী একটি লরি (ঢক্ষ ৩৩ ক্ষ/৬৩১৫) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লিটনের স্কুটিতে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘাতক লরির তলায় চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান তিনি। ব্লক অফিসে সরকারি প্রকল্পের ফর্ম জমা দিয়ে ফেরার পথে এই অকালমৃত্যু মানতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, থানার সামনে সবসময়ই ৪-৫ জন সিভিক ভলান্টিয়ার ডিউটি করেন, তা সত্ত্বেও কীভাবে এমন বেপরোয়া দুর্ঘটনা ঘটল? ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের দাবি, কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়াররা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের বদলে গাছের তলায় বসে মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাঁদের এই চরম গাফিলতির কারণেই লরি চালকরা নিয়ম মানার তোয়াক্কা করে না। ঘটনার পর ঘাতক লরিটি পুলিশ আটক করলেও চালক পলাতক। হিলি থানার আইসি সুদীপ কুমার প্রধান জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে এবং সিভিক ভলান্টিয়ারদের ডিউটির বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সবরকম সরকারি সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে স্থানীয়দের দাবি, ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে থানার সামনের মোড়ে নজরদারি আরও কঠোর করতে হবে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সভায় বিজেপিকে তোপ রহিম বক্সীর

নয়া জামানা, মালদহ ঃ মহিলাদের স্বনির্ভরতা ও সামাজিক সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে বুধবার মালদহ জেলার রতুয়া,২ নম্বর ব্লকের পীরগঞ্জ অঞ্চলে আয়োজিত হল আনন্দধারা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বিশেষ প্রচারাভিযান।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সাতমারা এলাকায় অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচি যেন একসঙ্গে উন্নয়ন ও প্রতিবাদের মঞ্চে পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালতীপুরের বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূল সভাপতি আবদুর রহিম বক্সী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি কেন্দ্র ও বিজেপি-র নীতির কড়া সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, বিভাজনের রাজনীতি করে মানুষের উন্নয়ন আটকে দিচ্ছে বিজেপি।অন্যদিকে তিনি মহিলাদের আর্থিক স্বনির্ভরতার ওপর জোর দিয়ে বলেন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিই গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড। ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে সমাজ আরও শক্তিশালী হবে। হিন্দু, মুসলিম সম্প্রীতির বার্তা তুলে ধরে তিনি আগামী দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখার আহ্বান জানান। সচেতনতা সভায় স্থানীয় মহিলাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। তাঁদের দাবি, এই ধরনের উদ্যোগ আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং নতুন পথ দেখায়। পীরগঞ্জের এই কর্মসূচি তাই শুধু একটি সভা নয় নারী শক্তির জাগরণ ও সামাজিক ঐক্যের এক দৃঢ় বার্তা হয়ে উঠল।

দায়িত্ব পাওয়ার দুই সপ্তাহেই হিলি থানার আইসি-র রহস্যজনক বদলি, তুঙ্গে রাজনৈতিক চর্চা

রবিন মুর্মু, নয়া জামানা, হিলি ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি থানার আইসি পদে দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র দুই সপ্তাহের মাথায় সুদীপ কুমার প্রধানের আকস্মিক বদলি ঘিরে শুরু হয়েছে জোর গুঞ্জন। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্য পুলিশের ডিজি (ল অ্যান্ড অর্ডার) জনস্বার্থে যে ২৮০ জন আধিকারিকের বদলির তালিকা প্রকাশ করেছেন, তাতেই নাম রয়েছে সুদীপ বাবুর। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, তাঁকে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে পাঠানো হচ্ছে এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন বনগাঁর গাইঘাটা থানার আইসি সূর্যশঙ্কর মণ্ডল। সীমান্তবর্তী হিলি থানার ভৌগোলিক পরিস্থিতি বুঝে ওঠার আগেই এই দ্রুত বদলি নিয়ে সরগরম রাজনৈতিক মহল। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, স্বল্প মেয়াদে সুদীপ বাবু বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। রাজনৈতিক দলগুলো সরাসরি মন্তব্য না করলেও, চায়ের দোকান থেকে দলীয় কার্যালয়;সর্বত্রই প্রশ্ন উঠছে এই তড়িঘড়ি বদলির কারণ নিয়ে। যদিও প্রশাসনের দাবি, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এটি একটি রুটিন মাফিক প্রক্রিয়া। দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী ও হরিরামপুর থানার আধিকারিকদেরও একইভাবে বদলি করা হয়েছে। তবে সুদীপ বাবুর এই ‘রহস্যজনক’ বিদায় আপাতত হিলির টক অফ দ্য টাউন।

দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি থানার আইসি পদে দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র দুই সপ্তাহের মাথায় সুদীপ কুমার প্রধানের আকস্মিক বদলি ঘিরে শুরু হয়েছে জোর গুঞ্জন। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্য পুলিশের ডিজি (ল অ্যান্ড অর্ডার) জনস্বার্থে যে ২৮০ জন আধিকারিকের বদলির তালিকা প্রকাশ করেছেন, তাতেই নাম রয়েছে সুদীপ বাবুর।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/27/2026 2:14 AM Page 10

বেলডাঙাকাণ্ড কেস ডায়েরি হস্তান্তরে গড়িমসি, ক্ষুব্ধ আদালত

নয়া জামানা

বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া ৩১ জন অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার বিচার ভবনের বিশেষ এনআইএ আদালতে পেশ করা হয়। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি ধৃতদের মধ্যে সাতজনকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। তবে তদন্তের রাশ কার হাতে থাকবে এবং কেস ডায়েরি হস্তান্তর নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের টানাপড়েনে এদিন ফের সরগরম হয়ে ওঠে আদালত কক্ষ। কেন এখনও এনআইএ-র হাতে কেস ডায়েরি তুলে দেওয়া হয়নি, তা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিচারক।বেলডাঙার এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মূলে ছিল এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার বাসিন্দা আলাউদ্দিন শেখ ঝাড়খণ্ডে কাজ করতে গিয়ে প্রাণ হারান। গত ১৬ জানুয়ারি তাঁর মৃতদেহ গ্রামে পৌঁছোলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ভিন্ রাজ্যে বাংলার শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং একের পর এক মৃত্যুর প্রতিবাদে শুরু হওয়া বিক্ষোভ দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। অভিযোগ ওঠে, এই প্রতিবাদ থেকেই এলাকায় ব্যাপক অশান্তি ও ভাঙচুর ছড়ায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং ৩১ জনকে গ্রেফতার করে।বেলডাঙার অশান্তি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে একাধিক জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়, যার মধ্যে একটি ছিল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে এই ঘটনার তদন্তভার এনআইএ-কে দিতে পারে।পরবর্তীতে মামলাটি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। রাজ্য সরকার এনআইএ তদন্তের নির্দেশের বিরোধিতা করে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হলেও স্বস্তি মেলেনি। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, তারা এনআইএ তদন্তে কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। অর্থাৎ, আইনিভাবে তদন্তের দায়িত্ব এখন কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতেই।

বৃহস্পতিবার শুনানির সময় দুপক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ চলে,কেন্দ্রীয় সংস্থার আইনজীবীরা ফের অভিযোগ করেন যে, আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রাজ্য পুলিশ তাঁদের হাতে কেস ডায়েরি তুলে দিচ্ছে না। ডায়েরি না পাওয়ায় তদন্ত এগোতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে দাবি করেন তাঁরা।রাজ্যের আইনজীবী পাল্টা প্রশ্ন তোলেন, এই ঘটনার তদন্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা করতে পারে কি না তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে (যদিও উচ্চ আদালত সবুজ সংকেত দিয়েছে)। ধৃতদের আইনজীবী প্রশ্ন তোলেন, তদন্ত কে করবে সেটাই যখন এখনও প্রশাসনিক স্তরে চূড়ান্ত জট কাটেনি, তখন তাঁর মক্কেলদের কেন দিনের পর দিন জেল হেফাজতে থাকতে হচ্ছে?তিনি অভিযুক্তদের মুক্তির বা দ্রুত শুনানির আবেদন জানান।বেলডাঙাকাণ্ডের তদন্তকারী অফিসার কেন কেস ডায়েরি হস্তান্তরে দেরি করছেন, তা নিয়ে আদালত বিরক্তি প্রকাশ করেছে। ডায়েরি হস্তান্তরে আইনি বাধা কোথায়, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।হাইকোর্ট আগেই জানিয়েছিল, এলাকা শান্ত রাখতে রাজ্য চাইলে আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে পারে। বর্তমানে ৩১ জন অভিযুক্তের ভাগ্য এবং এই স্পর্শকাতর মামলার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে কেস ডায়েরি হস্তান্তরের ওপর।এনআইএ-র দাবি, সাতজনকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই এই অশান্তির নেপথ্যে কোনও বৃহত্তর ষড়যন্ত্র বা সুপরিকল্পিত ছক ছিল কি না, তা পরিষ্কার হবে।

২০তম জঙ্গিপুর বইমেলা ঘিরে সাজ সাজ রব

নয়া জামানা,জঙ্গিপুর ঃ ফের অক্ষরের উৎসবে মাততে চলেছে গঙ্গার পাড়ের শহর। আগামী ১০ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে ২০তম জঙ্গিপুর বইমেলা। ১৭ মার্চ পর্যন্ত চলা এই মেলা ঘিরে এখন থেকেই সাজ সাজ রব এলাকায়। স্থানীয় পুরসভার পৌরপিতা মফিজুল ইসলামকে এই বছরের বইমেলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়েছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন, আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই মেলার পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ করা হবে। শহরের সাংস্কৃতিক আবহে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে এবার একগুচ্ছ পরিকল্পনা নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। উদ্বোধনের দিনেই থাকছে রাজকীয় বর্ণাঢ্য রোড শো। আট দিনব্যাপী এই আয়োজনে প্রতিদিন থাকছে সাহিত্য আড্ডা, আবৃত্তি ও আলোচনা সভা। বিভিন্ন নামী প্রকাশনা সংস্থা তাদের ডালি নিয়ে হাজির হচ্ছে এই মেলায়। নতুন ও পুরনো বইয়ের অঢেল সম্ভার পেতে মুখিয়ে আছেন বইপ্রেমীরা। উদ্যোক্তাদের মূল লক্ষ্য তরুণ প্রজন্মকে স্মার্টফোনের আসক্তি কাটিয়ে ফের পাতায় মোড়া শব্দের জাদুতে ফিরিয়ে আনা। মেলার অন্যতম কাণ্ডারি বিকাশ নন্দ বলেন, ‘এবারের আয়োজনকে আরও আকর্ষণীয় করতে বিশেষ কিছু সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কর্মসূচি রাখা হয়েছে, যাতে সব বয়সের মানুষ অংশ নিতে পারেন এবং বইয়ের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেন।’ সব মিলিয়ে বসন্তের শেষে জঙ্গিপুরে এখন কেবলই বইয়ের সুবাস পাওয়ার অপেক্ষা।

জালনোট ও চোরাই মোবাইলসহ ধৃত দুই

নয়া জামানা,সামশেরগঞ্জ ঃ গোপন অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। জালনোট এবং বিপুল পরিমাণ চোরাই মোবাইলসহ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় ধুলিয়ান ফেরিঘাট এলাকা থেকে আসিউর শেখ নামের এক যুবককে পাকড়াও করে পুলিশ। মালদার বৈষ্ণবনগরের বাসিন্দা ওই যুবকের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে মোট ৭৫ হাজার টাকার জালনোট। পুলিশ জানিয়েছে, ৫০০ টাকার ১৫০টি নোট নিয়ে আসিউর সেখানে অপেক্ষা করছিল। জালনোটগুলি কোথায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। অন্যদিকে, হিজলতলা এলাকার একটি বাড়িতে হানা দিয়ে ৯৫টি চোরাই মোবাইল উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় মোবারক হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সেটগুলির মধ্যে ২৪টি আইফোন রয়েছে বলে খবর। বৃহস্পতিবার সকালে সাংবাদিক সম্মেলনে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সজল কান্তি বিশ্বাস বলেন, ‘ধৃতদের জঙ্গিপুর আদালতে পাঠিয়ে হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে।’ এই চক্রের শিকড় কতদূর বিস্তৃত এবং এর সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা জানতে তল্লাশি চালাচ্ছে ফরাক্কার এসডিপিও এবং সামশেরগঞ্জ থানার আইসি। উৎসবের মরসুমের আগে এই উদ্ধার অভিযানকে বড় সাফল্য হিসেবেই দেখছে জেলা পুলিশ।

ফের ই-মেইলে বিস্ফোরণের হুমকি, হুলুস্থুল পাসপোর্ট ও পোস্ট অফিসে

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ দুপুর ১টা ৪৫-এর ডেডলাইন। ঘড়ির কাঁটা এগোনোর আগেই মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে আছড়ে পড়ল চরম উত্তেজনা। জিয়াগঞ্জ ও রঘুনাথগঞ্জের পাসপোর্ট অফিসে আসা একটি উড়ো ই-মেইল ঘিরেই তৈরি হয় তীব্র আতঙ্ক। মেইলে সাফ জানানো হয়, ওই সময়ের মধ্যেই ঘটবে ‘অপ্রীতিকর ঘটনা’। আর এই বার্তার জেরে এদিন জঙ্গিপুর মুখ্য পোস্ট অফিসের ঝাঁপই খুলল না। আতঙ্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কর্মীরা অফিসের বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকেন। খবর দেওয়া হয় রঘুনাথগঞ্জ থানায়। পুলিশ এসে গোটা চত্বর ঘিরে ফেলে শুরু করে জোরদার তল্লাশি। নিরাপত্তার স্বার্থে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। হুলুস্থুল পড়ে যায় এলাকায়। যদিও তল্লাশিতে সন্দেহজনক কিছু মেলেনি। পুলিশ ও প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে, হুমকির উৎস খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আপাতত কোনো অঘটন না ঘটলেও থমথমে হয়ে আছে গোটা চত্বর। নজরদারি বাড়ানো হয়েছে সবকটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তরে।

হুমায়ুনের জামাতাকে লালগোলা থানায় তলব, গ্রেফতারি এড়াতে পাল্টা হুশিয়ারি বিধায়কের

নয়া জামানা,লালগোলা ঃ মাদক পাচারকাণ্ডে ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের জামাতা রায়হান আলিকে তলব করল লালগোলা থানার পুলিশ। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টার মধ্যে তাঁকে তদন্তকারী অফিসারের সামনে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। পুলিশের দাবি, রায়হান বাড়িতে না থাকায় তাঁর পরিবারের হাতেই নোটিস ধরানো হয়েছে। এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিধায়ক হুমায়ুন কবীর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ‘আমার জামাতাকে গ্রেফতার করা হলে তার ফল ভুগতে হবে।’ তদন্তকারীদের দাবি, একটি বড়সড় মাদক পাচারচক্রের সঙ্গে সরাসরি যোগ রয়েছে জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান রায়হানের। ইতিপূর্বেই মাদক কারবারের অভিযোগে রায়হান, তাঁর বাবা শরিফুল ইসলাম এবং হুমায়ুন-কন্যা নাজমা সুলতানার বিপুল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। গত ৮ এবং ৯ ফেব্রুয়ারি অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৫ কোটি টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি চিহ্নিত করা হয়েছে। পুলিশের অভিযোগ, মাদক বিক্রির টাকা দিয়েই এই ১১টি সম্পত্তি কেনা হয়েছিল। রায়হানের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। পাল্টা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছেন হুমায়ুন কবীর। তাঁর দাবি, শাসকদলে যোগ না দেওয়ার কারণেই তাঁর জামাতাকে ফাঁসানো হচ্ছে। বিধায়ক বলেন, ‘দিন চারেক আগে রায়হানকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল। এমনকি, লালগোলা বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করার টোপও দেওয়া হয়।’ হুমায়ুনের দাবি, সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার অপরাধেই পুলিশকে দিয়ে এই হেনস্থা করা হচ্ছে। বিধায়ক সাফ জানিয়েছেন, তাঁর জামাতা এখনই আগাম জামিনের আবেদন করবেন না। এমনকি ২৮ তারিখ পুলিশি হাজিরা এড়িয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন তিনি। হুমায়ুনের পাল্টা চ্যালেঞ্জ, তাঁর জামাতা বা পরিবারের কারও সঙ্গেই মাদকের কোনও যোগ নেই। অন্য দিকে, জেলা পুলিশ জানিয়েছে যে নির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতেই তদন্তের কাজ এগোচ্ছে। এখন ২৮ তারিখ রায়হান হাজিরা দেন কি না, তার দিকেই নজর রয়েছে জেলা প্রশাসনের।

ঘড়ি বিক্রির আড়ালে জালিয়াতি, রঘুনাথগঞ্জে পুলিশের জালে যুবক

নয়া জামানা,রঘুনাথগঞ্জ ঃ সস্তায় নামী ব্র্যান্ডের ঘড়ি দেওয়ার টোপ দিয়ে সাইবার প্রতারণার জাল বিছিয়েছিল সে। শেষ রক্ষা হলো না। উমরপুরের ঈদগাহ সংলগ্ন গ্রাম থেকে এক যুবককে হাতেনাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিল উত্তেজিত জনতা।

ধৃতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, নেশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ও সিম কার্ড হাতিয়ে সে লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন চালাত। রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এর পিছনে কোনো বড়সড় আন্তর্জাতিক চক্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রের খবর, ধৃত যুবক দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় প্রতারণার কারবার ফেঁদেছিল। সে সাধারণ মানুষকে কম দামে দামি ঘড়ি পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখাত। তবে নিজের নামে কোনো লেনদেন করত না সে। পরিবর্তে গ্রামের নেশাগ্রস্ত বা ভবঘুরে ব্যক্তিদের টার্গেট করত। ‘অ্যাকাউন্টে যত টাকা ঢুকবে সেখান থেকে প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হবে’ মূলত এই লোভ দেখিয়ে সে অসহায় মানুষদের ব্যাঙ্ক ডিটেইলস ও সিম কার্ড হাতিয়ে নিত।

সম্প্রতি সাইবার মামলার নোটিশ গ্রামের দুই ব্যক্তির নামে পৌঁছতেই রহস্য ফাঁস হয়। গ্রামবাসীরা বুঝতে পারেন, ওই যুবকের প্রতারণার কারণেই সাধারণ মানুষ আইনি বিপাকে পড়ছেন। এর পরেই বিক্ষুব্ধ জনতা তাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে আটক করে। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, ‘গ্রামের মানুষ যাতে ভবিষ্যতে এমন প্রতারণার শিকার না হন, সেজন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সচেতনতা বাড়ানো দরকার।’

পুলিশ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ফের গঙ্গায় তলিয়ে গেল চারচাকা, নিরাপত্তা নিয়ে ক্ষোভ চরমে

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ লালবাগ সদরঘাটে ভেসেল পারাপারের সময় ফের বড়সড় দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকল এলাকা। বৃহস্পতিবার একটি যাত্রীবাহী চারচাকা গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি গঙ্গায় পড়ে যায়। বারংবার একই ধরণের ঘটনায় ঘাটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভ ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, এদিন একটি সাদা রঙের স্করপিও গাড়ি ভেসেল-এ (ছোট লঞ্চ) ওঠার সময় হঠাতই নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং মুহূর্তের মধ্যে নদীতে তলিয়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা কালক্ষেপ না করে দ্রুত উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। গাড়ির চালককে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে বড় কোনও প্রাণহানি না ঘটলেও এই ঘটনা ঘিরে ফের আতঙ্ক ছড়িয়েছে লালবাগের সাধারণ মানুষের মধ্যে।সদরঘাটে এই ধরণের দুর্ঘটনা নতুন নয়।

গত বছর ঠিক একই স্থানে একটি চারচাকা গাড়ি নদীতে পড়ে এক শিক্ষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল। অতীতেও শিশুসহ একাধিক মানুষের প্রাণ কেড়েছে এই ঘাট। বাসিন্দাদের অভিযোগ, সেই ঘটনার পর সাময়িকভাবে বড় ভেসেল চালু করা হলেও বর্তমানে তা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে একটি মাত্র ছোট ভেসেলেই গাদাগাদি করে গাড়ি, স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং সাধারণ যাত্রীদের পারাপার করতে হচ্ছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ঘাটে কোনও সুরক্ষা রেলিং বা পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই। এক বাসিন্দার কথায়,একটি ছোট ভেসেলে মানুষ আর গাড়ি একসঙ্গে তোলা মানেই মৃত্যুকে আহ্বান জানানো। কোনও উপযুক্ত র‍্যাম্প বা সুরক্ষা পরিকাঠামো ছাড়াই দিনের পর দিন এই ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে।এলাকাবাসীর মতে, কেবল ভেসেল পরিবর্তন করে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়।

তাদের দীর্ঘদিনের দাবি হলো খেয়াসবাগ-আমানিগঞ্জ রোড ব্রিজ নির্মাণ। মাত্র ৪০০ মিটার দৈর্ঘ্যের এই ব্রিজটি অনুমোদিত হয়ে দ্রুত কাজ শুরু হলে সাধারণ মানুষকে আর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নদী পার হতে হবে না।বর্তমানে স্থানীয়দের সহায়তায় গাড়িটি তোলার কাজ চলে।

তবে প্রশাসনের নীরবতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠছে। বারবার দুর্ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও কেন নিরাপত্তা জোরদার করা হল না, তা নিয়ে ক্ষুব্ধ লালবাগবাসী।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/27/2026 2:14 AM Page 11

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একাধিক প্রশ্নের সম্মুখীন বিশ্বভারতী

নয়া জামানা।। বীরভূম

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বাংলা বিভাগের সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করল বিশ্বভারতীর ভাষা ভবন। গত মঙ্গলবার তালিকায় স্বাক্ষর করা হয় এবং বুধবার রাতে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে ইন্টারভিউয়ের জন্য নির্বাচিত ও সম্ভাব্যভাবে অনির্বাচিত;উভয় প্রার্থীর নামই প্রকাশ করা হয়েছে।

তবে তালিকা অপরিবর্তিত রয়েছে। যদিও ইন্টারভিউ কবে হবে তার কোন উল্লেখ করেনি কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, প্রায় দেড় মাস আগে বাংলা বিভাগের কয়েকজন পদপ্রার্থী অভিযোগ তুলেছিলেন যে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের ইন্টারভিউয়ে ডাকা হয়নি। তাঁরা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর-সহ বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জানান। অভিযোগের জেরে নির্ধারিত ইন্টারভিউ একদিন আগে স্থগিত করা হয় বলে জানা যায়।বাংলা বিভাগের ওই ইন্টারভিউ হওয়ার কথা ছিল ১২ ও ১৩ জানুয়ারি। পরে এক পদপ্রার্থী বিষয়টি জাতীয় তপশিলি কমিশন ও উপজাতি মন্ত্রকে জানান এবং কমিশন অভিযোগটি মামলার ভিত্তিতে গ্রহণ করেছে বলে সূত্রের খবর। এর মধ্যেই দীর্ঘ বিরতির পর নতুন তালিকা প্রকাশ হওয়ায় ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, প্রথম তালিকায় তিনটি পদের জন্য ৩৩ জনকে ইন্টারভিউয়ে ডাকা হয়েছিল। তবে স্ক্রিনিং প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। নতুন তালিকা অনুযায়ী, একটি সহকারী অধ্যাপক পদের জন্য ১৫ জনকে ইন্টারভিউয়ের ডাক দেওয়া হয়েছে এবং ১৮৬ জনকে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাদ পড়াদের মধ্যে মাত্র পাঁচজনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করা হয়েছে; বাকিদের পাশে লেখা; নিয়ম অনুসারে শর্টলিস্ট নন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, ইউজিসি-র ২০১৮ সালের নির্দেশিকা ও কেন্দ্রের নিয়ম মেনেই নথি যাচাই করা হয়েছে। স্ক্রিনিং কমিটির বক্তব্য, অধিকাংশ আবেদন বাতিল হয়েছে মান্য জার্নালে পর্যাপ্ত গবেষণাপত্র না থাকা, অভিজ্ঞতার শংসাপত্রের ঘাটতি অথবা প্রয়োজনীয় নথি না দেওয়ার কারণে।

তবে বাদ পড়া প্রার্থীদের একাংশ এতে সন্তুষ্ট নন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তুষার পটুয়া বলেন, আমাদের অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে;এটা ইতিবাচক। কিন্তু কোন নিয়মে বাদ দেওয়া হল, তা স্পষ্ট নয়।

আমার ক্ষেত্রেও জার্নালের তথ্য ভুল বলা হয়েছে, কিন্তু কী ভুল তা জানানো হয়নি। এটা ত্রুটিপূর্ণ তালিকা নয়। এই বিষয়ে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ জানান, যাঁরা ইন্টারভিউয়ের ডাক পাননি বা যাঁদের কোনও প্রশ্ন রয়েছে, তাঁদের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ দেওয়া হয়েছে পাঁচ দিনের জন্য। তিনি বলেন,

এই নীতি সমস্ত বিভাগের ক্ষেত্রেই অনুসরণ করা হচ্ছে।

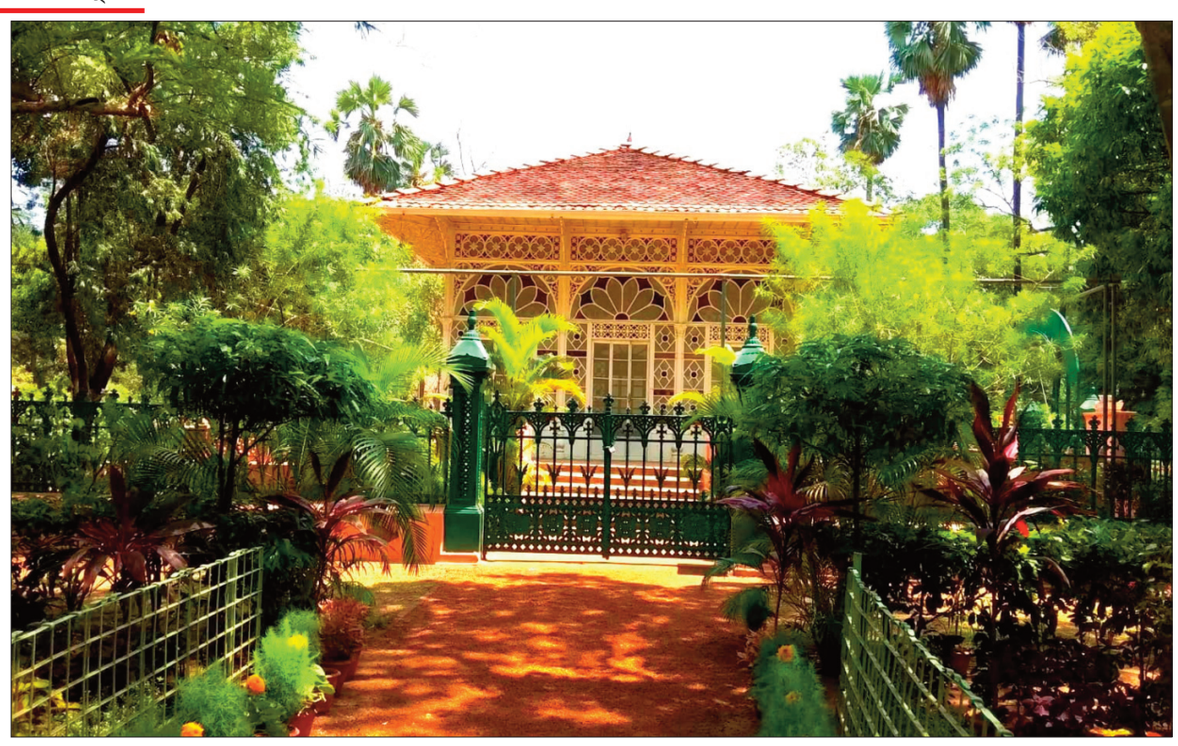

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে শান্তিপুরে মহতী রক্তদান শিবির

নয়া জামানা,নদীয়া ঃ এক ফোটা রক্তই বাঁচিয়ে তুলতে পারে একটি মুমূর্ষ্য রোগীর প্রাণ, রাজনীতির উর্ধ্বে মানব সেবাই একমাত্র পরিচয়। ঠিক তেমনি রক্তদানের মতন একটি মহতী উদ্যোগ নিলো শান্তিপুর শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। বৃহস্পতিবার শান্তিপুর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে প্রায় ৫০ জন রক্তদাতার রক্তদানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হলো রক্তদান শিবির। এদিনের এই মহতী উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন, রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শুভঙ্কর সিং ,এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুর বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী সহ নদীয়া জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। শহর তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে অবস্থিত প্রয়াত জননেতা অসমঞ্জ দে এবং অজয়দের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে এই মহতী অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

পোস্টারে তোলপাড়! বিধায়কের বিজ্ঞপ্তি ঘিরে কৃষ্ণগঞ্জে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,নদীয়া ঃ বিধায়ক কে খুঁজে দিন- এমনই পোস্টার পড়লো এলাকায়, যা ঘিরে শুরু হয়েছে চাঞ্চল্য। ঘটনাটি নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের। কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক আশীষ বিশ্বাসের ছবিসহ পোস্টার মারা হয়েছে এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে। পোস্টারে লেখা রয়েছে ইডি, সিবিআই, পুলিশ বিধায়ককে খুঁজে দিন। উল্লেখ রয়েছে মিথ্যাবাদী, ধাপ্পাবাজ ইত্যাদি শব্দের। পোস্টারের নিচে লেখা সৌজন্যে কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভার সচেতন নাগরিক সমাজ। এই পোস্টার দেখে সাধারণ মানুষ নিন্দা শুরু করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা শম্ভুনাথ সরকার বলেন, বিধায়ক খুব ভালো মানুষ তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকেন, যারা এই ধরনের পোস্টার মেরেছে তারা ভাল কাজ করেনি, এটা শাসকদলেরই কাজ।

যার বিরুদ্ধে পোস্টার সেই কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক আশীষ কুমার বিশ্বাস বলেন তৃণমূল চক্রান্ত করে এই ধরনের পোস্টার মেরেছে। তিনি জোরের সঙ্গে বলেন আমার বিরুদ্ধে কেউ কোনো মিথ্যা অভিযোগ তুলতে পারবে না, কেউ বলতে পারবে না আমি কারোর কাছ থেকে কোনদিন এক পয়সা নিয়েছি। আমি আমার বিধায়ক তহবিলের যে টাকা পাই তা দিয়ে সমস্ত কাজ করি।তৃণমূল বুঝে গেছে তাদের পায়ের তলায় মাটি নেই তাই এই চক্রান্ত। কৃষ্ণগঞ্জ বিধানসভা বিজেপির শক্ত ঘাঁটি,এখানে কেউ কোনো ভাবেই দাঁত ফুটাতে পারবেনা। পাশাপাশি তিনি বলেন ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে বিজেপি ক্ষমতায় আসছে- তারা বুঝতে পেরেই সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য এই কাজ করেছে ।

এই ব্যাপারে কৃষ্ণগঞ্জ ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি শুভদীপ সরকার বলেন যারা পোস্টার মেরেছে তাদের দাবি বিধায়ককে কেউ কোনদিন দেখতে পান না।এসআইআর এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেখানে হচ্ছে সেখানেও বিধায়ক কোনদিন যাননি। তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকেন না, কাজ করেন না;তাই মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে এই কাজ করেছে।তাছাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের এইসব কাজের জন্য কোন সময় নেই।

পর্যটনে নয়া পালক !সরকারি সহায়তায় বাহাদুরপুর বন্যভূমিতে অ্যাস্ট্রো পার্কের শিলান্যাস

শিবম দেবনাথ, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ চৈতন্যভূমি নদীয়াতে মায়াপুরের পর পর্যটন মানচিত্রে আরও এক নতুন ক্ষেত্রের শুভ সূচনা হলো।মায়াপুর,পলাশী নবদ্বীপর পর আরও এক নতুন পর্যটনের অধ্যায় সংযোজিত হল ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে মায়াপুর সংলগ্ন এলাকায়। নদীয়ার বাহাদুরপুরের বিস্তীর্ণ বনভূমিতে অ্যাস্ট্রো পার্ক প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন হলো পশ্চিমবঙ্গের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও জৈব প্রযুক্তি দপ্তরের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসের হাত ধরে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নদিয়ার জেলাশাসক অনীশ দাসগুপ্ত, নদিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার প্রদীপ বারুই সহ অন্যান্যরা। প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর অ্যাস্ট্রো পার্ক প্রকল্পের জন্য ০ .৮১ হেক্টর জমি প্রদান করেছে এবং পুরো প্রকল্পের

জন্য আনুমানিক বারো কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে ধরা হয়েছে। দপ্তরের মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস জানান মুখ্যমন্ত্রীকে এই প্রকল্প সম্বন্ধে জানানোর পরেই উৎসাহিত হয়ে তিনি প্রায় ১২ কোটি টাকা অর্থের অনুমোদন করেছেন। এই প্রকল্পটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর এর তত্ত্বাবধানে হবে এবং এটি সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এটা এক অন্যতম দৃষ্টান্ত হতে চলেছে। যেখান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা গেছে, সেই অঞ্চলে বিজ্ঞান প্রযুক্তি নির্ভর একটি প্লানেটোরিয়াম তৈরি হবে,অডিটোরিয়াম তৈরি হবে ও পর্যটনকে উৎসাহ দিতে নাণাবিধ নির্মাণ হবে।এই প্রকল্পকে ভিত্তি করে মায়াপুর অঞ্চলের পর্যটন আরও প্রসারিত হবে বলেই আশা প্রকাশ করেন জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত। ভবিষ্যতে এই ফরেস্ট অঞ্চলে বন্য প্রাণীদেরও দেখা যেতে পারে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মন্ত্রী।

আতঙ্ক! বোলপুরের শ্রীনিকেতন পোস্ট অফিসে বোমাতঙ্কের হুঁমকির ইমেল

কার্তিক ভান্ডারী, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই ডাকঘর গুলিতে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুমকির ইমেল আসে।

অন্যান্য জেলার পাশাপাশি বীরভূমের বোলপুরের শ্রীনিকেতন ডাকঘরেও বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার হুঁমকির ইমেল আসে।ঘটনা কে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এলাকা জুড়ে।ডাক কর্মী সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে একটি ইমেল এসে পৌঁছায় ডাকঘরে। সেই ইমেলে লেখা ছিল যে দুপুর ১২টা থেকে ২টো পর্যন্ত ডাকঘর বন্ধ না রাখলে বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে। আর তারপরেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি

হয়।উল্লেখ্য, হুঁমকির ইমেল আসতেই তৎপরতার সাথে ডাক কর্মীরা ডাকঘর দ্রুত ফাঁকা করে বন্ধ করে দেন। পরে পুলিশে খবর গেলে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। এমনকি সমগ্র ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পরে হুঁমকির ইমেলে যে সময় দেওয়া হয়েছিল সেই সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর দুপুর ২টো ১০নাগাদ ডাক কর্মীরা ডাকঘর সাধারণ মানুষদের জন্য খুলে দেন।ডাকঘরের ডাক মাস্টার বলেন, এই ইমেইল ঘিরে আমরা সকলেই আতঙ্কে রয়েছি।

ইমেইল আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

কল্যাণী মেডিকেল কলেজের জুনিয়র হস্টেল থেকে উদ্ধার পড়ুয়ার পচা-গলা মৃতদেহ!

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ হস্টেলের বদ্ধ রুম থেকে বেরিয়ে আসছে পচা গন্ধ। বিষয়টি নজরে আসতেই অন্যান্য ছাত্ররা খবর দেয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে। শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষরা ছুটে এসে দেখলেন এক লোমহর্ষক দৃশ্য- বিছানায় মৃত অবস্থায় পড়ে আছে এক পড়ুয়া। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার, নদীয়ার কল্যানীর জেএনএম হাসপাতালের জুনিয়র বয়েজ হস্টেলে।

মৃত ছাত্রের নাম পুলক হালদার। সূত্রের খবর, ফাইনাল ইয়ারের পুলককে ২০ শে ফেব্রুয়ারি শেষবারের মতো হস্টেলের ক্যান্টিনে দেখা দিয়েছিল। তারপর থেকেই হস্টেল চত্বরে তাকে আর

কেউ দেখেনি।আরও জানা যায়, রুমে নাকি একাই থাকতেন পুলক, ৫ই মার্চ থেকে ছিল তাঁর পরীক্ষা। তবে হঠাৎ তাঁর এই মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাসপাতাল চত্বরে। মৃত পুলকের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটে। তাঁর মৃত্যুর খবর পরিবারের কাছে পাঠানো হয়েছে এবং গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কল্যাণী থানা।

দুই প্রাচীন পুণ্যভূমির সেতুবন্ধন কৃত্তিবাসের জন্মভিটেতে রাম মন্দির নির্মাণে পবিত্র মৃত্তিকা বিনিময়

অঞ্জন শুকুল,নয়া জামানা, নদীয়া ঃ শান্তিপুরের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। মহাকবি কৃত্তিবাস ওঝা, যিনি রামায়ণের অমৃতকথা বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তাঁর পবিত্র জন্মভূমি থেকে অযোধ্যা ধাম অভিমুখে শুরু হলো এক ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক যাত্রা। শ্রী কৃত্তিবাস রাম মন্দির ট্রাস্টের উদ্যোগে আয়োজিত এই যাত্রা কেবল ভৌগোলিক দূরত্ব অতিক্রম নয়, বরং দুই পবিত্র ভূমির এক গভীর সেতুবন্ধন হিসেবেই দেখা হচ্ছে।এই যাত্রার প্রধান উদ্যোক্তা শান্তিপুরের প্রাক্তন বিধায়ক অরিন্দম ভট্টাচার্য জানান, এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হলো অযোধ্যা থেকে পবিত্র মৃত্তিকা সংগ্রহ করা। সেই পুণ্য মাটি শান্তিপুরের শ্রী কৃত্তিবাস রাম মন্দির তীর্থক্ষেত্রে নিয়ে আসা হবে এবং সেখানকার পবিত্র ভূমির সঙ্গে তার আধ্যাত্মিক মিলন ঘটানো হবে।ধর্ম ও ইতিহাসের মিলনক্ষেত্র শান্তিপুর প্রাচীনকাল থেকেই তার বৈষ্ণবীয় সংস্কৃতি এবং পাণ্ডিত্যের জন্য

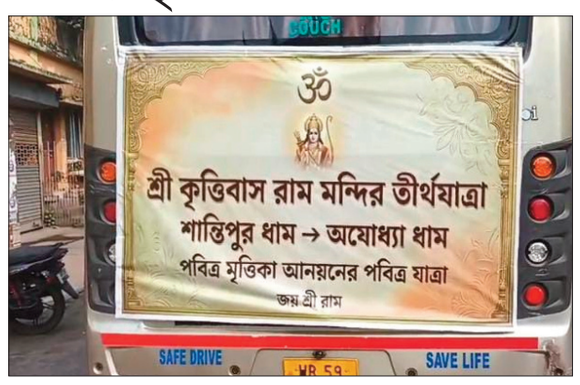

পরিচিত। অন্যদিকে, অযোধ্যা হলো শ্রী রামচন্দ্রের লীলাভূমি। মহাকবি কৃত্তিবাস ওঝার 'শ্রীরাম পাঁচালী'র মাধ্যমে বাঙালির হৃদয়ে রামকথা জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। আজ সেই কবির জন্মমাটি থেকে রামলালার জন্মভিটে পর্যন্ত এই যাত্রা বাংলার ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করল।অরিন্দম ভট্টাচার্য বলেন, কৃত্তিবাস ওঝা এবং শ্রী রামচন্দ্রের নাম অবিচ্ছেদ্য। শান্তিপুরের এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রকে অযোধ্যার আধ্যাত্মিক শক্তির সাথে যুক্ত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই মৃত্তিকা মিলন শান্তিপুরকে এক নতুন আধ্যাত্মিক উচ্চতায় নিয়ে যাবে।শহরের ভক্তকুল এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এই যাত্রাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। বৃহস্পতিবার সকালে মহিলাদের উলু এবং শঙ্খধ্বনি এবং জয় শ্রী রাম ধ্বনির মধ্য দিয়ে এই পুণ্য যাত্রার সূচনা হয়।শান্তিপুর সেবা সংঘ তাদের পতাকা দেখিয়ে সংস্কৃতির ঐতিহাসিক যাত্রার সূচনা করে।

নানুরে স্বনির্ভর মহিলাদের দক্ষতা মূল্যায়নে বিশেষ শিবির

রূম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ স্বনির্ভর মহিলাদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানুরে অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ শিবির। ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রায় একশো জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। জানা গেছে, শিবিরে উপস্থিত প্রতিটি অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে পৃথকভাবে আলোচনা করে তাঁদের কাজের ধরন, পরিচালন পদ্ধতি, সমস্যা ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে ধারাবাহিকভাবে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে বলে উদ্যোক্তারা জানান।এদিন উপস্থিত ৯৬ জন স্বনির্ভর মহিলার মধ্যে প্রায় ৮০ জন টেইলারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। বাকিরা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা, যেমন হস্তশিল্প ও অন্যান্য উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। শিবিরটি নানুর ব্লকের একটি কক্ষে নানুর চণ্ডীদাস ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি-র ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত হয়।মহিলাদের কাজ মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন জেলা শিল্প কেন্দ্রের পরামর্শদাতা সৌমেন পাল এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রীদের একটি দল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমিতির সম্পাদক সমীর কুমার কর ও সহ-সভাপতি রঘুরাজ সিংহ।জেলা শিল্প কেন্দ্রের পরামর্শদাতা সৌমেন পাল জানান, প্রত্যেকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তাঁদের সমস্যা ও প্রয়োজন চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও নিয়মিত পরামর্শ ও বিভিন্ন ধরনের সহায়তার মাধ্যমে এই স্বনির্ভর মহিলাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

উদ্যোক্তাদের মতে, এই ধরনের শিবির স্বনির্ভর মহিলাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর পাশাপাশি তাঁদের ব্যবসাকে আরও সংগঠিত ও

লাভজনক করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/27/2026 2:14 AM Page 12

অবাধ যৌনতায় ভিন রাজ্যের সেক্স,

চক্র নাবালক-গৃহবধূদের মধ্যে বাড়ছে এইচআইভি

আমিনুর রহমান ।। নয়া জামানা ।। বর্ধমান

পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে অল্প বয়সীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ দ্রুত বাড়ছে। সম্প্রতি এই রিপোর্ট নিয়ে পূর্ব বর্ধমানে রীতিমতো হইচই পড়ে গেছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরাই এনিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আর এবার এই ঘটনার সঙ্গে ভিন রাজ্যের সেক্স রেকেটের জাল বিস্তার নিয়ে মুখ খুললেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য স্থায়ী কমিটির কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়। তিনি অভিযোগ করেন এখনই এ ব্যাপারে অতি সর্তক না হলে চরম বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। ইতিমধ্যে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশেষ করে নাবালকদের মধ্যে এই রোগ কি ভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তা নিয়ে খোঁজ খবর করা শুরু হয়েছে। কারণ এর আগে দপ্তরের এক রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায় ২০ বছর থেকে ৫০ বছরের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের সংখ্যা বেশি এ জেলায়। কিন্তু হঠাৎ করে ১৫ বছর বয়সের নিচে নাবালকদের রোগের প্রকোপ তুলনামূলকভাবে বাড়ছে বলে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এখানেই শেষ নয় তুলনামূলক ভাবে গৃহবধূদের মধ্যেও সংক্রমণ বাড়ছে বলে দাবি করা হয়েছে। আর তার পরেই উদ্বেগ বেড়েছে। নড়েচড়ে বসেছে জেলা প্রশাসন। শুধুমাত্র স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরাই নন, এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্বেগের কথা শুনালেন জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়। তিনি জানান, দীর্ঘ দিন ধরে এ জেলায় অবাধ যৌনতার জাল বিস্তার করে চলেছে অন্য রাজ্যের বড়ো চক্র। বিভিন্ন প্রলোভনে পড়ে গৃহবধূ এবং নাবালকরা কার্যত তাদের শিকার। লক্ষ লক্ষ টাকার খেলা চলছে।

অবাধ মেলামেশার ফলে তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে এইচআইভির মতো মারাত্মক রোগ। উত্তর প্রদেশ, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, বিহার সহ একাধিক রাজ্যের সেক্স চক্র অতি সক্রিয় এখন এ জেলায়। এমনটাই অভিযোগ।এইচআইভি প্রতিরোধে সারা বছরই পূর্ব বর্ধমান জেলা জুড়ে একাধিক সচেতনতা কর্মসূচি পালন করা হয়। তা স্বত্ত্বেও এবছর এই এই রোগ নিয়ে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের মাথা ব্যাথার কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারন নাবালক এবং অতি অল্প বয়সের মধ্যে এবছর সংক্রমণ বেড়েছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী এবছর জেলায় ৩১৪ জনের শরীরে এইচআইভি সংক্রমণ মিলেছে। গত বছরের তুলনায় যা অনেকটাই বেশি। কিন্তু নাবালকদের শরীরের মধ্যে এবার খুব বেশি ভাইরাস পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে মাঝ বয়সী গৃহবধূদের সংক্রমণ বেড়েছে। রিপোর্ট থেকে জানা গেছে যেসব নাবালকদের শরীরে এইচআইভি আছে তাদের বয়স ১৪ বছরের নিচে। যে ২৪ জনের সংক্রমণ ধরা পড়েছে তাদের সকলেই ছাত্র- ছাত্রী। এত কম বয়সের ছেলেদের কি ভাবে সংক্রমণ ঘটে গেল তা ভাবিয়ে তুলেছে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের। এছাড়াও ৫৮ জন গৃহবধুর রক্তেও এইচআইভি পাওয়া গেছে। সব নিয়ে উদ্বেগ অনেকটাই বাড়িয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে, এবছর পুরুষ যৌন কর্মীদের মধ্যেও এইচআইভি সংক্রমণের সংখ্যা গত বছরের তুলনায় বেড়েছে। একই সঙ্গে সমকামী পুরুষদেরও রোগ বেড়েছে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জয়রাম হেমব্রম বলেন, যেভাবে অল্প বয়সীদের মধ্যে এই রোগ বেড়েছে তাতে চিন্তার বিষয় হয়ে উঠছে। একটি সংস্থার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আগের তুলনায় সমপ্রেমীদের সংখ্যা খোদ শহর বর্ধমানেই বেড়েছে। সেই সব জায়গায় এই রোগ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছে।

একই সঙ্গে পুরুষ যৌন কর্মীদের সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের ডেপুটি সিএমওএইচ সুনেত্রা মজুমদার জানান, মোবাইল শিবিরের মাধ্যমে আগের তুলনায় সচেতন করার কাজ অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। বার বার সচেতন করে বলা হচ্ছে নিরাপদ যৌন সম্পর্কের কথা। তা সত্ত্বেও রোগের প্রকোপ ঠেকানো যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে আরও সচেতনতা এবং পরীক্ষা বাড়ানো হচ্ছে। এ বিষয়ে যৌন কর্মীদের নিয়ে সচেতনতা মূলক কাজ করা একটি সংগঠন স্প্রিড এর কর্ণধার তাপস মাকড় বলেন, উচ্চ শিক্ষিত পুরুষদের মধ্যে অসুরক্ষিত যৌন সম্পর্ক বাড়ছে। যা নিয়ে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে স্বাস্থ্য আধিকারিকদের।

ডাস্টবিনে স্তূপীকৃত ভোটার কার্ড! তদন্তে পুলিশ

নয়া জামানা, পশ্চিম বর্ধমান ঃ বুধবার গভীর রাতে শহর যখন নিস্তব্ধ ঠিক সেই সময় কিছু ব্যক্তির নজরে আসে রাস্তার পাশে ডাস্টবিনে একাধিক সাদাকালো এবং ডিজিটাল ভোটার কার্ড।জানা যায় এ ভোটার কার্ড গুলি উদ্ধার হয় পশ্চিম বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জ বিধানসভার রানীগঞ্জের চিন কোটি ও চুড়ি পট্টি এলাকার মাঝামাঝি রাস্তার পাশের এক ডাস্টবিন থেকে।সূত্রের খবর এর উদ্ধার হওয়া ভোটার কার্ডের সংখ্যা আনুমানিক ৪০ থেকে ৪২ এর কাছাকাছি। যার মধ্যে কিছু সাম্প্রতিককালের ডিজিটাল ভোটার কার্ড এবং কিছু সাদাকালো ভোটার কার্ডও লক্ষ্য করা যায়। আর এই ঘটনা শহরবাসীর প্রকাশ্যে আশারপর ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় খনি শহর রানীগঞ্জসহ পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে। একদিকে যখন নির্বাচনের দিনক্ষণের ঘোষণার অপেক্ষা অন্যদিকে ২৮ শে ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের অপেক্ষা, তারই মাঝামাঝিতে রানীগঞ্জে এমন ঘটনায় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মহলের মধ্যেও গুঞ্জন সৃষ্টি হয়েছে।ঘটনা প্রসঙ্গে রানীগঞ্জ বোরো টু এর চেয়ারপার্সন মোজাম্মেল সাহাজাদা আনসারী

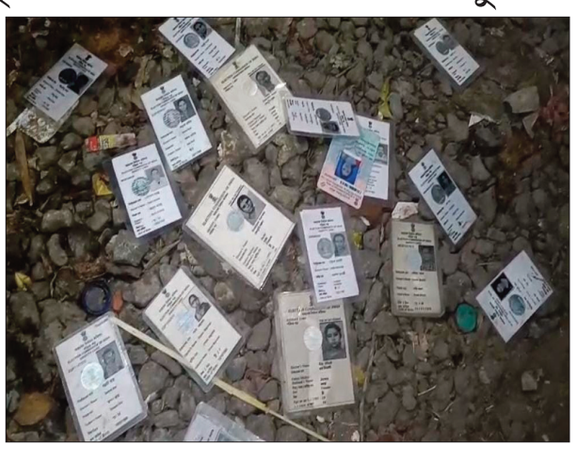

জানান, এই ঘটনা খুবই চঞ্চল্যের এবং উদ্বেগের। স্থানীয় মানুষজন বিষয়টি প্রথমে প্রত্যক্ষ করেন এবং রানীগঞ্জ থানা পুলিশকে জানাই পড়ে রানীগঞ্জ থানা ঘটনাস্থলে এসে কার্ড গুলোকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কিন্তু বর্তমানে এসআইআর এর সময় মানুষের গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসেবে ভোটার কার্ডটাই প্রয়োজন, যেটুকু আমিও সূত্রের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে কিছু পুরনো ভোটার কার্ডের পাশাপাশি নতুন ডিজিটাল কার্ডও উদ্ধার হয়েছে ঘটনাস্থলে । এখন আমারও প্রশ্ন যদি কার্ড গুলি ডিসপোজাল হয়ে থাকে তাহলে কেন এভাবে ফাঁকা রাস্তার পাশে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনা পুরোটাই এখন প্রশাসনের তদন্তের বিষয় , পুরো তদন্তের পর ঘটনার আসল সত্যতার উঠে আসবে। অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দারাও এদিন দাবি করেন যে প্রতিটি ভোটার কার্ড অরিজিনাল, যেখানে ইলেকশন কমিশনের স্টিকারও লাগানো। আমরা চাই প্রশাসন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখুক।এমন ঘটনায় চাঞ্চল্যের পাশাপাশি একাধিক প্রশ্ন হচ্ছে যেমন, কোথা থেকে এলো এত ভোটার কার্ড ?কে বা কারা নিয়ে এলো ডাস্টবিনের কাছে ? এর উদ্দেশ্যেই বা কি রয়েছে? বর্তমানে পুরো ঘটনা তদন্তে রাণীগঞ্জের পুলিশ প্রশাসন।

বর্ধমান ও আসানসোল ডাকঘরে বোমাতঙ্ক, ই-মেল হুমকিতে দিনভর রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি

নয়া জামানা, বর্ধমান ও আসানসোল ঃ রাজ্যের শিল্পাঞ্চল ও কৃষি বলয়ের দুই প্রধান শহর বর্ধমান ও আসানসোল বৃহস্পতিবার এক অভাবনীয় বোমাতঙ্কের সাক্ষী হল। দুই শহরের প্রধান ডাকঘর ও পাসপোর্ট অফিসে ই-মেল মারফৎ বোমা বিস্ফোরণের হুমকি ঘিরে দিনভর চলল পুলিশি তল্লাশি ও জনমনে চরম উৎকণ্ঠা। বর্ধমান ও আসানসোলের ডাকঘর চত্বর থেকে সাধারণ মানুষকে দ্রুত সরিয়ে দিয়ে ডগ স্কোয়াড ও বোম স্কোয়াড দিয়ে চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়। যদিও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কোনো সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধার হয়নি, তবে এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও সাইবার নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।বর্ধমানের কার্জন গেট সংলগ্ন জাতীয় সড়কের ধারের মুখ্য ডাকঘরে ই-মেল মারফৎ এই হুমকি আসে। ডাকঘরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চিন্ময় ব্যানার্জি জানান, দুপুরে ডিভিশন অফিসে একটি রহস্যজনক ই-মেল আসে। সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছিল যে, দুপুর ১২টা ৪৯ মিনিট থেকে ২টোর মধ্যে পোস্ট অফিসে ভয়াবহ বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। খবর পাওয়ামাত্রই প্রশাসনিক তৎপরতা তুঙ্গে ওঠে।ডিআইবি আধিকারিক ও স্থানীয় পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো চত্বর খালি করে দেয়।অফিসের সমস্ত কাজকর্ম সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে কর্মচারী ও গ্রাহকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে

নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ডগ স্কোয়াড আনিয়ে প্রতিটি সন্দেহজনক কোণ তল্লাশি করা হয়েছে। বর্তমানে গোটা এলাকাটি পুলিশি ঘেরাটোপে রাখা হয়েছে।

এটি নিছকই কোনো ভুয়ো হুমকি নাকি এর পেছনে বড় কোনো নাশকতার ছক রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সাইবার ক্রাইম বিভাগকেও এই ই-মেলের উৎস সন্ধানে কাজে লাগানো হয়েছে।অন্যদিকে, আসানসোলেও একই কায়দায় আতঙ্ক ছড়ানো হয়। মঙ্গলবার ও বুধবার আসানসোল আদালতে বোমাতঙ্কের রেশ কাটতে না কাটতেই বৃহস্পতিবার সকালে জিটি রোড বাজার এলাকার প্রধান ডাকঘর কমপ্লেক্সে অবস্থিত পাসপোর্ট অফিসে ই-মেল মারফৎ হুমকি আসে। ডাকঘরের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট কোমল সিং জানান, এদিন সকালে কলকাতা অফিস থেকে খবর আসে যে আসানসোল প্রধান ডাকঘরে বোমা রাখা হয়েছে এবং দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে তার বিস্ফোরণ ঘটবে।পাসপোর্ট অফিস ও সংলগ্ন ডাকঘর দ্রুত খালি করে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ, ডগ স্কোয়াড ও বোম স্কোয়াড তল্লাশি শুরু করে। এই ঘটনায় দূর-দূরান্ত থেকে পাসপোর্ট ও ডাকঘরের কাজে আসা সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির শিকার হন। অনেককেই জরুরি কাজ না করিয়ে ফিরে যেতে হয়। পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, তল্লাশি শেষে 'ক্লিনচিট' পাওয়ার পরেই পুনরায় কাজ শুরু হবে।

বনদপ্তরের খাঁচায় বন্দি হায়না, এলাকায় আরও হায়নার দাবি, আতঙ্ক

নয়া জামানা , জামুড়িয়া ঃ বৃহস্পতিবার সকালে জামুড়িয়া থানার আওতাধীন চুরুলিয়ার ফাঁড়ির মদনতোর পঞ্চায়েতের মদনতোর ও মধুডাঙ্গা গ্রামের মধ্যবর্তী এলাকার ফাঁকা মাঠ থেকে উদ্ধার হয় একটি হায়না । আর এই হায়না উদ্ধারকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই শিল্পাঞ্চল জামুড়িয়া জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যে বিরাজ করলেও,ওই অংশের মানুষের দাবি আমাদের কাছে এটি নতুন কোন বিষয় নয় নিত্যদিনই এই ছবি আমাদের চোখে পড়ে। স্থানীয় সূত্রের খবর দীর্ঘদিন ধরেই জামুড়িয়ার মদনতোর গ্রামের আশপাশের ফাঁকা মাঠগুলি থেকে হায়না, শিয়াল ছাড়াও আরো নানান জীবজন্তুর দেখা মেলে। অনেক সময় খাবারের সন্ধানে তারা গ্রামের ভেতরেও চলে আসে। দীর্ঘদিন ধরে গ্রামবাসী এই নিয়ে আতঙ্কের মধ্যে আছে, পাশাপাশি এসব স্থান দিয়ে বহু কারখানা শ্রমিক থেকে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রী যাতায়াত করে নিত্যদিন যার কারণে আতঙ্ক আরো প্রবল আকার ধারণ করেছিল স্থানীয় মহলে। বিষয়টি জামুড়িয়া থানার পুলিশ ও বনদপ্তরকে জানানোর পর বনকর্মীরা ঐ এলাকার বিভিন্ন স্থানে

হায়না ধরার ফাঁদ পাতে । স্থানীয় বাসিন্দা মুকুন্দ ব্যানার্জি জানান বনদপ্তরের পাতা সেই ফাঁদে বৃহস্পতিবার সকালে একটি হায়না ধরা পড়ে। সকালে বেশ কিছু গ্রামবাসী শৌচ কর্মের জন্য মাঠে এলে তারা দেখতে পায় সেই । তারা সেই সময় ভয়ে ছুট লাগালেও পরে গ্রামবাসী ও পুলিশের খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং বনদপ্তরের টিম পৌঁছায়, ঘটনাস্থলে জড়ো হয় বহু গ্রামবাসী। বড় খাঁচার মধ্যে খাবারের টোপ দিয়ে বনদপ্তরের কর্মীরা কোনরকমে জব্দ করে হয়নাকে। পরে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বর্তমানে আপাতত এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ কিছুটা কমলেও স্থানীয়দের আরো দাবি যে মদনতোর পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় বহু হায়না রয়েছে, এর আগে দু তিনটি উদ্ধার হয়েছে।

সেল আইএসপির ঠিকা কর্মী ছাঁটাই, বিরোধিতায় সরব তৃণমূলের কাউন্সিলাররা

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ সেল কর্তৃপক্ষ বার্নপুর সেল আইএসপি বা ইস্কো কারখানায় (ইস্কো স্টিল প্ল্যান্ট) ২০ শতাংশ ঠিকাদার কর্মী ছাঁটাইয়ের নির্দেশ জারি করেছে। সেল কর্তৃপক্ষ চলতি বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে এই আদেশ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আসানসোল পুরনিগমের বার্নপুরের তৃণমূল কাউন্সিলর অশোক রুদ্রের নেতৃত্বে অন্য কাউন্সিলররা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তারা আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের বিরুদ্ধেও এই বিষয়ে নীরব থাকার এবং স্থানীয় বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য কোনও উদ্যোগ না নেওয়ার অভিযোগ করেছেন। বৃহস্পতিবার বার্নপুরের স্টেশন রোডে তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল কাউন্সিলর অশোক রুদ্র বলেন , ২০২৪ সালের শেষের দিকে সেল আইএসপি কর্তৃপক্ষ কাউন্সিলরদের সাথে দেখা করে তাদের জানিয়েছিল যে আধুনিকীকরণ প্রকল্পে ১২,০০০ থেকে ১৪,০০০ যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হবে। এদিকে সেল কতৃপক্ষ বার্নপুর সেল আইএসপির ডিআইসি বা ডিরেক্টর ইনচার্জ সুরজিৎ মিশ্রকে একটি নির্দেশ জারি করেছে। যাতে তিনি চলতি বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে কমপক্ষে ২০ শতাংশ অর্থাৎ ৬১১ জন ঠিকাদার কর্মীকে ছাঁটাই করতে ব্যবস্থা নেন। একই সাথে, কুলটি সেল গ্রোথ ওয়ার্কস থেকে ১০৩ জন ঠিকাদার কর্মী ছাঁটাই করা হবে। ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে সেল আইএসপিতে ঠিকাদার কর্মীর সংখ্যা ৪,৭৬৮-এ নামিয়ে আনতে হবে। অশোক রুদ্র আক্রমণ করে বলেন, কেন্দ্রের মোদী সরকার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে না। অন্যদিকে, এক মাসের মধ্যে ২,২০০ থেকে ২,৪০০ ঠিকাদার কর্মী তাদের চাকরি হারাবেন। বার্নপুর সেল আইএসপি সংলগ্ন এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলররা স্থানীয় বেকার যুবকদের জন্য চাকরি এবং ডিএসপি-র বেতনের সমান বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ করছেন। তার প্রশ্ন, স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল স্থানীয় বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়টি নিয়ে কতবার কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের এই ধরে সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন? তিনি স্থানীয় সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে, বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বালি ও কয়লা নিয়ে কথা বলেন। এই প্রসঙ্গে, তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলার সেল আইএসপিতে সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়নগুলিকেও টার্গেট করেন।

শাসক দলে ধস, দুই শতাধিক পরিবার হুমায়ুনের জেউপিতে যোগদান

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে ফের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস-এ ভাঙনের অভিযোগ উঠল। বৃহস্পতিবার নিমদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ধরমপুরে প্রায় ২৫০টি পরিবার তৃণমূল ছেড়ে জনতা উন্নয়ন পার্টি-তে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করে।

এদিন এক দলীয় কর্মীসভায় জনতা উন্নয়ন পার্টির রাজ্য কমিটির সম্পাদক তথা পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রের প্রার্থী বাবান ঘোষ নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সভাপতি পঙ্কজ গাঙ্গুলী, সহ-সভাপতি ফজলুল হক-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে দাবি, প্রবীণ তৃণমূল কর্মী সরকত শেখের নেতৃত্বে প্রায় আড়াইশো পরিবার জনতা উন্নয়ন পার্টিতে যোগ দেন।

বাবান ঘোষের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে প্রত্যাশিত পদক্ষেপ নেয়নি, ফলে ক্ষোভের জেরেই এই দলবদল। তাঁর কথায়, আগামী দিনে আরও বহু কর্মী-সমর্থক তাদের দলে যোগ দেবেন। অন্যদিকে, দলত্যাগী রাজিব মণ্ডল অভিযোগ করেন, স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণেই তাঁরা দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই কালেকাতলা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁঠালবেড়িয়ায় প্রায় ২০০ সংখ্যালঘু পরিবার তৃণমূল ছেড়ে জনতা উন্নয়ন পার্টিতে যোগ দেওয়ার দাবি উঠেছিল। সাম্প্রতিক এই যোগদানের ঘটনাকে ঘিরে পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বেড়েছে।

নয়া জামানা

ঈদ সংখ্যা ২০২৬

প্রকাশিত হবে দৈনিক নয়া জামানার ঈদ সংখ্যা। আপনার টাটকা নির্বাচিত প্রবন্ধ গল্প, অণুগল্প, কবিতা, ছড়া, ফিচার, রম্যরচনা, লোকসাহিত্য, মুক্তগদ্য যে কোন লেখা ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পাঠিয়ে দিন। কবিতা, ছড়া -১৬ লাইন যে কোন গদ্য,গল্প,প্রবন্ধ-১০০০ , অনুগল্প-২৫০ শব্দ লেখা পাঠান ৯০০২৯৮৯১৩২ মেল-nayaja-manaofficial@gmail.com

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/27/2026 2:14 AM Page 13

ইমেলে বোমা আতঙ্ক! বাঁকুড়া পাসপোর্ট সেন্টারে তৎপর পুলিশ

রাখি গরাই, নয়া জামানা,বিষ্ণুপুর ঃ বাঁকুড়ার মুখ্য ডাকঘরের পাসপোর্ট সেন্টারে ইমেলের মাধ্যমে বোমা রাখার হুমকিকে ঘিরে বৃহস্পতিবার তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সকালেই একটি হুমকিমূলক ইমেল পৌঁছয় রিজিওনাল পাসপোর্ট অফিস -এ। সেখানে দাবি করা হয়, বাঁকুড়া পাসপোর্ট সেন্টারের ভিতরে বিস্ফোরক রাখা হয়েছে। খবরটি দ্রুত জানানো হয় ইন্ডিয়া পোস্ট -এর অধীন বাঁকুড়া জেলা ডাকঘর কর্তৃপক্ষকে। ঘটনা জানাজানি হতেই ডাকঘর চত্বরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কর্মী ও পরিষেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষ দ্রুত ভবন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। নিরাপত্তার স্বার্থে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে এবং তল্লাশি অভিযান শুরু করে। ভবনের প্রতিটি অংশ খুঁটিয়ে দেখা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ইমেলের উৎস চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। হুমকিটি কতটা সত্য, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে গুরুত্ব দিয়ে। আপাতত কোনও সন্দেহজনক বস্তু মেলেনি বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেলেও তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতা বজায় রাখা হচ্ছে। ডাকঘর সূত্রে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে দুপুর ২টো পর্যন্ত পরিষেবা সাময়িক বন্ধ রাখা হয়। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়। গোটা ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ ছড়ালেও পুলিশ জানিয়েছে, আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই, সব দিক নজরে রাখা হচ্ছে।

অজ্ঞাত ফোনে বোমা হুমকি, খালি করা হল তমলুক হেড পোস্ট অফিস

ভরত বেরা ।। নয়া জামানা ।। পূর্ব মেদিনীপুর

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহরে মঙ্গলবার সকালে বোমা আতঙ্ক ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শহরের প্রধান ডাকঘর, ইন্ডিয়া পোস্টের তমলুক হেড পোস্ট অফিসে একটি অজ্ঞাত ফোন কল আসে। ফোনে জানানো হয়, পোস্ট অফিস চত্বরে বোমা রাখা হয়েছে। এই খ বর ছড়িয়ে পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অফিসের কর্মী, ডাক বিভাগের এজেন্ট এবং পরিষেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষ।

পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে দ্রুত পদক্ষেপ নেয় কর্তৃপক্ষ। সঙ্গে সঙ্গে পোস্ট অফিস ভবন সম্পূর্ণ খালি করে দেওয়া হয়। ভিতরে থাকা সমস্ত স্টাফ, এজেন্ট ও গ্রাহকদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়। আশপাশের এলাকাতেও সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তমলুক শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং বহু কৌতূহলী মানুষ পোস্ট অফিসের সামনে জড়ো হন। খবর পেয়ে তমলুক থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। গোটা পোস্ট অফিস চত্বর ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে বোম্ব স্কোয়াডকেও খবর দেওয়া হয়। বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে ভবনের ভেতর ও বাইরে

খুঁটিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। প্রতিটি কক্ষ, কাউন্টার ও স্টোররুম পরীক্ষা করা হয় যাতে কোনও সন্দেহজনক বস্তু চোখ এড়িয়ে না যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রাথমিক তল্লাশিতে এখনও পর্যন্ত কোনও বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক বস্তু

উদ্ধার হয়নি। তবে ফোন কলটি কোথা থেকে করা হয়েছে এবং এর পেছনে কারা জড়িত, তা খ তিয়ে দেখা হচ্ছে। পুরো ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ধীরে ধীরে পোস্ট অফিসের কাজকর্ম পুনরায় চালু করা হয়।

পড়াশোনার সঙ্গে খেলাধুলাও, ৬ কোটির সাজে ঝলমল করবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র

নয়া জামানা,তমলুক ঃ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র মানেই শুধু মিড-ডে মিল বা পড়াশোনা;এই ধারণা বদলাতে বড় পদক্ষেপ নিল জেলা প্রশাসন। শিশুদের যেন আনন্দের পরিবেশে বেড়ে ওঠা হয়, সেই লক্ষ্যেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির জন্য বরাদ্দ হয়েছে মোট ৬ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। এই বিপুল অর্থে জেলার প্রতিটি অঙ্গনওয়াদি সেন্টার -এর পরিকাঠামো ও পরিষেবায় আনা হবে আমূল পরিবর্তন।

প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এর মধ্যে ৫ কোটি টাকা খরচ হবে রান্নার সরঞ্জাম, টেবিল-চেয়ার, শিশুদের বসার ম্যাট, ফোল্ডিং ব্ল্যাকবোর্ডসহ প্রয়োজনীয় আসবাব কেনার জন্য। বাকি ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক খেলনা কেনায়। জেলার মোট ৬৩৪৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেই এই প্রকল্পের কাজ চলছে বলে দাবি করা হয়েছে। ইসিডিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ৬৩৪৫টি কেন্দ্রের মধ্যে ৩০৭৯টির নিজস্ব ভবন রয়েছে। ৬৪৮টি চলছে ভাড়া বাড়িতে, আর বাকিগুলি বিভিন্ন স্কুল বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভবনে পরিচালিত হয়। বর্তমানে এই কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে প্রায় ৩ লক্ষ ৭৭ হাজার শিশু, ৩৫ হাজার ৮৮২ জন গর্ভবতী এবং ২৮ হাজার ২১৮ জন প্রসূতি নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছেন। তবে যেসব কেন্দ্রে নিজস্ব ভবন নেই, সেখানে নতুন সামগ্রী সংরক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। জেলা প্রকল্প আধিকারিক বিপ্লবকুমার বিশ্বাস জানান, ইতিমধ্যেই একাধিক কেন্দ্রে সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের আশা, এই উদ্যোগে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি পরিষেবার মানও আরও উন্নত হবে।

ঝাড়গ্রামে বেহাল রাজ্য সড়ক, পথ অবরোধে গ্রামবাসীদের তীব্র বিক্ষোভ

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা রাস্তার দ্রুত সংস্কারের দাবিতে ঝাড়গ্রামে পাঁচ নম্বর রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার সকালে ঝাড়গ্রাম-শিলদা রুটের বেতকুন্দরী ও দহিজুড়ি এলাকার মাঝামাঝি অংশে এই পথ অবরোধ কর্মসূচি নেওয়া হয়। আন্দোলনে সামিল হন এলাকার পুরুষ ও মহিলারা। স্থানীয়দের অভিযোগ, ঝাড়গ্রাম ব্লকের রাধানগর অঞ্চলের খ ারাংডাঙা থেকে কন্যাডোবা গ্রাম পর্যন্ত কয়েক কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। রাস্তাজুড়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে, বহু জায়গায় পিচ উঠে গিয়ে কাঁকর বেরিয়ে পড়েছে। বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে যায়, ফলে রাস্তা প্রায় অচল হয়ে পড়ে। এতে প্রতিদিন দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে রোগী, কর্মজীবী

মানুষ;সকলেই এই রাস্তা ব্যবহার করেন। তাঁদের নিত্যদিন চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। গ্রামবাসীদের দাবি, বহুবার প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। তাই বাধ্য হয়েই এদিন রাস্তায় নেমে অবরোধে সামিল হন তাঁরা। অবরোধের জেরে কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়। খ বর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রশাসনের তরফে দ্রুত সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শুরু না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

মধ্যরাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, সবংয়ে পুড়ে ছাই কাঠের মিল

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবংয়ের নীলা এলাকায় গভীর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্য ছড়াল। বুধবার রাত প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ গৌর দাসের একটি কাঠের মিলে আচমকাই আগুন লাগে। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে মিলের ভেতর থেকে ঘন ধোঁয়া বেরোতে দেখেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে গোটা মিল চত্বরে ছড়িয়ে পড়ে। দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, মিলের ভেতরে বিপুল পরিমাণ শুকনো কাঠ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ভয়াবহ আকার ধারণ করে। লেলিহান শিখা দূর থেকে দেখ া যাচ্ছিল। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে। ঘুম ভেঙে বাসিন্দারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দমকল বিভাগে খবর দেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের দুটি ইঞ্জিন। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, তা নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় চার ঘণ্টা ধরে টানা লড়াই চালাতে হয় দমকলকর্মীদের। অবশেষে ভোরের দিকে আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। পাশাপাশি সবং থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে ফেলে। সৌভাগ্যক্রমে আগুন লাগার সময় মিলের ভেতরে কোনও কর্মী না থাকায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। তবে মিলের একটি বড় অংশ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে। আগুনের কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। শর্ট সার্কিটের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইনডোরে ভিড় কমাতে নতুন পথ-কোতুলপুর গোগড়া হাসপাতালে বুধবার বিশেষ আউটডোর

সুচিন্ত্য গোস্বামী, নয়া জামানা, বাঁকুড়া ঃ গ্রামীণ এলাকার রোগীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে অভিনব উদ্যোগ নিল কোতুলপুর গোগড়া গ্রামীণ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের ইনডোর বিভাগে অতিরিক্ত ভিড় কমাতে এবং সাধারণ রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা দিতে চালু করা হলো বিশেষ সন্ধ্যার আউটডোর পরিষেবা। হাসপাতালের ব্লক মেডিক্যাল অফিসার অফ হেলথ ডাঃ দেবাঞ্জন ঘোষ জানান, প্রতিদিন বহু রোগী চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভিড় করেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সাধারণ জ্বর, সর্দি, পেটব্যথা বা প্রাথমিক শারীরিক সমস্যার জন্য আসেন। ফলে ইনডোর বিভাগে অযথা চাপ তৈরি হয় এবং গুরুতর অসুস্থ রোগীদের পরিষেবা দিতে সমস্যার মুখে পড়তে হয়। এই পরিস্থিতি সামাল দিতেই নেওয়া হয়েছে নতুন সিদ্ধান্ত। এবার থেকে প্রতি বুধবার বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত বিশেষ

আউটডোর পরিষেবা মিলবে। এই সময়ে রোগীরা চিকিৎসকের পরামর্শ ও প্রাথমিক চিকিৎসা নিতে পারবেন। হাসপাতাল সূত্রে খবর, এর ফলে একদিকে যেমন ইনডোরের চাপ কমবে, তেমনই দিনমজুর ও কর্মজীবী মানুষদের বড় সুবিধা হবে। দিনের বেলায় কাজ ফেলে হাসপাতালে আসতে না পারলেও, এখন তাঁরা সন্ধ্যায় চিকিৎসা করাতে পারবেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ভবিষ্যতে রোগীর চাহিদা বাড়লে আউটডোর পরিষেবার দিন ও সময় বাড়ানোর কথাও ভাবা হচ্ছে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের আশা, এতে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও সহজলভ্য হবে।

শিবির শেষ, তবু চিকিৎসা চলছে-নন্দীগ্রামে প্রবীণদের পাশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়া জামানা,নন্দীগ্রাম ঃ আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাস্থ্য শিবির শেষ হলেও পরিষেবা থেমে থাকেনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে 'সেবাশ্রয়' উদ্যোগের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আবারও চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন প্রবীণদের জন্য। নন্দীগ্রাম, ১ ও নন্দীগ্রাম,২ নম্বর ব্লকে আয়োজিত দুটি মডেল ক্যাম্প থেকে চোখের সমস্যায় ভোগা বহু মানুষকে চিহ্নিত করে রেফার করা হয়েছিল। সেই তালিকা থেকে মোট ২৩ জন প্রবীণের সম্পূর্ণ নিখরচায় ছানি অপারেশন করা হয়েছে একটি বেসরকারি চক্ষু চিকিৎসাকেন্দ্রে। এর মধ্যে নন্দীগ্রাম,১ নম্বর ব্লক থেকে ১৭ জন এবং নন্দীগ্রাম,২ নম্বর ব্লক থেকে ৬ জন রেফার হয়েছিলেন। অপারেশনের পর তাঁরা সুস্থ আছেন বলে জানা গেছে।

এক প্রবীণ জানান, তাঁর ডান চোখে ছানি ছিল, এখন সফল অস্ত্রোপচারের পর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। অভিষেক তাঁর এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে লেখেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা শুধু ঘোষণা বা রোগ নির্ণয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। রোগ চিহ্নিতকরণ থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলাই আসল লক্ষ্য। তাঁর কথায়, সেবাশ্রয়ের মূল ভাবনা হলো নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা, যাতে কোনও মানুষ চিকিৎসার মাঝপথে থেমে না যান। এর আগেও নন্দীগ্রাম ও ডায়মন্ড হারবারে একইভাবে রেফার হওয়া প্রবীণদের ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শিবির শেষ হলেও চিকিৎসার দায়িত্বে কোনও ঢিলেমি নেই;এই বার্তাই স্পষ্ট করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯ গোলে ঝড়! শ্রীকান্তের 'গোল্ডেন বুট' স্বপ্ন দেখাচ্ছে পুরুলিয়াকে

নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ জঙ্গলমহলের প্রান্তিক জেলা পুরুলিয়া এখন গর্বিত এক কিশোর ফুটবলারের সাফল্যে। মাত্র ১৬ বছর বয়সেই শ্রীকান্ত সরেন দেখিয়ে দিচ্ছে, প্রতিভা আর পরিশ্রম থাকলে স্বপ্ন পূরণ সম্ভব। চলতি বছরে রিলায়েন্স ইয়ুথ এই - লীগ-এ বেঙ্গল অ্যাকাডেমির হয়ে ১২ ম্যাচে ১৯ গোল করে সবার নজর কেড়েছে সে।

দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য তার হাতে উঠেছে গোল্ডেন বুট ও গোল্ডেন বল। পুঞ্চার ন'পাড়া হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র শ্রীকান্তের বাড়ি এক সাধারণ চাষি পরিবারে। বাবা বিশ্বজিৎ সরেন-সহ পরিবারের সদস্যরা পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। সংসারের অভাব, সংগ্রাম; সবকিছুর মাঝেই ফুটবল ছিল শ্রীকান্তের একমাত্র ভরসা। কয়েক মাস আগে অসুস্থতায় মাকে হারালেও লক্ষ্য থেকে একচুলও সরেনি সে। প্রাক্তন কোচ প্রবীর ভট্টাচার্য পুরুলিয়ায় প্রতিভা খুঁজতে গিয়ে শ্রীকান্তকে নজরে আনেন। পরে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় উত্তর ২৪ পরগনার খড়দায় অবস্থিত বেঙ্গল ফুটবল একাডেমি -র আবাসিক শিবিরে। সেখানেই গড়ে উঠেছে তার ফুটবল জীবনের ভিত। শ্রীকান্ত জানায়, কোচদের পরামর্শ মেনেই সে এগোতে চায়। বাড়িতে দিদি ও ঠাকুমা রয়েছেন। পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোই এখন তার বড় লক্ষ্য। স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক ধনঞ্জয় মাইতির মতে, আরও কিছুদিন অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ নিলে শ্রীকান্ত আরও পরিণত ফুটবলার হয়ে উঠবে। পুরুলিয়ার এই 'সোনার পা' এখন বড় স্বপ্ন দেখছে;আর তার সাফল্যে গর্বিত গোটা গ্রাম।

কেশরা কাটজুড়িডাঙা হল্ট চালু! পাঁচ জোড়া মেমু ট্রেনের স্টপেজে খুশি বাঁকুড়া

নয়া জামানা,বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া জেলায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো কেশরা কাটজুড়িডাঙা হল্ট স্টেশন। সোমবার দক্ষিণ,পূর্ব রেলের আদ্রা রেলওয়ে ডিভিশন-এর উদ্যোগে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার প্রাক্তন সাংসদ ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকার , ওয়ান্ডারফুল বিধায়ক নীলাদ্রি শেখার ডানা -সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। অনুষ্ঠানে ছিলেন আদ্রা ডিভিশনের ডিআরএম মুকেশ গুপ্তা ও অন্যান্য রেল আধিকারিকরা। উদ্বোধনী মঞ্চ থেকেই অতিথিরা মেদিনীপুর,আদ্রা মেমু ট্রেনকে সবুজ পতাকা দেখিয়ে যাত্রার সূচনা করেন। ডিআরএম জানান, এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হয়েছে। এই হল্ট চালু হওয়ায় যাত্রীদের যাতায়াতে বড় সুবিধা হবে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট পাঁচ জোড়া মেমু ট্রেন এই নতুন হল্ট স্টেশনে থামবে। সেগুলি হল বিষ্ণুপুর,আদ্রা, বিষ্ণুপুর,ধানবাদ, মেদিনীপুর,আদ্রা, গড়বেতা,আদ্রা এবং খড়্গপুর,আদ্রা মেমু। এর ফলে আশপাশের গ্রামাঞ্চলের মানুষ সহজেই বড় শহরগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। প্রসঙ্গত, এই এলাকায় রেল স্টেশনের দাবিতে বহুদিন ধরে আন্দোলন চালিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কেশরা কাটজুড়িডাঙা রেল স্টেশন উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় পাল ও সদস্য কার্তিক মাল জানান, দলমত নির্বিশেষে সবাই একসঙ্গে আন্দোলন করেছিলেন।

বেলদায় বাস-স্কুটি সংঘর্ষ, তলায় ঢুকেও অলৌকিকভাবে রক্ষা পেলেন চালক

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদায় ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন এক স্কুটি আরোহী। বৃহস্পতিবার দুপুরে বেলদা-এগরা রাজ্য সড়কের অর্জুনী এলাকায়, বেলদা থানার অন্তর্গত এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আমলাশুলি-দীঘা রুটের একটি বেসরকারি যাত্রীবাহী বাস খাকুড়দার দিক থেকে বেলদার দিকে আসছিল। সেই সময় সামনে চলতে থাকা একটি স্কুটিকে আচমকা

সজোরে ধাক্কা মারে বাসটি। অভিযোগ, বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটায়। ধাক্কার জোর এতটাই ছিল যে স্কুটিটি বাসের তলায় ঢুকে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আশপাশের মানুষ ছুটে আসেন। স্কুটিচালক বাসের নিচে আটকে পড়লেও স্থানীয়দের তৎপরতায় দ্রুত উদ্ধার কাজ শুরু হয়। অনেক চেষ্টার পর তাঁকে নিরাপদে বের করে আনা হয়। বড়সড় দুর্ঘটনা হলেও তিনি প্রাণে বেঁচে যান, যা প্রত্যক্ষদর্শীরা 'অলৌকিক' বলেই মনে করছেন। সামান্য চোট পাওয়ায় তাঁকে দ্রুত বেলদা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে বেলদা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাস ও স্কুটিটিকে আটক করা হয়েছে। কী কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারাল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনায় কিছু সময়ের জন্য রাজ্য সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/27/2026 2:14 AM Page 14

আদালতের রেশ কাটতেই পোস্ট অফিসে বোমাতঙ্ক ! কাকদ্বীপে তল্লাশিতে বোম স্কোয়াড

শুভজিৎ দাস ।। নয়া জামানা ।। দক্ষিণ ২৪ পরগনা

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ-এ আবারও বোমাতঙ্ক। সম্প্রতি আদালত চত্বরে বোমা থাকার আশঙ্কা ঘিরে যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, তার রেশ কাটতে না কাটতেই বৃহস্পতিবার সকালে একটি পোস্ট অফিসে সন্দেহজনক বস্তু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বেড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে ডাকঘরের কর্মীরা ভেতরে একটি অচেনা ও সন্দেহজনক বস্তু দেখতে পান। বিষয়টি নজরে আসতেই তাঁরা দেরি না করে পুলিশকে খবর দেন। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় কাকদ্বীপ থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। নিরাপত্তার স্বার্থে সঙ্গে সঙ্গেই পোস্ট অফিস চত্বর ঘিরে ফেলা হয় এবং সাময়িকভাবে সমস্ত পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়।

সাধারণ মানুষকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে ঘটনাস্থলে ডাকা হয় বোম স্কোয়াডের বিশেষজ্ঞ দল। তারা আধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে পুরো ভবন, ডাকঘরের ভেতর এবং আশপাশের এলাকা খুঁটিয়ে তল্লাশি শুরু করে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দীর্ঘক্ষণ ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। প্রতিটি কোণ সতর্কতার সঙ্গে খতিয়ে দেখা হয় যাতে কোনও ঝুঁকি না থাকে।

প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, এটি মূলত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। সন্দেহজনক বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। বিস্ফোরক জাতীয় কিছু উদ্ধার হয়েছে কি না, সে বিষয়েও স্পষ্ট তথ্য মেলেনি। তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। আদালতের পর পোস্ট অফিসে এমন আতঙ্কের ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। তবে পুলিশ আশ্বাস দিয়েছে, পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকার আবেদন জানানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। তদন্তের পরই পরিষ্কার হবে এটি বাস্তব হুমকি ছিল, নাকি নিছক ভুল বোঝাবুঝি।

হিঙ্গলগঞ্জে একাদশ শ্রেণির ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু, প্রেমের সম্পর্ক ঘিরে বাড়ছে প্রশ্ন

নয়া জামানা, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ থানার আমবেড়িয়া এলাকায় এক নাবালিকা ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতার নাম সীমা মণ্ডল। তিনি দুলদুলি মটবাড়ি ডিএন স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী এবং স্থানীয় বাসিন্দা প্রশান্ত মণ্ডলের কন্যা। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবার ও এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, ঘটনার রাতে সীমার বাবা-মা বাড়ির বাইরে ছিলেন। সেই সময় বাড়িতে একাই ছিল সে। গভীর রাতে ঘরের ভেতরে তাকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। তড়িঘড়ি তাকে স্যান্ডেল বিল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের দাবি, পাশের ১৪ নম্বর স্যান্ডেল বিল এলাকার বাসিন্দা রাকেশ মণ্ডল নামে এক যুবকের সঙ্গে সীমার দীর্ঘদিনের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পরিবারের অভিযোগ, ওই যুবকের সঙ্গে নিয়মিত ফোনে কথা হত এবং সে একাধিকবার বাড়িতেও যাতায়াত করেছে। ঘটনার রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। জানা গেছে, দরজা ভেঙে সীমাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে ওই যুবকই। এই মৃত্যু নিছক আত্মহত্যা নাকি এর পেছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ। সংশ্লিষ্ট যুবকের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালেও পুলিশ সকলকে শান্ত থাকার আবেদন জানিয়েছে।

রহস্যমৃত্যুতে মোড় ঘোরাল ভুয়ো সুইসাইড নোট ! চাঞ্চল্য ফলতায়

নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা থানার দেবীপুর এলাকায় ২৫ বছরের গৃহবধূ সুপ্রিয়া মণ্ডলের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গত সোমবার একটি জলাশয়ের ধারে তাঁর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। প্রথমে আত্মহত্যা না খুন;তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও তদন্তে সামনে এসেছে একাধিক চমকপ্রদ তথ্য। পুলিশ জানায়, দেবীপুরের বাসিন্দা প্রসেনজিৎ মণ্ডল ওরফে চিরনের সঙ্গে সুপ্রিয়ার বিয়ে হয়েছিল। দাম্পত্য জীবনে অশান্তির কারণে তাঁদের সম্পর্কে ভাঙন ধরে। এরপর স্বরূপ ভাণ্ডারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে সুপ্রিয়ার।

কয়েক বছর আগে তিনি স্বরূপের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে বেহালা এলাকায় ভাড়াবাড়িতে থাকতে শুরু করেন। কিন্তু সেখানেও সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল বলে দাবি তদন্তকারীদের। তদন্তে জানা যায়, মানসিক অশান্তির জেরেই

ভাড়াবাড়িতে আত্মঘাতী হন সুপ্রিয়া। তবে মৃত্যুর পর ঘটনাকে অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা হয়। অভিযোগ, স্বরূপ ভাণ্ডারী মৃতার অন্তর্বাসে একটি ভুয়ো 'সুইসাইড নোট' লিখে রাখেন, যেখানে প্রসেনজিৎ ও তাঁর পরিবারকে দায়ী করা হয়। পরে দেহ মোটরবাইকে করে দেবীপুরে এনে ফেলে দেওয়া হয় বলে পুলিশের দাবি। ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠানো হয় ডায়মন্ড হারবার পুলিশ মর্গে। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই জানান, প্রমাণ লোপাট ও নির্দোষ ব্যক্তিকে ফাঁসানোর চেষ্টা হয়েছে। স্বরূপ ভাণ্ডারীকে গ্রেফতার করে আদালতে তোলা হলে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের খোঁজে তদন্ত চলছে।

সুন্দরবনের মৎস্যবীজ সংগ্রহকারীদের পাশে রাজ্য, রায়দিঘিতে মিলল বিকল্প জীবিকার সহায়তা

নুরউদ্দিন, নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকার বহু মানুষ নোনা জলের মৎস্যবীজ বা 'মিন' সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। নদী ও খাঁড়ি ঘেরা এই অঞ্চলে প্রতিদিন ভোর থেকে শুরু হয় তাঁদের সংগ্রামের লড়াই। তবে ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নদীর ভাঙন এবং অনিশ্চিত আয়ের কারণে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলি দীর্ঘদিন ধরেই আর্থিক সঙ্কটে ভুগছেন। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর উদ্যোগে এবং মৎস্য দপ্তরের তত্ত্বাবধানে বিকল্প জীবিকা গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি বিশেষ সহায়তা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য, মৎস্যবীজ সংগ্রহকারীদের কাজকে সহজ করা এবং তাঁদের আয় বাড়ানোর সুযোগ তৈরি করা। বৃহস্পতিবার রায়দিঘি-র মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকে মোট ২৬ জন নোনা

জলের মৎস্যবীজ সংগ্রহকারীর হাতে বাইসাইকেল ও বিশেষ হাঁড়ি তুলে দেওয়া হয়। জানানো হয়েছে, সংগ্রহ করা মৎস্যবীজ যাতে সহজে সংরক্ষণ করে বাজারে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই লক্ষ্যেই এই সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। সাইকেলের সাহায্যে দ্রুত যাতায়াত সম্ভব হবে, ফলে সময় ও শ্রম দুটোই বাঁচবে। এদিন উপভোক্তাদের হাতে সামগ্রী তুলে দেন রায়দিঘি বিধানসভার বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা, মথুরাপুর ২ ব্লক যুব সভাপতি উদয় হালদার, ব্লক আধিকারিক স্বরূপ ভট্টাচার্য এবং মৎস্য দপ্তরের পারমিতা মজুমদার। উপভোক্তারা এই উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

জুয়ার আসরে রক্তারক্তি ! ক্যানিংয়ের হেড়োভাঙ্গায় পেটে ছুরি, থানায় অভিযোগ

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ক্যানিং থানার অন্তর্গত হেড়োভাঙ্গা মোল্লাপাড়া গ্রামে জুয়ার আসরকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, গ্রামটির মাঠের মাঝখানে একটি বাগানবাড়িতে প্রায় প্রতিদিনই জুয়ার আসর ও মদের আসর বসে। বেলা দু'টো থেকেই সেখানে লোকজনের আনাগোনা শুরু হয় এবং গভীর রাত পর্যন্ত তাসের খেলা চলে। গতকাল রাতেও সেই আসরে টাকা লেনদেনকে ঘিরে তুমুল বচসা বাধে। অভিযোগ, কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে রবিন ওরফে অভিজিৎ রাউত নামে এক যুবককে মারধর করা হয় এবং তার পেটে ছুরি মারা হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাকে উদ্ধার করতে গেলে নুরুদ্দিন শেখ নামের আরেক ব্যক্তিকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আহতদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় রেজা মোল্লা ও ভোলা মোল্লার নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। এলাকাবাসীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশ্যে জুয়ার আসর চললেও কোনও কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তারা অবিলম্বে এই বেআইনি কর্মকাণ্ড বন্ধের দাবি জানিয়েছেন।

ভোটের আগে ভাঙড়ে বোমা-কাণ্ড ! তিন ড্রাম বিস্ফোরক উদ্ধার, ধৃত ২ আইএসএফ কর্মী

ইযামুদ্দিন সাহাজী, নয়া জামানা, ভাঙড় ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। নতুন থানার উদ্বোধনের ঠিক আগের রাতেই বানিয়ারা গ্রামে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বোমা ও একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় দুই আইএসএফ কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, যার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর কাশিপুর থানা ভেঙে বিজয়গঞ্জ বাজার থানার উদ্বোধন হওয়ার কথা রয়েছে। তার আগেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উত্তর কাশিপুর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী বানিয়ারা গ্রামে হানা দেয়। অভিযানে সামিম খাঁন নামে এক আইএসএফ কর্মীর বাড়ি থেকে তিনটি ড্রাম ভর্তি তাজা বোমা এবং একটি লং-ব্যারেল বন্দুক উদ্ধার হয়। সেখান থেকেই সামিম খাঁন ও শেখ হাকিমকে আটক করে পরে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার হওয়া বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয় করতে বোম্ব

স্কোয়াডকে ডাকা হয়েছে। পুরো এলাকা ঘিরে রেখে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা দাবি করেছেন, এত বিপুল বোমা তৈরির পেছনে বড় অঙ্কের টাকা লেগেছে। তাঁর অভিযোগ, ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী নাকি পঞ্চায়েত এলাকায় টাকা বিলি করেছেন। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে নওশাদ সিদ্দিকী দাবি করেছেন, তাঁদের কর্মীদের ফাঁসাতেই ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। নির্বাচনের আগে এমন বিস্ফোরক উদ্ধারের ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে প্রশাসন।

খড়গাছিতে কেমিক্যাল ড্রাম বিস্ফোরণ ! ৮ দিন লড়াইয়ের পর হার মানল ৯ বছরের সাদিকুল

নয়া জামানা,ভাঙড় ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় ব্লকের খড়গাছি এলাকায় কেমিক্যাল ভর্তি ড্রাম বিস্ফোরণের ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল ৯ বছরের সাদিকুল আহমেদের। আট দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর শেষ পর্যন্ত হার মানতে হল ছোট্ট শিশুটিকে। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গত ১৭ তারিখ, মঙ্গলবার খড়গাছিতে রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহৃত একটি কেমিক্যাল ভর্তি ড্রাম আচমকাই বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের জোরে গুরুতর জখম হয় সাদিকুল-সহ আরও তিন শিশু। শব্দে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে নালমুড়ি প্রাথমিক

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হওয়ায় সাদিকুল ও আরও দু'জনকে কলকাতার এম আর বাঙুর হাসপাতাল-এ স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে টানা চিকিৎসার পর বুধবার ভোর ৫টা ৫৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সাদিকুল। তার অকাল প্রয়াণে ভেঙে পড়েছে পরিবার। প্রতিবেশীদের কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে এলাকা। স্থানীয়দের অভিযোগ, জনবসতিপূর্ণ এলাকায় বিপজ্জনক কেমিক্যাল ড্রাম ফেলে রাখা হয়েছিল অবহেলায়। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা না থাকায় এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে তাঁদের দাবি। নিহতের বাবা রিয়াজুল মোল্লা জানান, এখনও পর্যন্ত ঠিকাদার সংস্থার কেউ যোগাযোগ করেনি। যদিও ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। ঘটনার পর দোষীদের শাস্তি ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে সরব হয়েছে এলাকাবাসী। ভাঙড় থানার পক্ষ থেকে তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ই-মেলে বোমা হুমকি, বসিরহাট হেড পোস্ট অফিসে তল্লাশি ঘিরে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সীমান্ত শহর বসিরহাটে বুধবার সকালে বোমা আতঙ্ক ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। বসিরহাট হেড পোস্ট অফিসে ই-মেল মারফত বোমা রাখা হয়েছে বলে হুমকি বার্তা আসে। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বসিরহাট থানার পুলিশ। পাশাপাশি ডাকা হয় বোম্ব স্কোয়াডের প্রতিনিধিদের। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রথমেই পোস্ট অফিসের ভেতর থেকে সমস্ত গ্রাহক ও কর্মীদের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে গোটা পোস্ট অফিস চত্বর ঘিরে ফেলে পুলিশ। আশপাশের এলাকাও কিছু সময়ের জন্য ফাঁকা করে দেওয়া হয়, যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়। এরপর প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি অভিযান। পোস্ট অফিসের প্রতিটি কক্ষ, কাউন্টার, স্টোররুম ও আশপাশের জায়গা খ তিয়ে দেখা হয়। বোম্ব স্কোয়াডের বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে সন্দেহজনক

বস্তু খোঁজা হয়। তবে দীর্ঘ তল্লাশির পর কোনও বিস্ফোরক বা সন্দেহজনক সামগ্রী উদ্ধার হয়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে এটি ভুয়ো হুমকি বলেই মনে করা হচ্ছে। ই-মেলটি কোথা থেকে পাঠানো হয়েছে, তা খ তিয়ে দেখা হচ্ছে। তল্লাশি শেষে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় পোস্ট অফিসের কাজকর্ম শুরু হয়। তবে এই ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে সাময়িক আতঙ্ক ছড়ায়।

ভোটের আবহে অভিনব উদ্যোগ, পাথরপ্রতিমায় শিশু সংসদ নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ছোঁয়া

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন সামনে রেখে রাজ্য জুড়ে যখন রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় গণতন্ত্রের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল পাথরপ্রতিমার উত্তরাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে আয়োজিত শিশু সংসদ নির্বাচন ঘিরে ছিল চমকপ্রদ আয়োজন। প্রতীকী কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ছোটবেলা থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ। নির্বাচনের আগে মনোনয়ন জমা, প্রতীক বরাদ্দ, প্রচারপর্ব;সব কিছুই বাস্তব নির্বাচনের আদলে সম্পন্ন হয়। এমনকি ভোটের আগের দিন নীরবতা পালনের নিয়মও মানা হয়। মোট ১২ জন প্রার্থী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ভোটের দিন স্কুল প্রাঙ্গণে কড়া শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়। ছাত্রছাত্রীরা সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে ব্যালট পদ্ধতিতে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। আদর্শ উচ্চ মাধ্যমিক হাই স্কুলের শিক্ষিকারা প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন। প্রতীকী নিরাপত্তারক্ষীদের উপস্থিতি শিশুদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ তৈরি করে। ভোটগণনা শেষে শিশু সংসদের প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, সচিবসহ অন্যান্য সদস্যদের নাম ঘোষণা করা হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষা, পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দেবে বলে জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক। অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, এভাবেই শৈশব থেকেই গণতন্ত্রের চর্চা শুরু হলে ভবিষ্যতে সচেতন ও দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরি হবে।

বাবা এইচআইভি আক্রান্ত, স্কুলছুট ৪ বছরের শিশু ! বসিরহাটে বিতর্কে ইসিডিস কেন্দ্র

হাসানুজ্জামান, নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমায় এক মানবিকতার প্রশ্ন তুলে দিল চার বছরের এক শিশুকে ঘিরে ঘটনা। অভিযোগ, বাবার এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার কারণ দেখিয়ে ওই শিশুকে আইসিডিএস কেন্দ্র থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে বসিরহাট ২ নম্বর ব্লকের মথুরাপুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শিশুটির বাবা দীর্ঘদিন ধরে এইচআইভি আক্রান্ত। বর্তমানে তিনি একটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সম্প্রতি তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায়

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এলাকায় বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পরই সমস্যার সূত্রপাত বলে দাবি পরিবারের। অভিযোগ, অন্য দিনের মতোই শিশু আইসিডিএস কেন্দ্রে পড়তে গেলে সেখানকার শিক্ষিকা তাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন। বাড়িতে ফিরে বিষয়টি জানায় সে। পরে শিশুটির মা তাকে নিয়ে আবার কেন্দ্রে যান কারণ জানতে। মায়ের দাবি, তাঁকে জানানো হয় যে বাবার রোগের কারণে শিশুকে আর রাখা সম্ভব নয়। এই ঘটনার পর পরিবার কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং বসিরহাট সাব - ডিভিশনাল অফিস -এ ই-মেল মারফত অভিযোগ জানায়। পাশাপাশি সিডিপিও অফিসেও লিখি ত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পরিবারের দাবি, অন্য বাচ্চাদের মতোই তাদের সন্তানকে পড়াশোনার সুযোগ দিতে হবে। তবে অভিযুক্ত আইসিডিএস কর্মীর বক্তব্য, তিনি কাউকে বের করে দেননি এবং তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/27/2026 2:14 AM Page 15

১৮ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

কেমন যাবে ?

রইল সাপ্তাহিক রাশিফল

মেষ রাশি
কোনও বন্ধুর সৌজন্যে ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ভ্রমণের পক্ষে সপ্তাহটি শুভ নয়। মা-বাবার সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। অংশীদারি ব্যবসায় সাফল্য আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদে মনঃকষ্ট। গুরুজনের শরীর নিয়ে চিন্তা ও খরচ বাড়তে পারে।

বৃষ রাশি
খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভাল কিছু খবর আসতে পারে। কর্মস্থানে বিশেষ পরিবর্তন হবে না।কোনও আত্মীয়ের জন্য ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় নতুন কারও সাহায্য পেতে পারেন। বাড়িতে কোনও দামি জিনিস চুরি হওয়ার যোগ। দূরে কোথাও ভ্রমণের আলোচনা বন্ধ রাখাই ভাল হবে।

মিথুন রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে বেহিসেবি খরচের জন্য সংসারে অশান্তি হতে পারে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা। কর্মক্ষেত্রে অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। ছোটখাটো চোট লাগতে পারে।

কর্কট রাশি
এই সপ্তাহে বাড়ির লোকের জন্য প্রেমে জটিলতা দেখা দিতে পারে। সন্তানদের নিয়ে নাজেহাল হতে হবে। পেটের সমস্যার জন্য ভ্রমণে বাধা। ব্যবসায় অশান্তি নিয়ে চিন্তা বাড়তে পারে। দাম্পত্য বিবাদ অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। পুলিশি ঝঞ্ঝাট থেকে সাবধান থাকুন।

সিংহ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে আপনার চঞ্চল মনোভাব কর্মক্ষেত্রে সমস্যা ডেকে আনবে। অন্যের বিষয় নিয়ে বিবাদ বাড়িতে আসতে পারে।খুব কাছের কারও বিষয়ে খুশির খবর পেতে পারেন। সেবামূলক কাজে শান্তিলাভ। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক চাপ বাড়তে পারে।

কন্যা রাশি
সকলকে কাছে পেয়েও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হবে। শারীরিক সমস্যা থাকবে না।প্রবাসীরা ঘরে ফিরে আসতে পারেন। বেকারদের জন্য কাজের ভাল খবর আসতে পারে। সপ্তাহের প্রথমে ব্যবসায় কোনও খারাপ খবর পেতে পারেন।

তুলা রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কর্মক্ষেত্রে অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। শত্রুদের ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিতে সক্ষম হবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সময়। রাস্তাঘাটে একটু সাবধান থাকুন। চাকরির স্থানে কাজের চাপ বাড়তে পারে। চিকিৎসার খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।

বৃশ্চিক রাশি
সপ্তাহের প্রথমে গুরুজনদের সুপরামর্শে বিপদ থেকে মুক্তি পেতে পারেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনও ব্যক্তির ফাঁদে পড়তে পারেন। গৃহে সুখশান্তি বজায় থাকবে। প্রেমে কোনও বাধা থাকবে না। যুক্তিপূর্ণ কথায় শত্রু পিছু হঠতে পারে। ব্যবসায় ভাল আয়ের যোগ রয়েছে।

ধনু রাশি
অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার ফলে শারীরিক অসুস্থতার যোগ। যেচে পরের উপকার করতে যাবেন না। বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে ভাল যোগাযোগ হবে। আত্মীয়দের নিয়ে চাপ বাড়তে পারে। পেটের সমস্যার জন্য কাজের ক্ষতি হওয়ার যোগ।

মকর রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে কারও সঙ্গে জমি ক্রয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে। দীর্ঘ দিন ধরে আটকে থাকা কাজ সম্পূর্ণ হতে পারে। কুটুমদের সঙ্গে অশান্তি বাধতে পারে। বাকপটুতার জন্য সুনাম অর্জন করতে পারেন। শেয়ারে অর্থ নষ্ট হতে পারে। কোনও কিছু চুরি যেতে বা হারাতে পারে।

কুম্ভ রাশি
সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন। সন্তানদের নিয়ে চিন্তা বৃদ্ধি পেতে পারে। বুদ্ধির দোষে কাজের ক্ষতি হতে পারে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কাছে অপমানিত হতে পারেন। পিতার শরীর নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে।

মীন রাশি
আয় ভালই থাকবে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে খুব সামান্য কারণে মতবিরোধ হতে পারে। সম্পত্তি ক্রয়ের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। মানসিক অস্থিরতা কাজের ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।

সুস্থ শরীর, প্রশান্ত মন ঃ একে অপরের পরিপূরক

নয়া জামানা ঃ শারীরিক কার্যকলাপ শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করে। দেহের প্রধান নিয়ন্ত্রক হল মস্তিষ্ক। তাই সেই নিয়ন্ত্রককে নিয়ন্ত্রনে রাখ ার দায়িত্ব আমাদের।শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের জীবনের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই দুটি দিক সুস্থ থাকলে আমরা আমাদের জীবনকে সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারি।

শারীরিক স্বাস্থ্য ঃ শারীরিক স্বাস্থ্য বলতে আমাদের শরীরের সুস্থতা বোঝায়। এটি আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঠিক কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে। শারীরিক স্বাস্থ্য ভালো থাকলে আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম সঠিকভাবে করতে পারি।শারীরিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার কিছু উপায় নিয়মিত ব্যায়াম করা, সুষম খাবার খাওয়া, পর্যাপ্ত ঘুমানো,ধূমপান ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকা,নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা

মানসিক স্বাস্থ্য
মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমাদের মনের সুস্থতা বোঝায়। এটি আমাদের আবেগ, চিন্তা, ও আচরণের উপর নির্ভর করে। মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকলে আমরা আমাদের জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে পারি।মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার কিছু উপায়নিয়মিত মেডিটেশন বা যোগব্যায়াম করা,বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সাথে সময় কাটানো-, নিজের পছন্দের কাজ করা,পর্যাপ্ত ঘুমানো,মানসিক চাপ কমানো

শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। শারীরিক স্বাস্থ্য ভালো থাকলে মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকে, এবং মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকলে শারীরিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকে।শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য আমাদের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই দুটি দিক সুস্থ রাখতে হলে আমাদের নিয়মিত ব্যায়াম করা, সুষম খাবার খাওয়া, পর্যাপ্ত ঘুমানো, ধূমপান ও মদ্যপান থেকে বিরত থাকা, এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা উচিত। এছাড়াও, আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখ তে নিয়মিত মেডিটেশন বা যোগব্যায়াম করা, বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সাথে সময় কাটানো, নিজের পছন্দের কাজ করা, এবং মানসিক চাপ কমানো উচিত। শারীরিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ উভয়ই সম গুরুত্ব পেলে আপনার শরীর সুস্থ থাকবে।

দিনের শুরুতে নিন এক কাপ কড়া করে চা

নয়া জামানা ঃ চা খেতে ভালবাসেন না এমন মানুষ আপনি খুব কমই পাবেন। চা তৈরি করা একদিক থেকে খুব সহজ হলেও চিনি, চা পাতার একটু হেরফের হলে চায়ের আসল স্বাদ পাওয়া যায় না। অনেকেই আদা চা খেতে ভালোবাসেন সেটা সারা বছরই হোক না কেন। এবার এই আদা কখন আপনার চায়ে দিলে চায়ের স্বাদ বেড়ে যাবে দ্বিগুণ তার জন্যই রইল বিশেষ কিছু টিপস। আপনি যখন তা করবেন তখন মাথায় রাখবেন চায়ের গুণমান। অর্থাৎ দুধ, চিনি,চা যোগ করার পর সব সময় আদা ব্যবহার করবেন। এছাড়াও চা ফুটে ওঠার পরে তাতে আদা যোগ করতে ভুলবেন না, এতে চায়ের মধ্যে কড়া ভাব আসে।কড়া চায়ের আসল রহস্য হলো সঠিক পদ্ধতিতে চা বানানো। প্রথমে, প্যানে জল গরম করে নিয়ে তাতে চা পাতা দিন। আদা দিয়ে চা খেতে চাইলে, জল গরম করার সময়েই আদা দিতে হবে। চা পাতা ফোটার সময়েই চিনি দিতে হবে। সবকিছু মিশে যাওয়ার পরে শেষে দুধ দিয়ে কম আঁচে ফোটান। চা পাতা খুব বেশি সময় ধরে ফোটাবেন না, এতে চায়ের স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে।কড়া চায়ের জন্য, চা পাতার পরিমাণ একটু বেশি দিন এবং কম আঁচে ফোটান। এছাড়াও, চা পাতার মানও গুরুত্বপূর্ণ। আসাম টি বেশি স্বাদযুক্ত কালো রং-এর হয়, যা কড়া চায়ের জন্য উপযুক্ত। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় আদা থেঁতো করে না কুচিয়ে- কোন ভাবে চায়ে যোগ করা উচিত সেটা অনেকেই বুঝে পায়না। তবে মনে রাখবেন চা করার সময় বরাবর আদা থেঁতো করে দিলে চায়ে আদার ঝাঁজ বেশি থাকে। জেনে নিন কিছু বিশেষ টিপস কড়া করে চা বানাতে গেলে জলের পরিমাণ কম রাখুন এবং চা পাতার পরিমাণ বেশি রাখুন। দুধ দেওয়ার পর বেশিক্ষণ ফোটালে চার ঘন ভাব বাড়ে। আদা ও এলাচ ছেচে দিলে স্বাদ ভালো আসে।

নজরে INSTA

কাজল

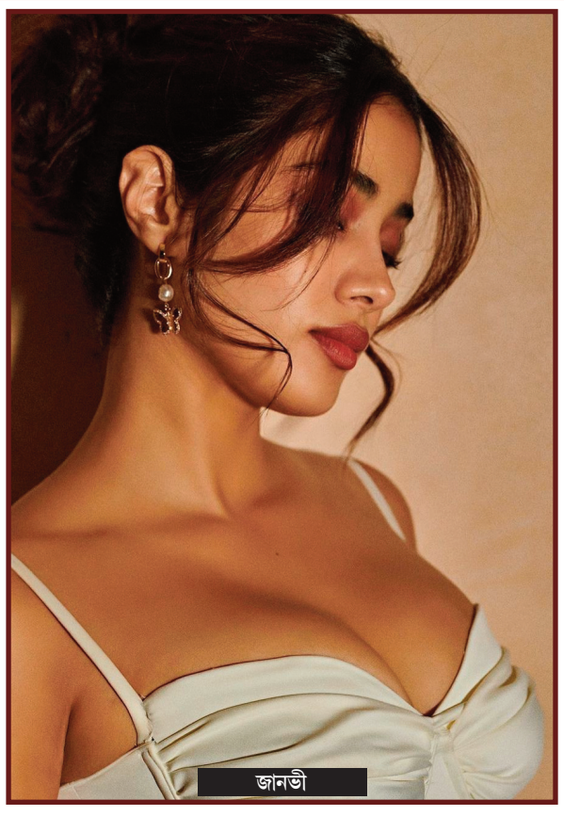
জানভী

নূরা

শ্রদ্ধা

যাকলিন

সিজারিয়ান বনাম নরমাল ডেলিভারি - কোনটা নিরাপদ?

নয়া জামানা ঃ সিজার বা খিঁচুনি হলো মস্তিষ্কের হঠাৎ অস্বাভাবিক বৈদ্যুতিক কার্যকলাপের ফল, যার কারণে শরীরের নড়াচড়া, অনুভূতি, আচরণ বা চেতনায় সাময়িক পরিবর্তন দেখা যায়। একবার খিঁচুনি হলেই তাকে সবসময় মৃগী বলা যায় না; বারবার অকারণে খিঁচুনি হলে তাকে মৃগী বলা হয়।সিজারের কারণ বিভিন্ন হতে পারে;মাথায় আঘাত, মস্তিষ্কে সংক্রমণ, জ্বর (বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে), স্ট্রোক, টিউমার, রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যাওয়া, ঘুমের অভাব, অতিরিক্ত মদ্যপান ইত্যাদি। কখনও স্পষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

সিজারের ধরন দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত;

১) ফোকাল সিজার মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট অংশে শুরু হয়। রোগী আংশিক সচেতন থাকতে পারেন।

২) জেনারালাইজড সিজার পুরো মস্তিষ্কে একসাথে শুরু হয়। এতে রোগী হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন, শরীর শক্ত হয়ে যাওয়া, হাত-পা কাঁপা, মুখে ফেনা আসা ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়।খিঁচুনি হলে আতঙ্কিত না হয়ে রোগীকে নিরাপদ স্থানে শুইয়ে দিতে হবে, মাথার নিচে নরম কিছু দিতে হবে এবং পাশ ফিরিয়ে রাখতে হবে যাতে শ্বাস নিতে সুবিধা হয়। মুখে কিছু ঢোকানো উচিত নয়। খিঁচুনি পাঁচ মিনিটের বেশি স্থায়ী হলে বা বারবার হলে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

সিজারের চিকিৎসায় অ্যান্টি-এপিলেপটিক ওষুধ ব্যবহার করা হয়। নিয়মিত ওষুধ খাওয়া এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা খুব জরুরি। অনেক ক্ষেত্রে সঠিক চিকিৎসায় রোগী স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন।সঠিক সচেতনতা ও সময়মতো চিকিৎসা সিজার নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে স্বাভাবিক প্রসব হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে গর্ভবতী মায়ের গর্ভ থেকে শিশুর জন্ম যোনিপথের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে ঘটে, কোনো বড় অপারেশন ছাড়াই। চিকিৎসা ভাষায় একে তভ্যাজাইনাল ডেলিভারিদ বলা হয়। এটি প্রসবের সবচেয়ে প্রাকৃতিক ও প্রচলিত পদ্ধতি।স্বাভাবিক প্রসব সাধারণত তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথম ধাপে জরায়ুর মুখ (সার্ভিক্স) ধীরে ধীরে প্রসারিত হয় এবং নিয়মিত প্রসব বেদনা শুরু হয়। এই সময়ে ব্যথা ক্রমশ বাড়তে থাকে। দ্বিতীয় ধাপে শিশুটি জন্মগ্রহণ করে। মায়ের চাপ দেওয়ার মাধ্যমে শিশুটি বাইরে আসে। তৃতীয় ধাপে প্লাসেন্টা বা গর্ভফুল বের হয়।স্বাভাবিক প্রসবের অনেক উপকারিতা রয়েছে। এতে মায়ের শরীরে অপারেশনের ঝুঁকি কম থাকে, রক্তক্ষরণ তুলনামূলক কম হয় এবং সুস্থ হতে সময়ও কম লাগে। এছাড়া নবজাতক শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মায়ের শরীরে হরমোনের স্বাভাবিক নিঃসরণ শিশুর সঙ্গে বন্ধন গড়ে তুলতে সহায়তা করে।তবে কিছু ক্ষেত্রে স্বাভাবিক প্রসব সম্ভব না-ও হতে পারে, যেমন;শিশুর অবস্থান ভুল হলে, অতিরিক্ত রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, বা অন্য কোনো জটিলতা থাকলে চিকিৎসক সিজারিয়ান অপারেশনের পরামর্শ দিতে পারেন।গর্ভাবস্থায় নিয়মিত চেক-আপ, সুষম খাবার, হালকা ব্যায়াম এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চললে স্বাভাবিক প্রসবের সম্ভাবনা বাড়ে। মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকা এবং পরিবারের সমর্থনও খুব গুরুত্বপূর্ণ।সঠিক পরিচর্যা ও সচেতনতার মাধ্যমে স্বাভাবিক প্রসব মা ও শিশুর জন্য নিরাপদ ও উপকারী হতে পারে। সবশেষে বলা যায় চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে গর্ভাবস্থার কথা মাথায় রেখে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। জটিলতা না থাকলে নরমাল ডেলিভারিই সেরা।

চতুরঙ্গের চার রঙে কনে

নয়া জামানা ঃ তনিশা কবিরের আয়োজনে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো এক অনন্য ফ্যাশন ইভেন্ট ফ্রেম ইন ফ্লেম, যেখানে রিসেপশন উপলক্ষে বাঙালি ও মারাঠি কনের সাজকে উপস্থাপন করা হয় এক ভিন্নমাত্রিক ও সৃজনশীল ধারায়। নির্বাচিত কয়েকজন মডেল ঐতিহ্যবাহী রূপকে আধুনিক শৈলীর সঙ্গে মিশিয়ে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন অভিনব ব্রাইডাল লুক। পোশাক, গয়না, মেকআপ ও স্টাইলিংয়ে ছিল সূক্ষ্ম নান্দনিকতা এবং সংস্কৃতির গভীর ছাপ। বাঙালি কনের ঐতিহ্যবাহী লাল-সোনালি আভা ও মারাঠি কনের রাজকীয় নউয়ারি শাড়ির সৌন্দর্য নতুন ব্যাখ্যায় ফুটে ওঠে এই আয়োজনে। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি ছিল সৃজনশীলতা, রুচিশীলতা ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের এক অসাধারণ মেলবন্ধন, যা উপস্থিত দর্শকদের মনে বিশেষ ছাপ রেখে গেছে। মডেলদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রিপ্তা দে, সঞ্জনা অধিকারী, সুপ্রিয়া ব্যানার্জি,নয়না ব্যানার্জী,বিদিশা দাস ও প্রীতি সিং। প্রসাধনি শিল্পীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রিয়াঙ্কা সও, সুপর্বা দে বসাক,সুস্মিতা ঘোষ ও প্রীতিসা সাধুখাঁ।

সব মিলিয়ে তফ্রেম ইন ফ্লেমদ শুধু একটি ফ্যাশন শো নয়, বরং সংস্কৃতি ও নান্দনিকতার এক সার্থক উদযাপন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তনিশা কবিরের এই উদ্যোগ ভবিষ্যতে ব্রাইডাল ফ্যাশনে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও সৃজনশীলতার পথ আরও সুদৃঢ় করবে বলেই আশা।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/27/2026 2:14 AM Page 16

ছাব্বিশের ভোটে টিকিট পাচ্ছেন কোন তারকারা

প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগে তুঙ্গে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ রাজ্যে আরও এক ভোটের লড়াইয়ের দামামা বেজে গিয়েছে। প্রস্তুতিও তুঙ্গে। ভোটযুদ্ধের আগে শাসক-বিরোধী উভয়েই নীল নকশা প্রায় ছকে ফেলেছে। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, ২৯৪টি আসনে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা মোটের উপর প্রায় নিশ্চিত।

চমকও রয়েছে কিছু আসনে। তবে বিরোধীদের প্রস্তুতি তুলনামূলক অনেকটাই কম। প্রার্থী তালিকা নিয়ে জনমানসে কৌতূহলের শেষ নেই। এবারও কি প্রার্থী তালিকায় তারকার ভিড় নাকি অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের উপর ভরসা রেখেই ভোট বৈতরণী পার করতে চাইছে তৃণমূল ও বিজেপি, তা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা।প্রথমেই নজর রাখা যাক তৃণমূলের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকার দিকে। শোনা যাচ্ছে, এবারও বারাকপুর কেন্দ্র থেকেই টিকিট পেতে পারেন রাজ চক্রবর্তী। ছবি নিয়ে ব্যস্ততা থাকলেও, বিধায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালনে কোনও অবহেলা করেননি তিনি। এলাকায় জনসংযোগ রক্ষা থেকে উন্নয়ন , কিছুতেই খামতি রাখেন না। আবার সম্প্রতি রাজ্যের একাধিক প্রকল্পের কথা তুলে ধরা 'লক্ষ্মী এল ঘরে'র বিপুল সাফল্য যে তাঁর বিধায়কের টিকিট লাভের লড়াই খানিকটা মসৃণ করতে পারে বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।শাসক শিবিরের 'গুড বুকে' রয়েছেন আরেক তারকা বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। একসময়ে অভিনয়ই ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। তবে ঘাসফুল শিবিরে যোগ এবং বিধায়ক হওয়ার পর থেকে আর তেমন লাইট- ক্যামেরা-অ্যাকশন থেকে বেশ দূরে।

আপাতত তিনি পুরোদমে নিজের বিধানসভা এলাকার মানুষদের পরিষেবা দিতেই ব্যস্ত। শোনা যাচ্ছে, ভালো কাজের পুরস্কার হিসাবে সায়ন্তিকাও ফের বরানগর থেকে টিকিট পেতে পারেন।সোনারপুর দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক লাভলি মৈত্র এলাকায় কাজ করেননি তা নয়। তবে ক্ষোভও রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি আদৌ টিকিট পাবেন কিনা, তা পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁকে টিকিট দেওয়া নিয়ে আলোচনা করেছে। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার আগেই তিনি দেওয়াল লিখন শুরু করেছিলেন। যা নিয়ে বিতর্কও বেশ মাথাচাড়া দেয়। পরে যদিও চাপের মুখে চুনকাম করে দেওয়াল লিখন মুছে ফেলেন তারকা বিধায়ক।ভোটের বাংলায় এমনিতেই হাইভোল্টেজ মেদিনীপুর। বর্তমানে পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরের তৃণমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী। তিনিও নাকি টিকিট পেতে পারেন। তবে শোনা যাচ্ছে, এবার তাঁর কেন্দ্র বদল হতে পারে।এদিকে, শোনা যাচ্ছে, সদ্য মা হওয়া অদিতি মুন্সিও নাকি এবার বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট পেতে পারেন। খুদের দায়িত্ব সামলে তিনি আদৌ

ভোটে দাঁড়াতে চাইবেন কিনা, তা এখনও জানা যায়নি। যদি অদিতি প্রার্থী হতে না চান, তবে সম্ভবত তাঁর স্বামী দেবরাজকে দেওয়া হতে পারে টিকিট।তবে হুগলির উত্তরপাড়ার বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা নাকি অত্যন্ত ক্ষীণ। অনেকেই বলছেন, বিধায়ক হলেও রাজনৈতিক ময়দানে নাকি তেমন দেখা যায় না তাঁকে। পরিবর্তে ব্যক্তিগত জীবন এবং অভিনয় নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন কাঞ্চন। ইতিপূর্বে বহুবার তাঁর নামে ওই এলাকায় 'নিখোঁজ' পোস্টারও দিয়েছেন স্থানীয়রা। সম্ভবত সে ক্ষোভ সামাল দিতে এবার আর ভোটে টিকিট না-ও পেতে পারেন।আবার শিবপুরের বিধায়ক মনোজ তিওয়ারির টিকিট ভাগ্যও তেমন প্রসন্ন নয় বলেই শোনা যাচ্ছে। যদিও চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকা ঘোষণার আগে এখনই নিশ্চিত হওয়া অসম্ভব।এদিকে, বিজেপির কাছে এবারের ভোট 'ডু অর ডাই' ম্যাচের মতো। কারণ, অতীতের একের পর এক নির্বাচনে মোটেও ভালো ফল করতে পারেনি বিজেপি। একে তো দক্ষ সংগঠকের অভাব। আবার তার উপর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। দু'য়ে মিলে বঙ্গ বিজেপির অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীণ। এই পরিস্থিতিতে পদ্মশিবিরের প্রার্থী কারা হচ্ছেন, তা নিয়েও জল্পনার শেষ নেই। শোনা যাচ্ছে, এবারও অগ্নিমিত্রা পলের উপর ভরসা রাখতে পারে গেরুয়া শিবির। যদিও নিজের বিধানসভা এলাকায় সম্প্রতি 'গো ব্যাক' স্লোগান শুনতে হয়েছে তাঁকে।তবে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্র থেকেই তিনি ভোটে লড়ার সুযোগ পাবেন কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে।

রাজ্যসভার প্রার্থী হতে পারেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। না হলে বিধানসভা ভোটের নাকি প্রার্থীর দৌড়ে কিছুটা এগিয়ে রয়েছে প্রাক্তন টলিতারকা। আবার অশোক দিন্দাও নাকি টিকিট পেতে পারেন। দলীয় কর্মসূচি খুব বেশি সক্রিয় না হলেও এবার রুদ্রনীল ঘোষকেও ভোটে দাঁড় করাতে পারে বিজেপি।তবে বিধায়ক হলেও হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। একে তো তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে সমালোচনার অন্ত নেই। আবার তার উপর 'শাহী' টনিকে দিলীপ ঘোষের পুনরুত্থানে হিরণের জমি খানিকটা আলগা হয়েছে বলেই মত রাজনৈতিক কারবারিদের।শোনা যাচ্ছে, এবার টেলি দুনিয়ার অতি পরিচিত এক মুখও ঘাসফুল শিবিরের টিকিট পেতে পারেন। তালিকায় আর কারা থাকছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এসআইআর পরবর্তী সময়ে বাংলার নির্বাচন এবার যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তাই সময় যত গড়াচ্ছে, ততই যেন চড়ছে উত্তেজনার পারদ।

ভারত-ইজরায়েল মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি চালু হচ্ছে ইউপিআই পরিষেবা

তৃতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর প্রথম ইজরায়েল সফরে গিয়েই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে এক ঐতিহাসিক বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ভারত ও ইজরায়েল খুব শীঘ্রই একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে চলেছে। একইসঙ্গে ভারতীয় প্রযুক্তির বিশ্বায়ন ঘটিয়ে ইজরায়েলে 'ইউনিফাইড পেমেন্টস ইন্টারফেস' বা ইউপিআই পরিষেবা চালু করার বিষয়েও দুই দেশ একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।বৃহস্পতিবারের যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন,আমরা একটি পারস্পরিক উপকারী মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়িত করতে নিরলস কাজ করছি। আশা করছি খুব শীঘ্রই এই চুক্তি চূড়ান্ত হবে। ইউপিআই পরিষেবা প্রসঙ্গে তিনি জানান, এই পদক্ষেপের ফলে দুই দেশের আর্থিক সংযোগ ও পর্যটন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। কূটনৈতিক মহলের মতে, ইজরায়েলের মতো উন্নত প্রযুক্তির দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ভারতের প্রতিরক্ষা, কৃষি ও জল সংরক্ষণ খাতে বিনিয়োগের নতুন দরজা খুলে দেবে।এদিন ইজরায়েলের সংসদ 'কেনেসেট'-এ দাঁড়িয়ে প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভাষণ দেন নরেন্দ্র মোদি। ভাষণের শুরুতেই তিনি দুই দেশের আবেগকে স্পর্শ করে বলেন, ভারত ও ইজরায়েলের সম্পর্ক রক্ত দিয়ে লেখা। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার সঙ্গে ২০০৮ সালের মুম্বই হামলার তুলনা টেনে তিনি বলেন, জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত হওয়ার যন্ত্রণা ভারত খুব ভালোভাবেই জানে। তবে ইজরায়েলের পাশে দাঁড়ালেও গাজায় চলমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। কেনেসেটে দাঁড়িয়েই তিনি গাজায় শান্তি ফেরানোর পক্ষে সওয়াল করে

বলেন, শান্তির পথ সহজ নয়, কিন্তু এই অঞ্চলে শান্তি ফেরাতে ভারত আগ্রহী। আলোচনার মাধ্যমেই দীর্ঘমেয়াদি সমাধান সম্ভব।মোদির এই সফর যখন সফল বলে দাবি করা হচ্ছে, ঠিক তখনই ভারতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইরান। কেন্দ্রীয় বাজেটে চাবাহার বন্দরে শূন্য বরাদ্দ রাখা নিয়ে তেহরান ইতিমধ্যেই তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। দীর্ঘদিনের বন্ধু ইরানের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইজরায়েলের সঙ্গে ভারতের এই ঘনিষ্ঠতাকে ভালো চোখে দেখছে না কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, চাবাহার ইস্যুতে ইরান এমনিতেই রুষ্ট, তার ওপর এই বাণিজ্য চুক্তি ভারত-ইরান সম্পর্ককে তলানিতে নিয়ে যেতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ায় নিজেদের কৌশলগত স্বার্থ বজায় রাখা এখন নয়াদিল্লির কাছে এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষা।বিশেষজ্ঞদের একাংশ মোদির এই সফরকে ভারসাম্যের সফর হিসেবে দেখছেন। একদিকে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ মিত্র ইজরায়েলের সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তিগত জোট মজবুত করা, অন্যদিকে গাজা ইস্যুতে মানবিক অবস্থান বজায় রাখা এই দ্বিস্তরীয় নীতি ভারত অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পালন করছে। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে নয়াদিল্লির ভবিষ্যৎ সমীকরণ কোন দিকে এগোবে, তার অনেকটাই নির্ভর করছে এই সফরের পরবর্তী পদক্ষেপের ওপর।প্রধানমন্ত্রী মোদির এই সফরকে কেন্দ্র করে যে কূটনৈতিক ঝঞ্ঝা তৈরি হওয়ার আশঙ্কা ছিল, তার মধ্যেই অর্থনৈতিক ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের যে বার্তা তিনি দিলেন, তা আগামী দিনে বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের প্রভাব আরও বৃদ্ধি করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

মূল আকর্ষণ টয়ট্রেন, সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশের পর্যটক টানতে দিল্লির মেলায় হাজির দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে

বাংলার 'শৈলরানি' দার্জিলিংয়ের অন্যতম মূল আকর্ষণ ঐতিহ্যবাহী টয়ট্রেনে চড়ে গোটা শহর পরিক্রমা। তার আনন্দই বলুন বা অ্যাডভেঞ্চার , একদম আলাদা। এবার সেই টয়ট্রেনকে সামনে রেখে 'সার্ক' গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির পর্যটকদের টানতে দিল্লির যশোভূমিতে আয়োজিত 'সাউথ এশিয়া ট্র্যাভেল অ্যান্ড টুরিজম এক্সচেঞ্জ'-এ হাজির দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। বুধবার থেকে শুরু হওয়া ওই মেলায় ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ তুলে ধরেছে টয়ট্রেনের জয় রাইড ও চার্টার্ড পরিষেবার সম্ভার। ডিএইচআরের এমন উদ্যোগে খুশির হাওয়া পর্যটন মহলে। আগ্রহও দেখাচ্ছেন অনেকে।

মেলা চলবে শুক্রবার পর্যন্ত। ডিএইচআরের অধিকর্তা ঋষভ চৌধুরীর কথায়, তদার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের লক্ষ্য সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির পর্যটকদের টয়ট্রেনের আকর্ষণে দার্জিলিংয়ে হাজির করানো। ওই কারণে মেলায় যতটা সম্ভব টয় ট্রেনের বিভিন্ন পরিষেবা তুলে ধরা হচ্ছে।দ আন্তর্জাতিক স্তরের কোনও পর্যটন মেলায় টয়ট্রেন পরিষেবার প্রচার জরুরি বলে ডিএইচআরকে পরামর্শ দিয়েছিল উত্তরবঙ্গের পর্যটন ব্যবসায়ীদের অন্যতম সংগঠন 'হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক'। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, ত্ব্যবসায়িক মঞ্চগুলিতে যত বেশি টয়ট্রেন হাজির করা যাবে, তত বেশি পর্যটক টয়ট্রেনের টানে দার্জিলিংয়ের হাজির হবেন।

ডিএইচআর সূত্রে জানা গিয়েছে, 'সার্ক' গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান থেকে বহু পর্যটক বেড়াতে আসেন দার্জিলিংয়ে। এসব দেশ ছাড়াও আফগানিস্তান, মালদ্বীপ, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার পর্যটকদের কাছে বিভিন্ন পরিষেবা তুলে ধরবে ডিএইচআর। লক্ষ্য একটাই, যাঁরা আসেন না, তাঁদের দার্জিলিং ভ্রমণে উৎসাহিত করা। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো থেকে ঐতিহ্যবাহী পরিষেবার (সাংস্কৃতিক) খেতাব পায় পাহাড়ের টয়ট্রেন।

গত এক বছরে স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং ব্যবসায়ীদের জড়িয়ে নিয়ে টয়ট্রেনে নতুন বেশ কিছু পরিষেবা চালু হয়েছে। সেগুলি ক্রমশ জনপ্রিয়ও হচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে কোচবিহারের মহারানির গ্রেট এসকেপ, জঙ্গল ট্রেইল সাফারি এবং জয় রাইড। এখানে থেমে না থেকে ইদানিং সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে কর্তৃপক্ষ।

বিয়ে, অন্নপ্রাশনের মতো একাধিক অনুষ্ঠানের জন্য 'চার্টার্ড' পরিষেবাও চালু করতে চলেছে ডিএইচআর। মেলায় তুলে ধরা হয়েছে এক টয়ট্রেনের এই আবার যদি ভারতীয় সেনাকে অপারেশন সিঁদুর অভিযান চালাতে হয়, তা হলে তার পরিণতি আরও মারাত্মক হবে। পাকিস্তানের সঙ্গে টানাপড়েনের আবহে এমনই বার্তা দিলেন ভারতীয় সেনার ওয়েস্টার্ন কমান্ডের জেনারেল অফিসার কমান্ডার-ইন-চিফ, লেফটেন্যান্ট জেনারেল মনোজ কুমার কাটিয়ার। গত বছর জম্মু-কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৬ জনের মৃত্যুর ঘটনার পর অপারেশন সিঁদুর অভিযান চালিয়েছিল ভারতীয় সেনা। সেই অভিযানে পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবং পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডে অন্তত ৯টি জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়েছিল তারা। এর পর পাক সেনাও ভারতের উপর হামলা চালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ভারতীয় সেনা পাকিস্তানের সেই হামলা রুখে দিয়ে পালটা প্রত্যাঘাত করে। দিন তিনেকের সেই টানাপড়েনের পর দু'দেশ সংঘর্ষবিরতির সিদ্ধান্ত নেয়। সেই অবস্থা এখনও বহাল। সেনাকর্তা বলেন, তঅপারেশন সিঁদুরে আমরা পাক জঙ্গিঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছিলাম। ওরা প্রত্যাঘাত করে। তার জবাবে আমরা ওদের সামরিক ঘাঁটি, বায়ুসেনা ঘাঁটি

সিঁদুর ২.০ আরও ভয়ংকর হবে, পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি সেনাকর্তার

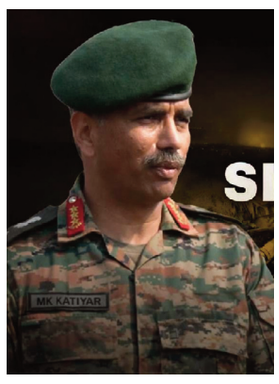

ধ্বংস করেছি। তার পর ওরাই সংঘর্ষবিরতি চেয়েছিল। সরাসরি আমাদের কাছে নয়। অন্য দেশকে গিয়ে বলেছিল, যাতে ভারত সংঘর্ষবিরতিতে রাজি হয়।দ ১৯৭১ সালের যুদ্ধ বা কার্গিল যুদ্ধ থেকেও পাকিস্তান শিক্ষা নেয়নি বলে জানিয়েছেন সেনাকর্তা। তিনি বলেন, তভবিষ্যতে যদি অপারেশন সিঁদুর অভিযান হয়, তাহলে সেটা ভয়ংকর হবে। আমরা কীভাবে জবাব দেব, তার মাত্রা কী রকম হবে, তা আমরা ওই সময়েই ঠিক করব। কিন্তু আমরা এটুকু জানি, অপারেশন সিঁদুর ২.০ মারাত্মক হবে। পাকিস্তানের ভারতের সঙ্গে লড়ার ক্ষমতা নেই জানিয়ে সেনাকর্তার বক্তব্য, তওরা শুধু ছায়াযুদ্ধই চালাতে পারে। সরাসরি লড়তে পারে না। পাকিস্তান একটা দুর্বল দেশ। সংঘর্ষবিরতির জন্য ওদের অন্য দেশে ছুটতে হয়, পরমাণু হামলার হুমকি দিতে হয়।

মধ্যপ্রাচ্যে সরু সুতোয় পা ফেলে এগোচ্ছেন মোদি!

'অতিরিক্ত' ইজরায়েল ঘনিষ্ঠতায় বিপদের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইরান-আমেরিকা দ্বন্দ্ব যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্য অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়ায়। জারি হয়েছে ইজরায়েল-হামাস দ্বন্দ্বও। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইজরায়েল সফর নিয়ে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে কূটনৈতিক মহলে। অনেকের মত, মোদির এই সফর আদতে ভারসাম্যের সফর। পশ্চিম এশিয়ার বাকি দেশগুলির সঙ্গে নয়াদিল্লির সমীকরণ ভবিষ্যতে কোন দিকে এগোবে, তা এই সফর থেকেই নির্ধারিত হবে। সে দিক দিয়ে কার্যত সরু সুতোয় পা ফেলে এগোচ্ছে নয়াদিল্লি। কারণ, একদিকে ইজরায়েলের সঙ্গে মসৃণ সম্পর্ক বজায় রাখতেই হবে মোদি সরকারকে। অন্যদিকে, অতিরিক্ত ইজরায়েল ঘনিষ্ঠতায় অন্য দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক যাতে খারাপ না হয়, তা-ও মাথায় রাখতে হবে নয়াদিল্লিকে।বুধবার দু'দিনের সফরে তেল আভিভে পৌঁছেছেন মোদি। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে পৌঁছে গিয়েছিলেন স্বয়ং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। বিমান থেকে নামার পর মোদিকে জড়িয়ে ধরেই স্বাগত জানান তিনি। সরকারি সূত্রে খবর, তেল আভিভে একটি বৈঠক করবেন মোদি-নেতানিয়াহু। তার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী রওনা দেবেন জেরুজালেমের উদ্দেশে। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, দু'দেশের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা, কৃষি ও সন্ত্রাস বিরোধিতার সমন্বয় জোরদার করতে প্রধানমন্ত্রী মোদির এই সফর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তৃতীয় দফায় দায়িত্ব গ্রহণের পরে এটি তাঁর প্রথম ইজরায়েল সফর। নেতানিয়াহুর সঙ্গে বিস্তৃত দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার পাশাপাশি পশ্চিম এশিয়ার সম্প্রতিক পরিস্থিতিও উঠে আসবে আলোচনায়। সে দেশের সংসদে বক্তৃতাও দেওয়ার কথা মোদির।মোদির এই ইজরায়েল সফর নানা দিক দিয়ে

গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম এশিয়াকে চারপাশে বাঁধতে চাইছেন ইজরায়েল। আর এই প্রচেষ্টায় তারা পাশে চায় ভারতকে। সে কথা প্রকাশ্যে ব্যক্তও করেছেন নেতানিয়াহু। তিনি জানিয়েছেন, ইজরায়েল যে জোট গড়তে চাইছে, তার পোশাকি নাম 'ষড়ভুজ'। নেতানিয়াহু চান, পশ্চিম এশিয়া এবং তার আশপাশে এমন 'শক্তি' গড়ে তুলতে, যা চরমপন্থী সংগঠনগুলিকে জবাব দিতে পারবে। অনেকের মতে, সৌদি আরব, পাকিস্তান, তুরস্ক যে 'ইসলামিক নেটোর' কথা ভাবছে, তার পালটা জোট চাইছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। যদিও ভারতের তরফে এই জোট নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মত, ইজরায়েলের সঙ্গে সামরিক জোটে গেলে ভারত যে উপকৃত হবে, এ নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। গত বছর পাকিস্তান এবং সৌদি আরবের মধ্যে যে সামরিক চুক্তি হয়েছে, তার নিরিখে এই জোট ভারতের জন্য জরুরিও বটে। কিন্তু সেই সঙ্গে ইরানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিষয়টিও মাথায় রাখতে হচ্ছে নয়াদিল্লিকে। পাশাপাশি ইজরায়েল ঘনিষ্ঠতার কারণে উপসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কে যাতে অবনতি না হয়, সে ব্যাপারেও সাবধান হতে হবে মোদি সরকারকে।

Naya Jamana.....14 january...2026....._Layout 1 2/27/2026 2:14 AM Page 17

আম্বানিদের জামনগরে ‘আইবুড়োভাত’

অর্জুনের, আবেগঘন হয়ে উঠলেন শচীন

৫ মার্চ বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন অর্জুন তেণ্ডুলকর। ডেস্টিনেশন ওয়েডিং নয়, নিজের শহর মুম্বইতেই সানিয়ার চন্দোকের গাঁটছড়া বাঁধবেন শচীনপুত্র। তার আগে জামনগরে বসেছে ‘আইবুড়োভাত’ হয়ে গেল অর্জুনের। ২০২১ সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দিয়েছিলেন শচীনপুত্র। এবার তাঁর ফ্র্যাঞ্চাইজি অর্জুন-সানিয়ার একটি আবেগঘন ভিডিও পোস্ট করেছে। সেখানে ছিলেন মুকেশ আম্বানি, নীতা আম্বানি। ছিলেন শ্লোকা মেহতা, অনন্ত আম্বানি এবং রাধিকা মার্চেন্ট-সহ দুই পরিবারের সদস্যরা। তাঁদের সঙ্গে ভগবান শ্রীগণেশের আশীর্বাদ নিতে দেখা গিয়েছে শচীনপুত্র অর্জুন এবং তাঁর হবু স্ত্রী সানিয়া। ভিডিওয় নীতা আম্বানিকে হবু দম্পতিকে শুভেচ্ছা জানাতে দেখা যায়। তাঁদের আশীর্বাদও দেন। সানিয়াকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি অর্জুনের বেড়ে ওঠা নিয়েও কথা বলেন তিনি। নীতা আম্বানির পরনে ছিল রাজকীয় বেগুনি শাড়ি এবং হিরের গয়না। নীতার কথায়, আজ আমরা সবাই এখানে জড়ো হয়েছি। এটা সেই জায়গা, যেখানে অনন্ত ও রাধিকার ভালোবাসা পূর্ণতা পেয়েছিল। শচীন ও অর্জুন, তোমরা সব সময় আমাদের পরিবারের মতোই ছিলে। আজ আমরা আনন্দ ভাগাভাগি করে নিচ্ছি। প্রিয় অর্জুনকে তো আমি বেড়ে উঠতে দেখেছি। তোমার স্কুলজীবন থেকে আজকের দিনটা পর্যন্ত তোমাকে চিনি। তোমাদের অভিনন্দন। সানিয়া, তোমাকেও স্বাগত। ঈশ্বর তোমাদের সব সময় আশীর্বাদ করুন। কেবল নীতা আম্বানি নন, অর্জুনের জন্য আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন শচীন তেণ্ডুলকরও। লিটল মাস্টার জানান, অর্জুন যখন একটি মেয়েকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বাড়িতে নিয়ে আসে, তখন বুঝতে পারি ও কত বড় হয়ে গিয়েছে। ওরা একে অপরকে খুব ভালোবাসে। তোমার জন্য গর্বিত অর্জুন। তুমি এমন একজনকে খুঁজে পেয়েছ যে তোমাকে ততটাই ভালোবাসে, যতটা তুমি তাকে ভালোবাসো। কথাগুলো বলার সময় শচীনের চোখ গর্বে ভরে ওঠে। মাস্টার ব্লাস্টারের কথা শুনে

অর্জুন, সানিয়ে মিচকে হাসেন। সব মিলিয়ে একটা আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়। কিছুদিন আগে শচীন তেণ্ডুলকরই আমন্ত্রণপত্র হাতে সপরিবারের দেশের প্রথম সারির রাজনীতিবিদদের দুয়ারে দুয়ার ঘুরছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সকলকেই ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করেছেন। সুতরাং মনে করা হচ্ছে অর্জুনের বিয়েতে শচীনের বাড়িতে চাঁদের হাট বসতে চলেছে। এরপর ‘অভিন্নহৃদয় বন্ধু’ ননদ সারা তেণ্ডুলকরের সঙ্গে বিয়ের আগে বন্ধুদের সঙ্গে একেবারে ফিল্মি কায়দায় ব্যাচলরেট ট্রিপ সেরে ফেলেন সানিয়া। আট বান্ধবী মিলে তাঁরা পাড়ি দেন কেনিয়ায়। জঙ্গলের মধ্যে পশুপাখিরদের মাঝে মেতে ওঠেন সেলিব্রেশনে। সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন শচীনকন্যা সারা। ৫ মার্চ শ্বশুর হতে চলেছেন ক্রিকেটের ঈশ্বর। ছেলের বিয়ে উপলক্ষে চলছে বিরাট তোড়জোড়। ডেস্টিনেশন ওয়েডিং নয়, নিজের শহর মুম্বইতেই গাঁটছড়া বাঁধবেন শচীনপুত্র।

তার আগে অর্জুন এবং হবু পুত্রবধূ সানিয়াকে নিয়ে জামনগরে এসেছিলেন প্রাক-বিবাহ উৎসবে।

যার ভিডিও ভাইরাল। শচীনকন্যা সারা তেণ্ডুলকরের বন্ধু সানিয়া সম্পর্কে রবি ঘাইয়ের নাতনি। হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় ঘাই পরিবারের নাম মুম্বইয়ে অত্যন্ত পরিচিত। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল, আইসক্রিম ব্র্যান্ড ব্রুকলিম ক্রিমারির মালিক এই ঘাই পরিবার। বিদেশে পড়াশোনার পর দেশে ফিরে পারিবারিক ব্যবসার হাল ধরেন রবি। তাঁর হাত ধরেই যাত্রা শুরু করে কোয়ালিটি আইসক্রিম। সানিয়া পারিবারিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত না হলেও অন্য ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। মিস্টার পস পেট স্পা অ্যান্ড স্টোর নামে এক নতুন ব্যবসা শুরু করেছেন তিনি। পোষ্যদের গ্রুমিংয়ের জন্য মুম্বইয়ে এই ব্র্যান্ড খুবই বিখ্যাত।

বাংলাদেশের স্বার্থে শাকিবকে চাই’, খুনের মামলা নিয়ে তারেক সরকারকে চিঠি বিসিবির

২০২৪ সালে হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই দেশছাড়া শাকিব আল হাসান। তাঁর বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের হয়েছে। প্রবল জনরোষের জেরে দেশের মাটিতে খেলাও একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে শাকিবের। তবে নতুন সরকার গঠনের পর সেই ছবিটা পালটাতে চেষ্টা করছে বিসিবি। জানা গিয়েছে, ক্রীড়ামন্ত্রকের কাছে চিঠি দিয়েছে বাংলাদেশ বোর্ড। তাদের আবেদন, শাকিবের বিরুদ্ধে ঝুলতে থাকা মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি হোক। ২০২৪ সালের মে মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ খেলার জন্য দেশ ছেড়েছিলেন শাকিব। আর দেশে ফেরা হয়নি তাঁর। তবুও তিনি অপেক্ষার প্রহর গুনছেন দেশে ফেরার প্রবল আগ্রহ নিয়ে। তাই প্রাক্তন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারকে দেশে ফেরাতে কিছু উদ্যোগ নিয়েছে বিসিবি। ক্রিকেট বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, শাকিবকে জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ করে দিতে তাঁর বিরুদ্ধে করা মামলাগুলোর নিষ্পত্তি চেয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে সহযোগিতা চেয়ে। এ ব্যাপারে শাকিবকেও সব জানানো হয়েছে। বিসিবি থেকে প্রতিনিয়তই বলা হচ্ছে, দেশের ক্রিকেটের স্বার্থে শাকিবকে প্রয়োজন। বর্তমান পরিচালনা পর্ষদের তৃতীয় সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল সরকারের সঙ্গে কথা বলে শাকিবের বিরুদ্ধে থাকা মামলাগুলো নিষ্পত্তি করা হবে। বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তৎকালীন অন্তবর্তী সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে কথা বলে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে। যদিও নজরুল কোনো উদ্যোগ নেননি এই ইস্যুতে। তারপর বিসিবি থেকে মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে শাকিবের বিরুদ্ধে থাকা মামলাগুলো নিষ্পত্তিতে সহযোগিতা চেয়ে। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হলে একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, তআমরা বিসিবির চিঠি পেয়েছি।

শাকিবের দেশে ফেরা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। তাঁর বিরুদ্ধে থাকা মামলাগুলো নিয়ে বিসিবি ও শাকিবের আইনজীবীকে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাঁর ফেরার ব্যাপারে আমাদের দিক থেকে কোনো বাধা থাকবে না। ওই কর্মকর্তা জানান যেসব ক্ষেত্রে সহযোগিতার করার সুযোগ থাকবে, সেগুলোও করা হবে। যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক শপথ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, মাশরাফি, শাকিবের ব্যাপারে নমনীয় থাকবেন তারা। তবে এই দুই ক্রিকেটারের মামলাগুলোর নিষ্পত্তি করা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার। প্রসঙ্গত, শ্রমিক রুবেল মিয়ার হত্যা মামলার আসামি করা হয়েছে শাকিবকে। দেড় বছর হয়ে গেলেও সে মামলার তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া শেয়ার বাজারে কারসাজির অভিযোগে শাকিব-সহ ১৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। চেক জালিয়াতির অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে বাঁহাতি অলরাউন্ডারের বিরুদ্ধে।

চিপকে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ টিম ইন্ডিয়া, ইডেনেই নিশ্চিত হবে সূর্যদের বিশ্বকাপ ভবিষ্যৎ

দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ। গম্ভীরের নেতৃত্বে সেখানে ফেভারিট হিসেবেই শুরুটা করেছিল টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু সুপার এইটের প্রথম ম্যাচেই জোর ধাক্কা খান সূর্যকুমার যাদবরা। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে পরাস্ত হয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছনোর অঙ্ক রীতিমতো জটিল করে ফেলে ভারত। তবে ভাগ্যদেবী সহায়! সুপার এইটের কার্যত সবচেয়ে দুর্বল দল জিম্বাবোয়েকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়ে লক্ষ্মীবারের চিপকে অগ্নিপরীক্ষায় ভালোভাবেই উতরে গেলেন হার্দিকরা। ৭২ রানে জয়ী ভারত। তবে পিকচার আভি বাকি হ্যায়। বলা ভালো, পিকচারের ক্লাইম্যাক্সই বাকি। আগামী রোববার যার সাক্ষী থাকতে চলেছে ইডেন গার্ডেন্স। সেখানকার ফলাফলই বলে দেবে ভারত ইন নাকি আউট। এদিনের ম্যাচ শুরুর আগে সূর্যবাহিনীর কাজটা অনেকখানি সহজ করে দিয়েছিল প্রোটিয়ারা। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে। আর বাকি কাজটা করলেন ভারতীয় তারকারা। কলকাতায় পা রাখার আগে দলের সবচেয়ে বড় স্বস্তি অভিষেক শর্মার ফর্মে ফেরা। অসুস্থতা সারিয়ে আবারও চেনা ছন্দে তরুণ তুর্কি। দুরন্ত হাফসেঞ্চুরি হাঁকিয়ে যেন জানান দিলেন, ক্লাস ইজ পার্মানেন্ট। চারটি করে বাউন্ডারি এবং ছক্কা হাঁকিয়ে ৫৫ রান করেন তিনি। নিন্দুকরা বলতে পারেন, প্রতিপক্ষ জিম্বাবোয়ে বলেই হয়তো জ্বলে উঠলেন। কিন্তু শূন্যের হ্যাটট্রিকের পর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যে পুল, সুইপ শটে বল বাউন্ডারির বাইরে পাঠালেন, তা পরের ম্যাচের জন্য তাঁকে অক্সিজেন দেবে বইকী! এদিকে রিঙ্কুর বদলি হিসেবে এদিন দলে ঢোকেন সঞ্জু। ওপেনিংয়ে তাঁকে খেলিয়ে অফস্পিনার-আতঙ্ক কাটাল দল। তিলক বর্মাকে নিয়েও চিন্তার ভাঁজ কমল গম্ভীরের কপালে। মন্থর ব্যাটিংয়ের খোলস ঝেড়ে ১৬ বলে ৪৪ রানে অপরাজিত তিনি। সেই সঙ্গে অর্ধশতরান (অপরাজিত) করে হার্দিকও বুঝিয়ে দিলেন, তাঁকে ভুললে চলবে না। গ্যালারিতে বসে তাঁর চোখ ধাঁধানো ইনিংস উপভোগ করলেন প্রেমিকা মাহিকা। এদিকে ভারতের কাছে দুরমুশ হয়ে এবারের মতো বিশ্বকাপকে বিদায় জানাল জিম্বাবোয়ে। তবে তাদের এই সফর নিঃসন্দেহে স্বরণীয় হয়ে থাকবে। গ্রুপ পর্বে অস্ট্রেলিয়াকে হারানো থেকে সুপার এইটে ভারতকে জোর টক্কর দেওয়া, এ-ই বা কম কী? শুধু তাই নয়, পরের বিশ্বকাপে সরাসরি মূল পর্বেও ঢুকে পড়ার সুযোগও পেয়ে গেল তারা। জয়ের স্বাদ না পেলেও কঠিন সময়ে ব্রায়ান বেনেটের অনবদ্য ৯৭ রানের (অপরাজিত) ইনিংস মনে রাখবে চেন্নাই। তাঁর ৮টি চার এবং ছয় ছক্কার সৌজন্যেই ১৮৪ পর্যন্ত পৌঁছে যায় জিম্বাবোয়ে। এদিন বুমরাহ এবং হার্দিকের ঝুলিতে উইকেট না এলেও ৩ ওভারে দু'জনই ২১ রান দিয়ে জিম্বাবোয়েকে বেঁধে রাখলেন। তবে সিকান্দার রাজাদের ব্যাটিং লাইন আপে ধস নামান অর্শদীপ সিং। চার ওভারে ২৪ রান দিয়ে তিনটি উইকেট তুলে নেন তিনি। একটি করে উইকেট বরুণ চক্রবর্তী, শিবম দুবে এবং অক্ষর প্যাটেলের খাতায়। তবে ব্যাটিং বিভাগ স্বস্তি দিলেও বোলারদের জন্য কিন্তু চিন্তায় থাকবে টিম ম্যানেজমেন্ট। বিশেষ করে জয় নিশ্চিত হওয়ার পরও দুবে যেভাবে শেষ ওভারে একাধিক ওয়াইড দিলেন, তা প্রত্যাশিত নয়। এবার আসা যাক রোববারের কলকাতায়। এদিন প্রোটিয়ারা জিতে যাওয়ায় আর কোনও কঠিন সমীকরণ নেই। তবে ১ মার্চই ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। যে জিতবে, সে সেমিতে। অন্য দল ফিরবে বাড়ি। তাই বড় ব্যবধানে জিতেও আপাতত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছে না মেন ইন ব্লু।

ফুটবলকে ভালোবেসে বিরাট ঘোষণা রোনাল্ডোর

৪১ বছর বয়সে হল স্বপ্নপূরণ! ফুটবলকে ভালোবেসে বিরাট ঘোষণা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। নতুন দায়িত্বে দেখা যাবে তাঁকে। স্প্যানিশ ক্লাবের মালিকানা কিনলেন তিনি। স্প্যানিশ লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব ইউনিয়ন দে পোর্তিভা আলমেইরার ২৫ শতাংশ শেয়ার কিনেছেন সিআর৭। ফলে কোনও ফুটবল ক্লাবের মালিক হওয়ার ইচ্ছাপূরণ হচ্ছে পর্তুগিজ মহাতারকার। জানা গিয়েছে, ‘সিআরসেভেন স্পোর্টস ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি’র মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। তবে এই বিনিয়োগের বিস্তারিত শর্তাবলি এখনও খোলসা করা হয়নি। রোনাল্ডোর দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত বিনিয়োগ হিসাবে দেখা হচ্ছে একে। আলমেরিয়ার মালিকানার শেয়ার কেনার কথা নিশ্চিত করেছেন ফুটবলার নিজেই। দিন তিনেক আগেই একমাত্র ফুটবলার হিসাবে ৩০ পেরনোর পর ৫০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন। একই সঙ্গে ৯৬৫ গোলের মাইলফলক ছুঁয়েছেন। আল নাসেরকে শীর্ষেও তুলেছেন ৪১ বছর বয়সি কিংবদন্তি ফুটবলার। এবার স্প্যানিশ লিগের দ্বিতীয় ডিভিশন দলের শেয়ার কিনে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘ফুটবল মাঠের বাইরেও এই খেলায় অবদান রাখার দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল। শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকা ক্লাব ইউডি আলমেরিয়া। তাদের উন্নতির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সেই যাত্রায় তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত।

ক্লাবটির সঙ্গে কাজ করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।’ গত বছর সৌদি আরবের বিনিয়োগকারী একটি গ্রুপ ক্লাবটির মালিকানা নিয়েছিল। এবার পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী রোনাল্ডোকে পেয়ে খুশি আলমেরিয়ার সভাপতি আল খেরেইজি।

ক্লাবের তরফে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ‘ক্রিশ্চিয়ানো আমাদের ক্লাবকে বিনিয়োগের জন্য বেছে নিয়েছেন বলে আমরা খুবই আনন্দিত।’ এবার রোনাল্ডোর সংস্পর্শে আলমেইরা লা লিগার মূল পর্বে উন্নীত হয় কি না, তা সময়ই বলবে।

বিশ্বকাপের মধ্যেই চমক ভারতের! পুণেতে আয়োজিত বিশ্বের বৃহত্তম ‘বক্স ক্রিকেট’ টুর্নামেন্ট

ধুমধাম করে দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ চলছে। আলোর রোশনাইয়ে ঝলমলে ক্রিকেট মহল। এসবের মধ্যে একপ্রকার নীরবে এই ভারতেই আয়োজিত হয়ে গেল আরও এক ক্রিকেটের মহাযজ্ঞ। পুণের মাটিতে আয়োজিত হয়ে গেল বিশ্বের বৃহত্তম বক্স ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এমনকী গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসেও নাম তুলেছে বক্স ক্রিকেটের ওই মেগা ইভেন্ট। সিইএফ নামের পুণের একটি সংস্থা ওই বক্স ক্রিকেট টুর্নামেন্টটির আয়োজন করেছিল। দু'সপ্তাহের ওই টুর্নামেন্টে অংশ নেয় মোট ৬৬টি দল। মোট ৭২৬ জন ক্রিকেটার অংশ নেন। এটা মূলত কর্পোরেট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বিভিন্ন সংস্থার কর্মীরা এতে অংশ নেন। মোট ১৩৫টি ম্যাচ আয়োজিত হয়েছিল মেগা টুর্নামেন্টে। গত ৩ ফেব্রুয়ারি শুরু হয় ওই ১৩ দিনের টুর্নামেন্ট। আয়োজকরা জানাচ্ছেন, ৩০টি

আলাদা আলাদা ক্ষেত্রের মোট ৭৫টি সংস্থা ওই বক্স ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নেয়। মুম্বই এবং পুণের অনেক নামী দামি সংস্থা ওই টুর্নামেন্টে দল পাঠিয়েছিল। সবচেয়ে বড় বক্স ক্রিকেট টুর্নামেন্টের রেকর্ড ভাঙতে হলে ৫০০ জন ক্রিকেটারকে অংশ নিতে হত। সেই রেকর্ড ভেঙে ৭২৬ জন খেলেছেন এই টুর্নামেন্টে। সবটাই আগাগোড়া পর্যবেক্ষণ করে বিশ্বরেকর্ডের সার্টিফিকেট দিয়েছে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষ। বক্স ক্রিকেট মূলত আর পাঁচটা ক্রিকেট টুর্নামেন্টের মতোই। তবে এটা বন্ধ ঘর বা ‘বক্সে’ খেলা হয়। মূলত টেনিস বলে এই টুর্নামেন্টগুলি আয়োজিত হয়। খেলাগুলি বেশিরভাগই বড় বিল্ডিংয়ের অ্যাস্ট্রোটার্ফে এই বক্স টুর্নামেন্টগুলি হয়। প্রতিটি টুর্নামেন্টের নিজস্ব কিছু নিয়ম থাকে। এই ধরনের ক্রিকেটের স্বীকৃত কোনও নিয়ম নেই।

‘সরকার অ্যাকশন নিক...’, বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ের পর বিস্ফোরক শ্রীলঙ্কান অধিনায়ক

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে আশা জাগিয়েছিল শ্রীলঙ্কা। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সুপার এইট নিশ্চিত করেছিল আয়োজক দেশ শ্রীলঙ্কা। কিন্তু বুধবার নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে চলতি বিশ্বকাপের প্রথম দল হিসাবে সুপার এইট থেকে বিদায় নিতে হয়েছে দাসুন শনাকার দলকে। এর জন্য দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন লঙ্কান অধিনায়ক। একই সঙ্গে দেশের সরকারের হস্তক্ষেপও চেয়েছেন তিনি। বুধবার নিউজিল্যান্ডের দেওয়া ১৬৯ রান তাড়া করতে নেমে ১০৭ রানে থামে শ্রীলঙ্কা। ৬১ রানে পরাজয়ের পর শনাকা বলছেন, তআমরা খুবই দুঃখিত। ইংল্যান্ডকে আমরা হারাতে পারতাম। একটু সচেতন হলেই জিতে যেতাম। নিউজিল্যান্ড ম্যাচটা একপেশে ছিল। দর্শকদের উদ্দেশে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। তবে ওদের আনন্দ দিতে পারিনি আমরা। জয় উপহার দিতে পারিনি।

শুধু উঁচু মাপের অভিনেতা নয়

বড়ো মনের মানুষ ছিলেন তরুণ কুমার

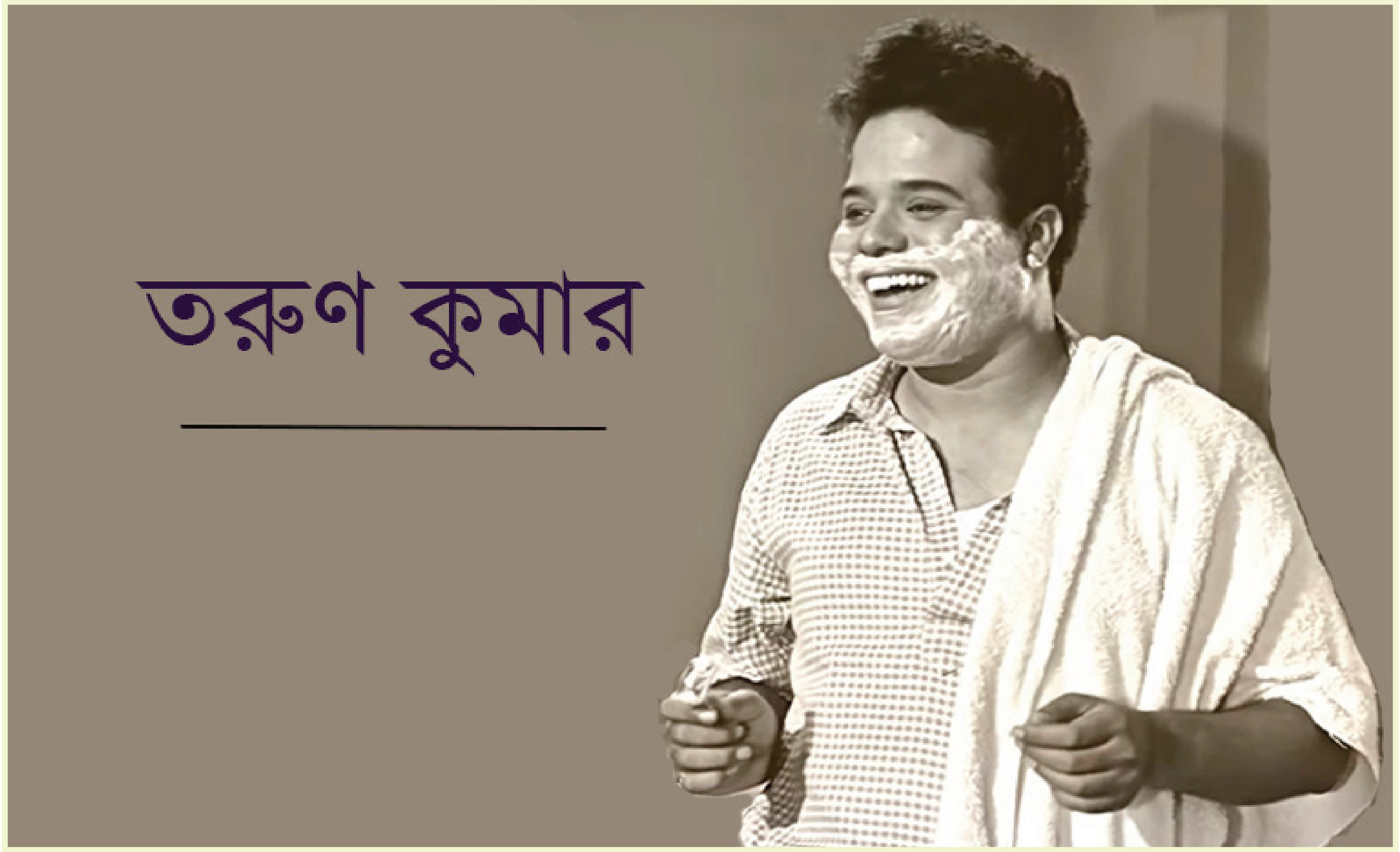

অজাতশত্রু বলতে যাকে বোঝায়, তিনি হলেন তরুণ কুমার চ্যাটার্জি ওরফে ‘তরুণ কুমার’। যেকোনও মানুষের সঙ্গেই তাঁর সুমধুর সম্পর্ক ছিল। অন্য অনেকের মতোই আমি তাঁকে ডাকতাম তাঁর ডাকনাম ধরে-‘বুড়োদা’ বলে। আমার কাছে তিনি প্রকৃত অর্থেই ‘মাই ডিয়ার’ লোক ছিলেন। ওরকম সংযমী, ‘ব্যারিটোন ভয়েস’ অথচ দিলদরিয়া লোক খুব কম দেখেছি। এই লেখায় বুড়োদার কথা যেমন বলবো, বলবো তাঁর কাছের মানুষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা, স্মরণীয় কিছু ঘটনা , তবেই না চেনা যাবে অবিস্মরণীয় এই অভিনেতাকে! বুড়োদা মজার মানুষ ছিলেন, খুব মজা করতেন। সিনিয়র অভিনেতাদের যেমন শ্রদ্ধা করতেন, তেমন দুষ্টুমিও করতেন। কখনও উৎপল দত্ত, কখনও তুলসী চক্রবর্তীকে কোনও একটি বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে, ক্ষেপিয়ে দিয়ে সরে পড়তেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ছোটো ভাই সুরকার অমল মুখোপাধ্যায় তাঁর খুব বন্ধু ছিলেন। আমি তখন একটি জনৈক সংবাদপত্রে চাকরি করি, সিনেমা বিভাগে লেখালিখি করতাম। উনি প্রায়ই আসতেন। একবার সেই সংবাদপত্রেরই পুজো সংখ্যায় ‘উত্তম কুমারের প্রিয় তারকারা’-এই বিষয়ে একটি লেখা তৈরি করতে বলা হয়েছিল। তো সেই ব্যাপারে বুড়োদার সাহায্যের দরকার পড়লো। উত্তম কুমার গত হয়েছেন খুব বেশিদিন হয়নি। অফিসের ভিতর বুড়োদার সঙ্গে উত্তম কুমারকে নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলছি। বুড়োদা বেশ লম্বা চওড়া ছিলেন, কীভাবে যেন ওঁর মাথাটা দরজায় ঠোকা খেয়ে বিশ্রী ভাবে ফুলে গেল। আমি জল-বরফ ইত্যাদি দিলাম। সেসব নিয়ে তাঁর হেলদোল নেই, আমাকে বললেন, ধুর ছাড়ো তো... যে কাজটা করতে এসছি সেটা করি আর চলো ক্যান্টিন থেকে মাংসের চপ খাই। বুড়দা এমনিতে খেতে খুব ভালোবাসতেন তার ওপর আমাদের অফিস-ক্যান্টিনের মাংসের চপ খুব বিখ্যাত ছিল। যাই হোক, যেটা বলার তা হলো অত বড়ো অভিনেতা হয়েও বিন্দুমাত্র অহমিকা ছিল না তাঁর। সবার সঙ্গে মিশতে জানতেন। অফিস বা ক্যান্টিনের আর পাঁচটা লোক যখন অবাক হয়ে তাঁকে দেখতো তিনি বলতেন, কী এমন করেছি আমি, তোমরাও খেটে খাও, আমিও তাই।

প্রেম-পরিণয়

তরুণ কুমারের জন্মদিন অর্থাৎ ২৪ ফেব্রুয়ারি দিনটি তাঁর পরিবারের কাছে যেমন আনন্দের, তেমন বেদনারও। ২০০৩ সালের ২৭ অক্টোবর তিনি প্রয়াত হন। তার ঠিক ৪ মাস পর ২৪ ফেব্রুয়ারি মারা যান তাঁর স্ত্রী সুব্রতা চটোপাধ্যায়। অদ্ভুত ব্যাপার। স্বামী-স্ত্রী'র টান ছিল মারাত্মক। তাঁদের কীভাবে শুভ পরিণয় হয়েছিল, সে বিষয়েও দু-চার কথাও বলা যাক। তখন বিশ্বরূপা-তে ‘ক্ষুদা’ নামে একটি বিখ্যাত নাটক চলছিল। কালী ব্যানার্জি, তরুণ কুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জি অভিনয় করেছিলেন। সকলেই তখন ‘স্ট্রাগলার’। সেই সময়ই পাশের ‘রংমহল’-এ চলছিল বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের একটি নাটক। নাটক শেষে প্রায়দিনই তরুণ, সুব্রতাদের গাড়িতে তুলে নিতেন বিশ্বজিৎ। একদিন বিশ্বজিতের গাড়িতে যেতে যেতে সুব্রতার অনুপস্থিতিতে তাঁকে মনের কথা জানালেন বুড়োদা। বললেন, তিনি একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছেন, বিয়ে করতে চান তাকে। তাঁর সঙ্গেই থিয়েটার করে সে। বিশ্বজিৎ শুনে বললেন, বাড়িতে বলেছিস? বুড়োদা তখন মুখ কাঁচুমাচু বলেন, কী করে বলবো, মা-বাবা-দাদা কী বলবে, ভয় লাগছে। বন্ধু বিশ্বজিৎ তাঁকে ভরসা দিলেন, আরে ভয় পাচ্ছিস কেন, আমরা তো আছিই। পরবর্তী সময়ে সকলের মত নিয়ে শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হন তরুণ-সুব্রতা।

স্নেহছায়ায়

সুধীর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ‘দাদাঠাকুর’ সিনেমার কথা। ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস ছাড়াও ছিলেন তরুণ কুমার, বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুলতা চৌধুরী, ছায়া দেবী। ভাগলপুরে আউটডোর শুটিং হয়েছিল। সেখানে অভিনেতাদের আলাদা আলাদা কোনও ঘর ছিল না। মহিলারা বাদে সকলে একঘরে মেঝেতে বিছানা করে মশারি খাটিয়ে শুতেন। ছবি বিশ্বাসের হাঁপানির সমস্যা ছিল, রাতে ঠিকমতো ঘুম আসতো না। বুড়োদাকে নিজের ছেলের মতোই ভালোবাসতেন। হয়তো মশারির ভিতর থেকে পা বেরিয়ে গেছে, ছবিবাবু বুড়োদার পা মশারির ভিতর ঢুকিয়ে মশারিটা ভালো করে টেনে দিতেন। গায়ে আলতো করে চাদর ঢেকে দিতেন। শুধু ছবি বিশ্বাস নন, বয়োজ্যেষ্ঠ বহু অভিনেতাই তাঁকে স্নেহ করতেন। সুগারের প্রকোপে খুব ভুগতেন শেষ দিকে। একবার উত্তম মঞ্চেই, আমি আর বুড়োদা গল্প করছি, হঠাৎ খেয়াল হল বুড়োদা ঘুমিয়ে পড়েছেন। হাতের জলন্ত সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে দু আঙুলের মাঝে এসে প্রায় ছ্যাঁকা দিতে যাবে, এমন সময় আমি তাঁকে ডেকে দিই।

‘রমা’দির সঙ্গে

উত্তম কুমার ‘ইন্দ্রাণী’ ছবির সেটে সুচিত্রা সেনের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তখন উত্তম-সুচিত্রার ‘গৃহদাহ’ ছবির শুটিং চলছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন সুবোধ মিত্র। বিভিন্ন জায়গায় শুটিং হয়েছিল। মধ্যমগ্রামের কাছাকাছি একটি জায়গাও শুটিং স্পট হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। সেই শুটিং স্পটে পৌঁছাতে গেলে একটি ছোটো খাল পেরোতে হতো। তরুণ কুমারের উপর দায়িত্ব পড়েছিল মিসেস সেনকে সেই জায়গা সুরক্ষিত ভাবে পৌঁছে দেওয়ার। সেই মতো প্রতিদিন সুচিত্রা সেনের গাড়ি এসে দাঁড়াতো একটা নির্দিষ্ট জায়গায়, সেইখান থেকে একটা নৌকায় করে তরুণ কুমার তাঁকে নিয়ে যেতেন শুটিং স্পটে। এই যাত্রাপথে একটি পেয়ারা গাছ পড়ত। প্রায় প্রতিদিনই লাফ দিয়ে গাছ থেকে পেয়ারা পাড়ার চেষ্টা করতেন মিসেস সেন। এহেন ছেলেমানুষী দেখে তরুণ কুমার আওয়াজ দিয়ে বলতেন, রমাদি এভাবে লাফালাফি করো না, বেসামাল হলে কিন্তু সোজা জলে... শুধু তাই নয় চুরির অপরাধে...।

অজাতশত্রু বলতে যাকে বোঝায়, তিনি হলেন তরুণ কুমার চ্যাটার্জি ওরফে ‘তরুণ কুমার’। যেকোনও মানুষের সঙ্গেই তাঁর সুমধুর সম্পর্ক ছিল। অন্য অনেকের মতোই আমি তাঁকে ডাকতাম তাঁর ডাকনাম ধরে-‘বুড়োদা’ বলে। আমার কাছে তিনি প্রকৃত অর্থেই ‘মাই ডিয়ার’ লোক ছিলেন। ওরকম সংযমী, ‘ব্যারিটোন ভয়েস’ অথচ দিলদরিয়া লোক খুব কম দেখেছি। এই লেখায় বুড়োদার কথা যেমন বলবো, বলবো তাঁর কাছের মানুষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা, স্মরণীয় কিছু ঘটনা , তবেই না চেনা যাবে অবিস্মরণীয় এই অভিনেতাকে! বুড়োদা মজার মানুষ ছিলেন, খুব মজা করতেন। সিনিয়র অভিনেতাদের যেমন শ্রদ্ধা করতেন, তেমন দুষ্টুমিও করতেন। কখনও উৎপল দত্ত, কখনও তুলসী চক্রবর্তীকে কোনও একটি বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে, ক্ষেপিয়ে দিয়ে সরে পড়তেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ছোটো ভাই সুরকার অমল মুখোপাধ্যায় তাঁর খুব বন্ধু ছিলেন। আমি তখন একটি জনৈক সংবাদপত্রে চাকরি করি, সিনেমা বিভাগে লেখালিখি করতাম। উনি প্রায়ই আসতেন। একবার সেই সংবাদপত্রেরই পুজো সংখ্যায় ‘উত্তম কুমারের প্রিয় তারকারা’-এই বিষয়ে একটি লেখা তৈরি করতে বলা হয়েছিল। তো সেই ব্যাপারে বুড়োদার সাহায্যের দরকার পড়লো।

তুই চুপ কর তো বুড়ো, দু-একটা পেয়ারা ছিঁড়লে তাকে চুরি বলে না। বলেই দু-চারটে পেয়ারা ছিঁড়ে নিতেন মিসেস সেন। সেই ‘চুরি’র পেয়ারা কিন্তু দুজনেই ভাগ বাটোয়ারা করে খেতেন পরে। এরকমই ছিল দুজনের সম্পর্ক। বুড়োদা আমাকে রমাদির এই ছেলেমানুষী ব্যাপারগুলো নিয়ে প্রায়ই বিভিন্ন আখ্যান শোনাতেন।

দাদার সঙ্গে

উত্তম ছিলেন ভাই অন্তঃপ্রাণ। মেজো ভাই বরুণ আর ছোটো ভাই তরুণকে চোখে হারাতেন। ভাইরাও দাদা বলতে অজ্ঞান। ছোটো ভাইটি তো আবার তাঁর সঙ্গে অভিনয়ে ভিড়ে গেল। দুজনে একসঙ্গে অভিনয়ের পাঠ নিয়েছিলেন। ভবানীপুরে সুনীল সমাজ নামে একটি নাট্য গোষ্ঠী ছিল। দুই ভাই মিলে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের রিহার্সাল দেখতেন। এইভাবেই শুরু। নাট্য মঞ্চেই ওঁর অভিনয়ে হাতেখড়ি। ‘নতুন প্রভাত’ নাটকে ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। বিদেশের একাধিকবার নাটক করতে গিয়েছেন। ১৯৫৪ সালে উত্তমকুমার অভিনীত সেই ‘হুদ’ ছবিতেই প্রথম আত্মপ্রকাশ তরুণ কুমারের। তারপর একের পর এক ছবিতে অভিনয়ের দাপটে, সূক্ষতায়, মুন্সিয়ানায় তিনি অদ্বিতীয় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ‘দেয়া নেয়া’, ‘স্ত্রী’, ‘চৌরঙ্গী’, ‘কাল তুমি আলেয়া’, ‘ধন্যি মেয়ে’, ‘সন্ন্যাসী রাজা’ ‘কমললতা’, ‘সাত পাকে বাঁধা’, ‘সপ্তপদী’;অসংখ্য ছবিতে কাজ করেছেন, যার বেশিরভাগই দাদা উত্তমের সঙ্গে। পর্দায় দুজনের অসাধারণ রসায়ন বা ‘ম্যাজিক’-ই এর একমাত্র কারণ। ‘দাদাঠাকুর’ ছবিতে অভিনয় করে তো রাস্ট্রীয় পুরস্কারও পেয়েছিলেন। অভিনয় করার সময় এমন এমন কিছু করে ফেলতেন যে মহানায়কও বলতেন, বুড়োর সঙ্গে অভিনয় করতে গেলে আমি ভীষণ ঘাবড়ে যেতাম। মানে, আমি আগে থেকে একটা বিষয় ভেবে রাখলাম এভাবে এভাবে করবো কিন্তু, ও তো সবটা ঘুরিয়ে দেয়।

তবে, অভিনয় জীবন আর ব্যক্তিগত জীবন আলাদা রাখতেন যতটা সম্ভব। শুটিং ফ্লোরের জুতো বাড়ির বাইরে খুলে রেখে ভেতরে প্রবেশ করতেন। অভিনয় নিয়ে বাড়িতে কোনও রকম আলোচনা করতেন না, কাউকে করতেও দিতেন না। ছেলেমেয়েকে নিয়ে অতিচিন্তিত থাকতেন সবসময়। পড়াশোনার দিকে কড়া নজর রাখতেন। বন্ধুদের খুব ভালোবাসতেন। দাদার নামে যে মঞ্চ, সেই উত্তম মঞ্চের দেখাশোনা করতেন একসময় একা হাতে। সুগারের প্রকোপে খুব ভুগতেন শেষ দিকে। একবার উত্তম মঞ্চেই, আমি আর বুড়োদা গল্প করছি, হঠাৎ খেয়াল হল বুড়োদা ঘুমিয়ে পড়েছেন। হাতের জলন্ত সিগারেটটা পুড়তে পুড়তে দু আঙুলের মাঝে এসে প্রায় ছ্যাঁকা দিতে যাবে, এমন সময় আমি তাঁকে ডেকে দিই। জীবনের শেষ দিকে তাঁর সঙ্গে খুব একটা দেখা হত না। বুড়োদা একজন বড়ো মাপের অভিনেতা ছিলেন শুধু তাই নয়, বড়ো মনের মানুষ ছিলেন। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।